কুরআন-হাদিসের আলোকে

ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়



শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহ.

অনুবাদ-সম্পাদনা: মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

কুরআন-হাদিসের আলোকে

ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়

মূল
শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়
শাইখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহ.
অনুবাদক ও সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
সহযোগিতা : ইযাযুল হক
ভাষাসংশোধন : আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬
দ্বিতীয় (ইত্তিহাদ) সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৫
সর্বস্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

মূল্য : ২৮০ (দুইশত আশি) টাকা মাত্র

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
ISBN : 978-984-96895-7-7

সূচিক্রম

অনুবাদকের কথা ---- ১৫
লেখকের ভূমিকা ---- ১৭
হালাল মাল অন্বেষণ করার ফজিলত ---- ১৯
উপার্জনের ফজিলত ---- ৩৭
আমার রচিত 'ফাজায়েলে হজ' গ্রন্থের কিছু ঘটনা ---- ৪৪
তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা ও স্তরসমূহ ---- ৫৪
আসবাব এখতিয়ার করা কি তাওয়াক্কুলের খেলাফ? ---- ৫৬
তাওয়াক্কুলের আরেকটি প্রকারভেদ ---- ৬১
উভয়প্রকার তাওয়াক্কুল অবলম্বনে আমাদের আকাবির ---- ৬২
উপার্জনের বিবিধ মাধ্যম এবং সর্বোত্তম মাধ্যম ---- ৬৪
চাকরির বেতন-ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেওবন্দি আকাবিরের আমল ---- ৬৫
আমার পীর খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর আমল ---- ৬৬
হজরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর আমল ---- ৬৭
হজরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর আরেকটি ঘটনা ---- ৬৮
দীনী খেদমত করে বেতন নেওয়া প্রসঙ্গ ---- ৬৯
এ প্রসঙ্গে অধমের অভিমত ---- ৭১
পূর্ণ তাওয়াক্কুল কখন অবলম্বন করা যায়? ---- ৭২
হজরত থানবী রহ.-এর তাওয়াক্কুল ---- ৭২
হজরত নানুতবী রহ.-এর তাওয়াক্কুল ---- ৭৩
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর নসিহত ---- ৭৪
চাকরির পর কী করা উত্তম? ---- ৭৫
হজরত উমর ফারুক রা.-এর ব্যবসা-চিন্তা ---- ৭৭
সকাল-সকাল ব্যবসা করা ---- ৭৮
হজরত আবু বকর রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য ---- ৭৮
হজরত উমর রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য ---- ৭৯
হজরত উসমান রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য ---- ৮০
হজরত খাদিজা রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য ---- ৮০

হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য ৮১
হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ব্যবসা ৮১
হজরত সাআদ বিন আয়েজ মুজিন রা. এর ব্যবসা ৮২
হজরত আবু মুআল্লাক আনসারি রা. এর ব্যবসা ৮২
হজরত তলহা বিন ওবাইদুল্লাহ রা.এর ব্যবসা ৮৩
হজরত আবু হুরাইরা রা. এর ঘটনা ৮৩
ব্যবসার পর কৃষিই উত্তম ৮৪
কৃষির ফজিলত ৮৪
একটি প্রশ্নের জবাব ৮৬
মাওলানা মুজহির নানুতবী রহ. এর ঘটনা ৮৮
হজরত কাসেম নানুতবী রহ. এর ঘটনা ৮৯
আমার মুর্শিদের ঘটনা ৮৯
শাইখুল ইসলাম হজরত মাদানী রহ. এর ঘটনা ৯০
উপার্জনের মাসায়েল জানা এবং সেমতে আমল করা ৯১
উক্ত বিষয়ে হজরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর মূল্যায়ন ৯৬
মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. এর মত ৯৭
আব্বাজানের একটি ঘটনা ৯৮
মাওলানা এনায়েত ইলাহী রহ. এর নীতি ১০০

পরিশিষ্ট

নবীজির ব্যবসা : একটি সংক্ষিপ্ত নিবেদন ১১১
রাসুল সা.-এর ব্যবসায়িক সফর ১১৩
শাম অভিমুখে প্রথম সফর ১১৪
শামে দ্বিতীয় সফর ১১৪
ইয়েমেন-অভিমুখে দুই সফর ১১৬
বাহরাইন অভিমুখে সফর ১১৬
রাসুল সা. ও খাদিজা রা. -এর মাঝে বাণিজ্যিক চুক্তি ১১৬
বিপুল পরিমাণ লাভ ১১৬
যে বাণিজ্যিক সফরে রাসুলুল্লাহর বিবাহের পথ খোলে ১১৭
ব্যবসায়িক সফরে নবীজির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি ১১৮
রাসুলুল্লাহ সা.-এর অংশীদারি কারবার ১১৯
রাসুলের ব্যবসা : খ্যাতি, দক্ষতা ও উদারতা ১২১

বেচাকেনায় রাসুল সা.-এর উদারতা ১২৩
ব্যবসায়ীদেরকে সততা ও সদ্ব্যবহারের প্রতি আহ্বান ১২৪
ব্যবসায়ীদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ ১২৫
বেচাকেনায় প্রতারণা থেকে বারণ ১২৫
বেচাকেনায় মহৎ ও উদার ব্যক্তির জন্য দোয়া ১২৬
লেনদেনে উদার ও কোমল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা ১২৭
লেনদেনে কোমলতা জান্নাতপ্রাপ্তির মাধ্যম ১২৭
তিনি মদিনায় বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৭
অর্থনীতি ও ব্যবসা-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ১২৯

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

অগ্রজ বন্ধু মাওলানা শোয়াইব একদিন একটা ছেঁড়া বই নিয়ে আসেন। 'ফাজায়েলে তেজারত'-ক লিখেছেন শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রহ.। তিনিও ব্যবসা নিয়ে বই লিখেছেন! অসম্ভব কৌতূহলী হয়ে উঠি।

তার অনুরোধ, বইটি যেন আমি অনুবাদ করে দিই। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতরণ করবেন এবং প্রয়োজনে নানা লাইব্রেরিতেও পাঠাবেন। বলে রাখি, শোয়াইব ভাই একজন আলেম ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী।

বই রেখে তিনি চলে যান; আমি চলে যাই অনুভূতির এক অন্য জগতে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যোজন দূরে থাকা এবং মাদরাসা ও খানকা-তাবলিগে জীবন কাটিয়ে দেওয়া মানুষটিও কি ব্যবসা নিয়ে বই লিখতে উদ্বুদ্ধ হলেন? কী রহস্য এর পেছনে এবং অনুপ্রেরণার উৎসই-বা কী? হৃদয় নাড়া-দেওয়া অনুভূতির ভেতর দিয়ে বইটি খুলে আমি পড়তে শুরু করি। ভূমিকার শেষ পর্যন্ত গিয়ে তো আমি পুরাই অবাক।

এ বই লেখার প্রেরণাপুরুষ হলেন প্রচলিত তাবলিগ-জামাতের প্রবর্তক বিশ্ববরেণ্য দায়ী মাওলানা ইলিয়াস রহ.। তারই নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে বইটি রচনা করেন শাইখুল হাদিস রহ.। আসবাব ছেড়ে আল্লাহতে প্রত্যাবর্তনের কিংবদন্তিপুরুষও তাহলে ব্যবসা নিয়ে বই লেখার প্রয়োজন অনুভব করলেন? আজকের বস্তুবাদী ও পুজিসর্বস্ব পৃথিবীতে এ প্রশ্নের অটুট উত্তর প্রতিজন ব্যক্তিরই জানা।

তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম নানা কাজে। একজন ছোট ভাইয়ের সহযোগিতায় বইটির অনুবাদ সম্পন্ন হয়। ছাপা হয় ২০১৬ সালে।

শাইখুল হাদিসের সময়কার উর্দু গদ্য। দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যে গঠিত জটিল প্যাচপ্যাচে প্রবন্ধগম্ভীর গদ্য। খুব সাধারণ, সাহিত্যরসহীন। হুবহু অনুবাদ করলে স্বাদ পাই না, নিজের মতো করে লিখতে গেলে বিবেক বাধে। ভেবে-চিন্তে মূলানুগ অনুবাদ করে যা দাঁড়াল, তা খুব সুস্বাদু গদ্য নয়। এসব লেখায় মচমচে হুমায়ুনী গল্পের আমেজ তালাশ করা অবান্তর।

***

বই প্রকাশ-পরবর্তী তেমন খবর রাখতে পারিনি। যতটুকু মনে হয়েছে, প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশ, তাই পুনরায় প্রকাশের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ভাবলাম, বইটি আরও বড় পরিসরে প্রচার হওয়া দরকার, অন্যকোনো প্রকাশনীকে দিয়ে দিলে ভালো হয়। বন্ধুবর শোয়াইবকে বিষয়টি জানালে কিছু শর্তে তিনি রাজি হন।

তিনি চেয়েছেন, 'প্রথম মুদ্রণ' কথাটা লিখে তার পিতা ও তার নাম দেওয়া হোক, যাতে ইতিহাসটা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে। যুক্তিসঙ্গত শর্ত। বলে রাখি, তার পিতা দক্ষিণ চট্টলার একজন নামজাদা আলেম, বুজুর্গ ব্যক্তি ও মুহতামিম– মাওলানা আবুল হাছান দা. বা.।

বিষয়টি আমি প্রকাশককে জানিয়েছি। বই হাতে আসার আগে বলতে পারছি না– তারা বিষয়টি আমলে নিয়েছেন কি না।

***

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ইত্তিহাদ থেকে আসছে। দ্বিতীয় সংস্করণে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে হাদিসের তাখরিজ ছিল না। মূল বইতে কোনো তাখরিজ নেই; হাদিসের কিতাবের নামটা আছেমাত্র; কোনো কোনো কথায় কিতাবের নামটিও নেই। আমরা অনেক কষ্ট করে এবার পুঙ্খানুপুঙ্খ তাখরিজ করেছি। হাদিসের আরবি ইবারত মূল বইয়ে না এনে ফুটনোটে এনেছি, যাতে পাঠকদের দ্বন্দ্বে পড়তে না হয় যে, এসব ইবারত মূল লেখকের কিনা। লেখক এসব ইবারত মূল বইতে আনেননি। আমরাই সংযোজন করেছি। যেসব হাদিসের আরবি ইবারত তিনি এনেছেন, সেসব তো মূল বইতেই এনেছি। বইটির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গতা আনার লক্ষ্যে আমি নিজের রচনা থেকে ব্যবসা ও অর্থনৈতিকবিষয়ক কিছু লেখা সংযোজন করেছি। আশা করি, পাঠকদের ভালো লাগবে।

পরিশেষে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। উদ্যমী প্রকাশনী মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ সকলকে সমূহ কল্যাণের তাওফিক দান করুন।

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
চান্দগাঁও আবাসিক, চট্টগ্রাম
১-১-১৪৪৪ হি.
৩১-৭-২০২২ খ্রি.

অভিমত

দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিদ্যাপিঠ জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য পরিচালক, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের অবিসংবাদিত আমির, বেফাকুল মাদারিসিল-আরবিয়া বাংলাদেশ-এর সুযোগ্য সভাপতি, পীরে কামেল, *আল্লামা শাহ আহমদ শফী* (দা. বা.)'র অভিমত।

ইসলামে শরিয়তসম্মত হালাল ব্যবসার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বহু অনুসঙ্গ কুরআন-হাদিসে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের জন্য নবীগণের সাথে জান্নাতে থাকার সুসংবাদ কি চাট্টিখানি কথা!

কুরআনে মজীদে দুনিয়া-আখেরাতের চিরস্থায়ী সফলতা ও ঈমান-আমলকে ব্যবসার সাথে তুলনা করা হয়েছে। ঈমান-আমল ও আখেরাতের কামিয়াবিকে যে জিনিসের সাথে উপমায়িত করা হয়, সে জিনিসের গুরুত্ব ও মর্যাদা মুসলমানমাত্রই অনুধাবন করার কথা। এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। (সুরা ফাতির : ২৯)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।

শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহ. যে বিষয়ে কলম ধরেছেন, এবং স্বয়ং তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার গুরুত্বের কথা কি বলা ও লেখার অপেক্ষা রাখে?

তাই, আলহামদুলিল্লাহ, হজরতের একটি বই বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশ হতে যাচ্ছে দেখে আমি পরম আনন্দিত। উদ্যোক্তাদেরকে আমি স্বাগত জানাই। তাদের জন্য দোয়া করি। সবাইকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে খাইর দান করুন। সকলকে কবুল করুন। আমিন!

বান্দা আহমদ শফী
খাদেম, জামিয়া আহলিয়া দারুল উলুম
মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

গবেষক আলেম ড. আফম খালিদ হোসেন সাহেব

(অধ্যাপক, এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম; সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম)-এর

ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া

ইসলামী শরিয়তে ব্যবসা-বাণিজ্য ইবাদত অপরদিকে সুদ, চোরাকারবারি, মজুতদারি, ফটকাবাজি হারাম। জনগণের কল্যাণার্থে খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করা সাওয়াবের কাজ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সা.-এর বহু হাদিসের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, জীবিকা নির্বাহের উত্তম মাধ্যম হল বৈধ ও হালাল পন্থায় ব্যবসা পরিচালনা; রিজিকের দশভাগের নয়ভাগ ব্যবসায় নিহিত; নির্ভেজাল ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পুণ্যাত্মা নবী, আল্লাহর পথের শহিদ ও সিদ্দিকদের সাথে, হালাল রিজিক অন্বেষণ নামাজ, রোযা, হজ, যাকাতের পর দ্বিতীয় স্তরের ফরয। ইতিহাস প্রমাণ করে, নবী ও রাসুলদের মধ্যে অনেকেই বিশেষত হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইদরিস আ., হযরত জাকারিয়া, হযরত দাউদ আ. ও হযরত মুহাম্মদ সা. ব্যবসায়ী ছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন ছিল তাঁদের জীবনের মিশন; কিন্তু জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল ব্যবসা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মর্যাদাবান সাহাবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত। হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা., হযরত উসমান রা., হযরত খাদিজা রা., হযরত জুবায়ের ইবনে আওয়াম রা., হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা., হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা., হযরত সাআদ রা. ছিলেন আরবের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অনেকের ছিল আন্তঃদেশীয় ব্যবসা। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের সম্পদ ইসলামের খেদমতে, জনকল্যাণে ও জিহাদের যুদ্ধতহবিলে অকাতরে দান করে গেছেন।

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এবং উক্ত শ্রেণির লোকেরা মনে করেন ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুনিয়াদারি, ইবাদতের সাথে এর সম্পর্ক নেই। পণ্যে ভেজাল, খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণ, ওজনে কারচুপি ইত্যাদিকে তাঁরা পাপ ও অন্যায় মনে করেন না। আলিমদের ব্যবসা করাকে অনেকে ভালো চোখে দেখেন না। 'কুরআন হাদিসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা

ও ব্যবসায়ীদের করণীয়' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ববরেণ্য আলিম শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহ. এসব বিষয়কে আকলি-নকলি ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থটি পাঠকের চোখ খুলে দিবে এবং প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটাবে। বিজ্ঞ গ্রন্থকার চাকরি, কৃষি ও তাওয়াক্কুলের উপরও চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেন, যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। গ্রন্থের শেষের দিকে দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামের কতিপয় চমকপ্রদ ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় সমাজে এর কদর বাড়বে।

'কুরআন হাদিসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়' এ গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন জামিয়া মোজাহেরুল উলূম'-এর উস্তাদ তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। তাঁর অনুবাদের ধারা মাশাআল্লাহ প্রাণবন্ত, গতিময় ও ঝরঝরে। আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষার উপর অনুবাদকের পারঙ্গমতা থাকার কারণে মূল লেখকের স্পিরিট ভাষান্তরে হারিয়ে যায়নি, বরং বিকশিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ বাজারে এসেছে, যা সচেতন পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

সাতকানিয়া ছমদরপাড়াস্থ আল মাদরাসাতুল আরাবিয়াতুল হাফেজিয়ার মুহতামিম হজরত মাওলানা আবুল হাসান (দা.বা.) তাঁর তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত। জাতি তাঁর এ অবদান স্মরণ রাখবে। গ্রন্থটি প্রকাশে বেশ মেহনত করেছেন তাঁর সুযোগ্য সন্তান হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ শোয়াইব।

আমি লেখক, অনুবাদক, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রকাশককে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। আমিন।

(ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন)
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওমরগণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম।
সম্পাদক 'আত-তাওহীদ', জামিয়া ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

আমাদের সবকিছুর সূচনা ও সমাপ্তি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন এবং রাসুলের উপর সালাম প্রেরণের মাধ্যমে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পুরো গ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক কথা নতুন বিন্যাসে, নব আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু বইটি সম্পর্কে আমাদের নতুন আগ্রহ, নতুন কৌতূহল ও বিস্ময়ের একটা ব্যাপার আছে। সেটা হলো, শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহ.-এর মতো একজন অদ্বিতীয় দুনিয়াবিমুখ সুফিসাধক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলেন? কী প্রেরণা ও কোন প্রেক্ষাপটের আলোকে বিশাল বিশাল গ্রন্থের প্রণেতাকে ব্যবসার মর্যাদা বিষয়ে ছোট একটি বই লিখতে হলো!! তা ছাড়াও লেখকের ভূমিকা থেকে জানতে পারছি, এ বই লেখার জন্য লেখককে আদেশ করেন তাঁর চাচাজান তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাসাধক মুজাদ্দিদে জমান হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহ.।

আমার দৃঢ় ধারণা, নিশ্চয় এ কাজে হাত দেবার জন্য উপরওয়ালার পক্ষ থেকে কোনো ইশারা এসেছিল। বড়দের কাজের ক্ষেত্রে এরকমই হয়ে থাকে। এরকম হয় বলেই তাঁদের সমস্ত কর্ম-কথা, রচনা-চিন্তা সবকিছুই এত মকবুল, এত মাহফুজ। এজন্য আমি বলব, বাংলাভাষায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে শত বই ও গবেষণাপত্র বের হলেও হজরতজির এ বই গুরুত্বপূর্ণ, পাঠআবশ্যিক ও চিরআবেদনময়।

সুহৃদ বন্ধু মাওলানা শোয়াইব সাহেব একসময় 'ফাজায়েলে তেজারত' নামে হজরতের রেসালাটি এনে আমাকে অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ করলে আমি কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সানন্দে রাজি হয়ে যাই। আশা শুধু– কোনো না কোনোভাবে আসলাফের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়া, জুড়ে রাখা। ফলে রেসালাটির অনুবাদ হয়ে যেতে পারে এরকম দৃঢ় ধারণা সত্ত্বেও খোঁজ না নিয়ে অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে দিই।

ব্যবসায়ীশ্রেণি এবং সর্বসাধারণের হাতেই বইটি বেশি পৌঁছুতে পারে– এমন এক খেয়াল থেকেই অনুবাদের ভাষা খুব সহজ-সরল করা হয়েছে

সচেতনভাবেই। এজন্যই আমার অন্যান্য লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা নিশ্চয় এ বইয়ের ভাষা ও বর্ণনায় একটু ভিন্নতা লক্ষ করতে পারবেন।

অন্যান্য কাজের মতো এ কাজেও আমাকে বিস্তর সহযোগিতা করেছে তরুণ মেধাবীমুখ প্রিয় ইযাযুল হক। কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্য সহযোগিতায় তার নামও ছাপা হলো। সঠিক 'পথ' ও 'পদ্ধতি' অবলম্বন করে এগুলে ওর একটা 'শান' হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ যেন কবুল করেন।

আল্লাহপাক সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমিন।

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
চট্টগ্রাম / ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

লেখকের ভূমিকা

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলের প্রতি আন্তরিক দরুদ পেশ করার পর...

শ্রদ্ধেয় চাচাজান মুজাদ্দিদে তাবলিগ হজরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস দেহলবী রহ.-এর আদেশ পালন করতে গিয়ে আমার মতো অযোগ্য-অধমের কলম দিয়ে ফাজায়েলে আমাল বিষয়ে কিছু পুস্তিকা প্রকাশ পেয়েছে। আমার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহর ফজল ও করমে এবং চাচাজানের আদেশ পালনের বরকতে উক্ত পুস্তিকাসমূহ সর্বসাধারণের জন্য খুবই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে এবং এখনো বারবার প্রকাশিত হয়ে চলছে।

হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তোমার জন্য। হে আল্লাহ, তোমার প্রশংসা আমরা হিসাব করে শেষ করতে পারব না। তুমি তো তেমনি যেমন তুমি নিজেকে প্রশংসিত করেছ।

চাচাজান জীবনের শেষদিনগুলোতে দুটি পুস্তিকা লেখার জন্য বিশেষভাবে জোর দেন। একটি হলো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা বিষয়ে, আরেকটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ফজিলত সম্পর্কে। প্রথমোক্ত বিষয়ে 'ফাজায়েলে সাদাকাত' নামে একটি গ্রন্থ বহুদিন আগেই লেখা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের ফজিলত সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত লেখার সময়-সুযোগ হয়নি।

এ সময়টা চলছিল চাচাজানের ভীষণ অসুস্থতার, যার দরুন আমাকে বারবার নেজামুদ্দীন উপস্থিত হতে হত। অন্যদিকে মাজাহেরে উলুম মাদরাসার শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তির সময় হওয়ায় এবং বুখারি শরিফ শেষ করার দায়িত্বের চাপে সাহারানপুরও আসতে হত। ফলে নেজামুদ্দীন বা সাহারানপুর কোথাও একনাগাড়ে কিছুদিন থাকার সুযোগ হচ্ছিল না। সপ্তাহে দু'তিন দিন নেজামুদ্দীন আর দু'তিন দিন সাহারানপুর এভাবেই সময় কাটছিল।

তাঁর জোর তাগিদের ভিত্তিতে তাঁরই জীবদ্দশায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ফজিলত সম্পর্কে একটি পুস্তিকা রচনা শুরু করে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও লেখা হয়েছিল। আমার নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি অধ্যায়, কয়েকটি পরিচ্ছেদ এবং উপসংহারে কয়েকটি শিক্ষণীয়

কাহিনির একটি সংক্ষিপ্তসার তাঁর খেদমতে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি ভীষণ অসুস্থতার কারণে তা শুনতে পারেননি। আমার মন চাচ্ছিল, তিনি জীবদ্দশায় তা দেখে দিয়ে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দিবেন। কিন্তু ভীষণ অসুস্থতার কারণে তিনি আদেশ দিলেন, তাঁর বন্ধুদেরকে পাণ্ডুলিপিটা দেখাতে। তাঁরা আলোচনা-পর্যালোচনা করে ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত ও সতর্ক করবেন। তাঁর আদেশ পালনার্থে তাঁদেরকে পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরাও নিজেদের ব্যস্ততা, বিশেষত চাচাজানকে নিয়ে দুঃখ-ব্যস্ততার দরুন তা দেখে দিতে পারেননি। ঠিক এ সময় আমার চাচাজান ইনতেকাল করেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে নুরে ভর্তি করুন।

অন্যদিকে আমি অধমও বিভিন্ন ব্যস্ততা, বিশেষ করে সাহারানপুরের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যস্ততা ও দায়িত্ব এবং লেখালেখির কাজের কারণে তাঁর আদেশ পালনে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারিনি, যার দুঃখ আমার ভেতর রয়েই গেছে।

এখন মদিনায় কয়েক বছরব্যাপী অবস্থানে মাদরাসার ব্যস্ততা তো তেমন নেই, কিন্তু রোগ এসে ধরেছে চতুর্দিক থেকে। দিনদিন রোগব্যাধি বেড়ে চলছে। চাচাজানের আদেশের কথা মনে পড়লে বড় দুঃখ পাই। কয়েক মাস ধরে রোগ-ব্যাধিতে কাতর হয়ে আছি। লেখালেখির কোনো কর্মই সম্পাদন করতে পারছি না। আজ ১৭ জিলহজ ১৩৯৯ হিজরি রোজ বুধবার রাতে মসজিদে নববীতে কাজটি পুনরায় আরম্ভ করলাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুফি ইকবাল সাহেবকে অনুরোধ করলাম, আমার দ্বারা মনে হয় এ কাজ আর হয়ে উঠবে না। পারলে আপনি কাজটি পুরা করে দিন। যদিও এখন স্মৃতিতে আগেকার সেই কথাগুলো মনে নেই, পূর্বকৃত পাণ্ডুলিপিও নেই এবং চাচাজানের সমকালীন আলেমরাও নেই, তবু চাচাজানের তাওয়াজ্জুহের বরকতে নিজেই কাজটি শুরু করিয়ে দিলাম।

আল্লাহর কাছে একান্ত আরজ, তিনি যেন মুবারক কাজটি সম্পন্ন করে দেন, যাতে চাচাজানের ভালো কর্মের ভাণ্ডারে এটাও স্থান পেয়ে যায়।

পূর্বে লিখিত ভূমিকা এবং বিষয়গুলো অনেক খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া যায়নি। ফলে কাজটি সম্পূর্ণ নতুনভাবেই শুরু করতে হয়েছে। বরকতের জন্য হাকিমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর বেহেশতী জেওরের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্ট 'হালাল উপার্জনের বর্ণনা' শীর্ষক লেখাটি নকল করে দিলাম।

হালাল মাল অন্বেষণ করার ফজিলত

[পাঠকদের অবহিত করে যাই– এ অধ্যায়ে মূল লেখক নাম্বার দিয়ে ২০টি হাদিসের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি হাদিসের মূল টেক্স তো আনেননি, উপরন্তু হাদিসগ্রন্থের বরাতও উল্লেখ করেননি; বরং তিনি কোথাও কোথাও শুধু হাদিসে অর্থ, কোথাওবা ব্যাখ্যামূলক অর্থ, আবার কোথাও শুধুই হাদিসের মূল বক্তব্যটি পেশ করেছেন। এজন্য আমরা তার বর্ণনার ধারাপরম্পরা বজায় রাখার তাগিদে মূল অনুবাদে কোনো হাদিস উল্লেখ করিনি, বরং ফুটনোটে সেই হাদিসটি উল্লেখ করেছি, যার মূল বক্তব্য তিনি নিজের মতো করে পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। –অনুবাদক]

হাদিস ॥ ১

হাদিসে আছে, অন্যান্য ফরজের পর হালাল (মাল) অন্বেষণ করা ফরজ। ইসলামের আরকান পর্যায়ের ফজর যেমন, নামাজ, রোযা ইত্যাদি আদায়ের পর।[১]

হালাল মাল অন্বেষণ করা ফরজ বটে; কিন্তু এই ফরজের স্তর অন্যান্য ফরজের চেয়ে কম, যা ইসলামের আরকান বা খুঁটিস্বরূপ। এই ফরজ ঐ ব্যক্তির জিম্মায়, যে প্রয়োজনীয় খরচের জন্য মালের মুখাপেক্ষী, তা নিজস্ব জরুরত দূর করার জন্য হোক কিংবা পরিবারবর্গের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। আর যার নিকট আবশ্যক পরিমাণ অর্থ মজুদ আছে, যেমন বিত্তশালী লোক, কিংবা যে অন্য কোনো উপায়ে সম্পত্তি লাভ করেছে তার উপর এই ফরজ থাকে না। কেননা, সম্পত্তিকে আল্লাহ তায়ালা জরুরত মিটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন বান্দা জরুরি অভাব পূরণ করে আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হতে পারে। কেননা, পানাহার ব্যতীত ইবাদত সম্ভব নয়। কাজেই সম্পত্তি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্য কারণে কাম্য।

অতএব, যখন দরকার-উপযোগী মাল-সম্পদ হস্তগত হয়, তখন অযথা লোভে পড়ে তা অন্বেষণ করা এবং বাড়ানো উচিত নয়। অতএব, যার

---

[১] বাইহাকি, ৬:২১১, হাদিস- ১১৬৯৫

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ "

নিকট আবশ্যক পরিমাণ (মাল) মজুদ আছে, তা থেকে বাড়ানো ফরজ নয়। বরং লোভ-লিপ্সা (মানুষকে) আল্লাহ হতে গাফেল করে এবং অধিক লোভ গুনাহের কাজে লিপ্ত করে। ভালোভাবে বুঝে নাও।

আর এদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন হালাল মাল হস্তগত হয়। হারাম মালের দিকে মুসলমানের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা, ঐ সমস্ত মালে বরকত হয় না; এবং হারামখোর লোক দীন ও দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আল্লাহর লানতে নিপতিত থাকে।

কোনো কোনো নির্বোধের ধারণা হলো, আজকাল হালাল মাল রোজগার করা অসম্ভব। এমনকি তারা হালাল মাল পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। এটা একেবারে ভুল ধারণা এবং শয়তানি ধোঁকা মাত্র।

মনে রাখবে, যারা শরিয়তের উপর আমল করে, গায়েব থেকে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এটা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত যে, হালাল খাওয়া এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকা যার নিয়ত থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সে ধরনের মাল দান করেন। কোরআন-হাদিসের বহু স্থানে এই ওয়াদার উল্লেখ আছে।

এই দুর্দিনে আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত বান্দা হারাম এবং সন্দেহযুক্ত মাল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হালাল মাল দান করে থাকেন। যারা নিজেদের এবং অন্যান্য বুজুর্গের সাথে আল্লাহ তায়ালার এই ব্যবহার দেখতে পায় এবং কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে এ-বিষয়ের বর্ণনা দেখতে পায়, তারা এ-ধরনের নির্বোধদের উক্তির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করতে পারে না। আর যদি কোনো বিশ্বাসযোগ্য কিতাবে এ-ধরনের বিষয় নজরে পড়ে, তবে তার মর্ম অজ্ঞ লোকেরা যা বুঝে নিয়েছে তা নয়।

অতএব, যখন এ-ধরনের কোনো বিষয় দেখতে পাও, তখন কোনো অভিজ্ঞ দীনদার আলেমের নিকট থেকে তার অর্থ ও মর্ম জেনে নিবে। ইনশাআল্লাহ তোমার বুঝে আসবে, মন শান্ত হবে এবং এ সব অযথা উক্তির ওয়াসওয়াসা অন্তর হতে বের হয়ে যাবে।

ভালোরূপে বুঝে নাও, মানুষ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে অতি অল্পই সাবধানতা অবলম্বন করে। ফলে তারা শরিয়তবিরোধী নাজায়েয চাকুরি করে, অন্যের হক নষ্ট করে; এ সবই হারাম। আর খুব স্মরণ রাখবে যে,

আল্লাহর দরবারে কোনো বিষয়েরই অভাব নেই। অদৃষ্টে যে পরিমাণ লেখা আছে, তা নিশ্চয়ই পাবে। তবে নিয়ত খারাপ করা এবং দোজখে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা কোনো বিবেকসম্মত কথা হতে পারে না। যেহেতু হালাল মালের দিকে মানুষের লক্ষ্য খুবই কম, এজন্য বারবার তাগিদ সহকারে বলা হল।

দুনিয়াতে মানুষ এবং জিন সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর ইবাদত করা। পানাহারের উদ্দেশ্য এই নয় যে, দিনরাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে যাওয়া এবং তাঁর নাফরমানি করা।

কোনো কোনো নির্বোধের ধারণা, দুনিয়াতে শুধু খাওয়া, পরা ও ভোগ-বিলাসের জন্য এসেছে। সাবধান! এটি সরাসরি বদদীনী। আল্লাহ তায়ালা নির্বুদ্ধিতার অবসান করুন। কী যে জঘন্য আপদ?!

হাদিস ॥ ২

জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিজের দুই হাতে অর্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী হজরত দাউদ আ. নিজ হাতে অর্জিত খাদ্য খেতেন।[২]

অর্থাৎ নিজ হাতের অর্জিত বস্তু অতি উত্তম জিনিস। অযথা কারও উপর বোঝা চাপাবে না। কোনো পেশাকেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। যখন এ ধরনের কাজ হজরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম করেছেন, তবে আর কে এমন আছে, যার মান-মর্যাদা তাঁদের চেয়ে বেশি? বরং কারও মর্যাদা তাঁদের সমতুল্য নয়, তার চাইতে বেশির তো প্রশ্নই ওঠে না।

এক হাদিসে আছে, এমন কোনো নবী নেই, যিনি বকরি চরাননি। ভালোরূপে বুঝে নাও এবং নির্বুদ্ধিতা থেকে বেঁচে থাক।[৩]

কোনো কোনো লোকের ধারণা যে, যদি কারও নিকট হালাল মাল থাকে, কিন্তু স্বীয় হস্তে অর্জিত নয়, বরং ওয়ারিসিসূত্রে পেয়েছে, কিংবা অন্য কোনো হালাল উপায়ে হস্তগত হয়েছে, তারপরও নিজে অর্জন করে সম্পদ বাড়ানোর চিন্তা করে এবং এটাকে বন্দেগিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম মনে করে, তা

---

[২] বুখারি, ২:২২, হাদিস- ৯৭৮

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

[৩] মুওয়াত্তা মালেক, ২:৫১২, হাদিস- ৭৪০

নিতান্ত ভুল; বরং এমন লোকের জন্য ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। যখন আল্লাহ তায়ালা শান্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং জীবিকার চিন্তাভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত করেছেন, তখন নেহাত না-শুকরি হবে যদি তার নাম ভালোভাবে না নেয় এবং অর্থ-সম্পদ বাড়াতেই থাকে। অথচ হালাল মাল যেভাবেই হস্তগত হোক, তা আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত। তার খুব যত্ন করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে ব্যয় করা উচিত। অযথা অপব্যয় করবে না।

হাদিসের মর্ম হলো, মানুষ যেন নিজের ব্যয়ভার অন্যের উপর না চাপায় এবং লোকদের কাছে ভিক্ষা না করে, যে পর্যন্ত না কোনো বিশেষ কারণে বাধ্য হয়। যাকে শরিয়তে মজবুরি বলে। আর কোনো পেশাকেই যেন হেয় মনে না করে, হালাল মাল অন্বেষণ করে, কামাই-রোজগার করাকে দোষের মনে না করে।

এই কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন, যেন লোকেরা নিজ হাতে কামাই-রোজগার করাকে দোষের মনে না করে এবং কামাই-রোজগার করে নিজেরা খায়, অন্যকে খাওয়ায় ও দান-খয়রাত করে।

হাদিসের এই উদ্দেশ্য নয় যে, নিজ হাতে অর্জন ব্যতীত যেসমস্ত হালাল মাল অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া যায় তা হালাল নয়। কিংবা স্বহস্তে অর্জিত অর্থের সমতুল্য নয়। অথচ কোনো কোনো মাল নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে।

আর কোনো কোনো নির্বোধ লোক আল্লাহর সত্যিকারের বিশিষ্ট বান্দাদের উপর, যারা তাওয়াক্কুলের অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে, তাদের বিরূপ সমালোচনা করে এবং প্রমাণস্বরূপ বর্ণিত হাদিস পেশ করে। তারা বলে, তাদের উচিত নিজ হাতে উপার্জন করা। শুধু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকা এবং হাদিয়া-তোহফার উপর জীবন যাপন করা ভালো নয়।

এইরূপ সমালোচনা করা আমাদের নিতান্ত বোকামি। এই অমূলক সমালোচনা জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাদের ভয় করা উচিত যে, ঐ সকল বুজুর্গের সাথে বেআদবির করণে ঈমান চলে যাওয়ার এবং বেঈমান হয়ে মরার আশঙ্কা আছে। আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে ধ্বংস করুন ঐ সময়ের পূর্বে যখন বুজুর্গদের সম্পর্কে এইরূপ সমালোচনা করে। কেননা তার জন্য তাই উত্তম।

আমি বলি, কোরআন-হাদিসে গভীর চিন্তা করলে বুঝা যায়, যদি ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে সত্যের অন্বেষণে গভীর চিন্তা করা হয় যে, যার মধ্যে তাওয়াক্কুলের নির্ভরতার শর্তাবলি পাওয়া যায়, তার পক্ষে তাওয়াক্কুল করা উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। তা বেলায়েতের অতি উচ্চ মাকাম।

জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং মুতাওয়াক্কিল ছিলেন এবং মুতাওয়াক্কিলদের উপার্জন হাতের উপার্জনের চেয়ে বহুগুণে উত্তম। এতে বিশেষ বরকত এবং বিশিষ্ট নুর নিহিত আছে। যাকে আল্লাহ এই মর্যাদা দান করেছেন এবং জ্ঞান চক্ষু, বিবেকবুদ্ধি এবং বাতেনি নুর প্রদান করেছেন, তিনি তার বরকতসমূহ দর্শন ও অনুধাবন করে থাকেন।

তার বিস্তারিত বর্ণনা কোনো বিশেষ স্থানে বর্ণিত হবে। যেহেতু এটি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, এজন্য এখানে বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ নেই। এতটুকু বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, এই উক্তি নিতান্তই ভুল- যেমন উপরে বর্ণিত হলো। আর বড় অন্যায় কথা যে, এক তো নিজে নেক কাজ থেকে বঞ্চিত, অন্য কেউ করলে, তার প্রতি দোষারোপ ও কটূক্তি করছ! কীভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মুখ দেখাবে, যখন তার ওলিদের অপমান করছ!!

উপরোক্ত উপকারিতা ব্যতীত তাওয়াক্কুল করাতে আরও অনেক দীনি উপকারিতা নিহিত আছে। যারা মানুষকে দীন শেখানোর জন্য, তাদের প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য তাদের খেদমত করা অন্যদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

অতএব তাদের স্বীয় হক হাদিয়া-তোহফা থেকে গ্রহণ করাকে কেন অন্যায় মনে করা হচ্ছে? অথচ যারা তাওয়াক্কুলের ধার ধারে না তারা নিজেদের প্রাপ্য মারামারি ও ঝগড়া-ফাসাদ করে উসুল করে। পক্ষান্তরে, তাওয়াক্কুলকারীগণ লোকজনের অতিশয় অনুনয়-বিনয়ের পর আদবের সাথে আপন হক কবুল করেন। নজরানা ও হাদিয়া কবুল করায় যদি অপমান না থাকে, বিশেষত যখন তা ফেরত দিলে দাতার মনে কঠিন আঘাত লাগে, তাতে বুঝা যায়, তা ভালো না মন্দ।

মোদ্দাকথা, সত্যিকারের মুতাওয়াক্কিলগণ বড়ই মান-সম্মানের জীবিকা পেয়ে থাকেন, যদি তাদের নিয়ত এবং লক্ষ্য শুধু আল্লাহর উপর ভরসা হয়, মানুষের প্রতি তাদের দৃষ্টি না হয়। যারা মানুষের উপর আশা রাখে এবং দৃষ্টি রাখে তাদের মালের উপর, সে তো ধোঁকাবাজ, সে আমাদের এই উক্তির বাইরে। আমি তো সত্যিকারের মুতাওয়াক্কিলদের অবস্থা বর্ণনা করেছি।

কাউকেও হেয় মনে করা, বিশেষত আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদেরকে- বড় শক্ত গুনাহ। তাতে তাদের কোনো ক্ষতি নেই; বরং লাভ। কেননা, মন্দ উক্তিকারীদের নেকিসমূহ রোজ কেয়ামতে তারাই পেয়ে যাবেন। সর্বনাশ তো তাদের, যারা মন্দ বলে। কেননা, তাদের দীন-দুনিয়া বরবাদ হয়।

আর এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, শরিয়ত সবাইকে তাওয়াক্কুলের অনুমতি দেয় না। এর সৎসাহস করা এবং তার শর্তাবলি পুরা হওয়া বড়ই কঠিন। এজন্যই এ-ধরনের বুজুর্গ বিরল। আর অনেক ভালো ও উত্তম জিনিস সর্বদা কমই হয়। আল্লাহ তায়ালার অসীম শোকর যে, এই অধ্যায়টি একটু সাধারণ দৃষ্টিপাত করাতেই খুব উত্তমরূপে বর্ণিত হয়ে গেল। আল্লাহ যেন আমাকে এবং আপনাদেরকে আমলের তাওফিক দেন। আমিন।

হাদিস ॥ ৩

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্ন এবং যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র হালাল মাল কবুল করেন, হারাম মাল তথায় গৃহীত হয় না।[৪]

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, হারাম মাল খয়রাত করে সাওয়াবের আশা রাখা কুফরি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে ঐ জিনিসের আদেশ করেছেন, যার আদেশ নবীগণকে করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, হে নবীগণ! পবিত্র বস্তু অর্থাৎ হালাল মাল ভক্ষণ করুন আর নেক আমল করুন।[৫]

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেছেন, হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র বস্তু দান করেছি, তা থেকে খাও।[৬]

অতঃপর জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কথা বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ করতে, ইলম শিক্ষা করতে ও অন্যান্য নেক কাজে দূর দেশে ভ্রমণ করে এ অবস্থায় যে, সফরের কষ্টে এলোমেলো কেশে ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত বাড়ায় এবং বলে, হে আমার

---

[৪] মুসলিম, ২:৭০৩ হাদিস- ১০১৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

[৫] সুরা মুমিনুন : ৫১

[৬] সুরা বাকারা : ১৭২

পরওয়ারদেগার! হে আমার পরওয়ারদেগার! দয়া করে উদ্দেশ্য সফল কর; অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তার পরিহিত বস্ত্র হারাম। অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ও পরিহিত বস্ত্র হারাম উপায়ে অর্জিত, আর প্রতিপালিত হয়েছে হারাম মাল দ্বারা অর্থাৎ হারাম মালে জীবনধারণ করে, তা দ্বারা প্রতিপালিত হয়; অবশ্য যার মাতা-পিতা নাবালেগ অবস্থায় হারাম মাল দ্বারা লালন-পালন করেছে; কিন্তু বালেগ হয়ে সে হালাল মাল অর্জন করে নিজের ভরণ-পোষণে ব্যয় করেছে, এমন ব্যক্তি এই হুকুমের আওতায় নয়। নাবালেগ অবস্থার গুনাহ শুধু পিতা-মাতার উপর। এত কষ্ট করা সত্ত্বেও হারাম মাল ব্যবহারের কারণে কিছুতেই তার দোয়া কবুল হবে না।[৭]

আর যদি কোনো সময় উদ্দেশ্য সাধন হয়েও যায়, তবে তা দোয়ার কারণে নয়। বরং ঐ উদ্দেশ্য সাধন হওয়া তার অদৃষ্টের লিখনের কারণে; যেমন কাফেরদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। দোয়া কবুল হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর রহমতের দৃষ্টি করেন এবং ঐ রহমতের ওসিলায় তাকে তার কাম্যবস্তু দান করেন এবং ঐ কাম্যবস্তুর উপর নেকি দান করেন। সুতরাং তা ঐ ব্যক্তিই পায়, যে শরিয়তের পাবন্দি করে, আল্লাহ পাকের দরবারে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কামনা করে।

এ-দ্বারা জানা গেল হালাল খাদ্যে নেহায়েত বরকত আছে, আর বাস্তবিকই তার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া আছে। এমন মাল ভক্ষণ করলে নেক কাজের শক্তি সঞ্চয় হয়; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্ঞান-বিবেকের তাবেদারি করে।[৮]

হজরত সাইয়েদুনা ওয়া মাওলানা আবু হামেদ মুহাম্মদ গাজালি রহ. –তাঁর কবরকে আল্লাহ আলোকিত করুন–একজন অতি বড় দরবেশ হজরত সুহাইল রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হারাম খায়, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিবেকের তাবেদারি ছেড়ে দেয়। (অর্থাৎ বিবেক সৎকাজের আদেশ করে) আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরোধিতা করে, আদেশ পালন করে না।

কিন্তু এই বিষয় শুধু ঐ সকল বুজুর্গ বুঝতে পেরেছেন, যাদের অন্তরচক্ষু দীপ্তিমান, আলোকিত। নইলে যাদের অন্তর কলুষিত ও কালিমাময়, যারা দিনরাত ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, তাদের নেক আমলের বিন্দুমাত্র

---

[৭] কিতাবুজ জুহুদ ওয়ার রকায়িক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ., ১:১৫৪, হাদিস- ৪৫৬

[৮] মেশকাত, লুমআত।

প্রতিক্রিয়া হয় না। আল্লাহ মানুষের অন্তরের অনুভূতি এবং দিলের দৃষ্টিশক্তি এবং জ্ঞান-বিবেককে কায়েম রাখুন। আমিন।

হাদিস ॥ ৪

হজরত সাইয়েদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক –যিনি বড় বিখ্যাত আলেম ও বড় বুজুর্গ এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. এর শাগরেদ ছিলেন– বলেন, আমার মতে সন্দেহযুক্ত মালের একটি দিরহাম, যা আমি হাদিয়াস্বরূপ বা অন্য উপায়ে পেয়েছি, ফিরিয়ে দেওয়া ছয় লক্ষ টাকা খয়রাত করার চেয়ে অধিক পছন্দসই ও উত্তম।

তা দ্বারা অনুভব করা উচিত যে, সন্দেহযুক্ত মালের কী মূল্য? দুঃখের বিষয় যারা পরিষ্কার হারামকেও বর্জন করে না, যেভাবেই হোক টাকা পাওয়া চাই। অথচ বুজুর্গানে দীন সন্দেহযুক্ত মালকে কতই না খারাপ মনে করতেন। সুতরাং প্রত্যেকেরই হারাম মাল থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। তাতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। খারাব মাল ভক্ষণ করলে অসংখ্য দোষ-ত্রুটি নফসের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তা মানুষকে বিনাশ করে।

হাদিস ॥ ৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হালাল প্রকাশ্য এবং হারামও প্রকাশ্য। এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি বিদ্যমান। অর্থাৎ তাদের হালাল বা হারাম হওয়াতে সন্দেহ আছে। এক দিক দিয়ে হালাল এবং অন্য দিক দিয়ে হারাম বলে মনে হয়, যা অধিকাংশ লোকে জানে না। জানেন, এমন লোক অতি অল্প। তারা অতি বড় মুত্তাকি আলেম, যারা স্বীয় ইলম অনুযায়ী উত্তমরূপে আমল করেন।[৯]

অতএব যে পরহেজগারি এখতিয়ার করল, সে সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে স্বীয় দীনকে বাঁচিয়ে রাখল। অর্থাৎ, দোজখের আজাব থেকে আশ্রয় পেল। এবং মান-সম্মান বাঁচিয়ে রাখল। অর্থাৎ, কুৎসা রটনাকারীদের থেকে স্বীয়

---

[৯] বুখারি, ১:৩৭, হাদিস- ৪০। তবে বর্ধিত অংশটি পাওয়া যায়নি।

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ "

সম্মান রক্ষা করল। কেননা, শরিয়ত-বিরোধীদেরকে লোকেরা দোষারোপ করে, গালিগালাজ করে। আর একথা সকলেই জানে যে, দীন-দুনিয়ার বেইজ্জতি থেকে বেঁচে থাকা সকল বুদ্ধিমানেরই কর্তব্য।

আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলিতে পতিত হবে সে হারামে নিপতিত হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্দেহের বিষয় থেকে বেঁচে থাকে না, সে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। যেখানেই নফসকে একটু অবকাশ দেওয়া গেল, ব্যস সে একটু একটু করে এমন মারাত্মক কাজ করে বসবে যে, আল্লাহর পানাহ ব্যতীত উপায় থাকবে না। মানুষকে একেবারেই বিনাশ করে ফেলবে।[১০]

অতএব, যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করে, যা পায় তা-ই গ্রহণ করে, কোনো সন্দেহযুক্ত মাল সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপও করে না, সে অতি সত্বর হারাম খেতে অভ্যস্ত হবে। নফসকে সর্বদা শরিয়তের পাবন্দ রাখবে, কখনো স্বাধীনতা দিবে না। আর যদিও এমন সন্দেহের মাল, যার সঠিক অবস্থা জানা নেই যে, এতে কতটুকু হালাল আছে আর কতটুকু হারাম- তা খাওয়া জায়েয আছে বটে; কিন্তু মাকরুহ। তবে একটু একটু করে সন্দেহ থেকে স্পষ্ট হারামে পতিত হওয়ার আশংকা খুব বেশি। কাজেই সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি থেকেও বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এটিই আসল উদ্দেশ্য ও সাহসের কথা।

ভালোভাবে ঐ রাখালের দৃষ্টান্ত বুঝে নাও, যে রাখাল এমন চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, যাকে বাদশাহ স্বীয় গবাদিপশুর জন্য নির্ধারিত করেছেন। সম্ভাবনা আছে, সেই নিষিদ্ধ মাঠে চরিয়ে বসবে। অর্থাৎ যে রাখাল এমন নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, সে শীঘ্রই নিষিদ্ধ চারণভূমিতে চরাতে থাকবে।

এরূপ চরানোর অবস্থায় সে পশুগুলি সীমা অতিক্রম করবে না বা স্বয়ং রাখালেরই হয়তো এরূপ দুঃসাহস থেকে মোটেই সতর্কতা অবলম্বন করবে না- তা বলা অসম্ভব। এরূপে নফসের সতর্কতা থাকে না, কখনো বা শুরুতেই সন্দেহস্থলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথবা কোনো সময় হয়তো কিছুদিন পর এই অবস্থায় পড়তে হয়।

---

[১০] প্রাগুক্ত।

মনে রাখবে, যে সমস্ত ঘাস বিনা তদবিরে নিজে নিজে উৎপন্ন হয় তা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং পশু চরাতে বারণ করা ভূমির মালিকের জন্য জায়েয নয়। এখানে শুধু দৃষ্টান্ত দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহর একটি চারণভূমি আছে। সাবধান! আল্লাহর চারণভূমি (যা সংরক্ষিত) তার হারামসমূহ। অর্থাৎ যে জিনিস তিনি হারাম করেছেন। যে ব্যক্তি ঐ হারামে পতিত হবে, সে আল্লাহর খেয়ানত করবে। আর এটা পরিষ্কার কথা যে, বাদশাহর সাথে খেয়ানত করা রাষ্ট্রদ্রোহিতা! আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সর্বোচ্চ বাদশাহ, কাজেই তার খেয়ানত উচ্চস্তরের রাষ্ট্রদ্রোহিতা, যার শাস্তিও অতি ভীষণ!

জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এমন একটা মাংস-টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ থাকবে অর্থাৎ তাতে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক দোষ থাকবে না, তখন সমস্ত শরীর সুস্থ থাকবে। যখন তা ফাসেদ ও খারাব হবে, তখন সমস্ত শরীর খারাব হবে।

জেনে রাখ, সেই মাংস-টুকরা হলো দিল বা অন্তর। অর্থাৎ দিল শরীরের রাজা। দিল সুস্থ থাকলে সমস্ত শরীর সুস্থ থাকে। আর দিলের সুস্থতা আল্লাহর ইবাদতের উপর নির্ভরশীল। গুনাহ করলে দিল অন্ধকার হয়ে যায়।

সারকথা, আত্মার সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত নেক কাজ সম্ভব নয়। হালাল খাওয়া দিলের পরিচ্ছন্নতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তা দ্বারা হালাল খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হলো।[১১]

হাদিস ॥ ৬

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদিদের ধ্বংস করুক। তাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হয়েছিল- অর্থাৎ গরু-বকরির চর্বি। যেমন, কোরআন পাকে উল্লেখ আছে- তখন তারা এটাকে গলিয়ে তরল করল। অতঃপর তারা তা বিক্রয় করল।[১২]

---

[১১] মেশকাত শরিফ।

[১২] বুখারি, ২:৭২, হাদিস- ১০৪৭

عن ابن عباسٍ رضيَ الله عنهما قالَ: بَلَغَ عُمَرَ انَّ فلاناً باعَ خمراً فقالَ: قاتلَ الله فلاناً! الَمْ يَعْلَمْ انَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ! حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فجَمَلوها فباعوها"

অর্থাৎ তারা এই হিলা-বাহানা করল যে, হুবহু চর্বি না খেলেও তার মূল তো খেল। তারা মনে করল, তা চর্বি খাওয়া নয়। অথচ ঐ আদেশের মর্ম এই ছিল যে, চর্বি দ্বারা কোনো প্রকার উপকৃত হতে পারবে না। বিক্রয় করে দাম খাওয়াও এর শামিল ছিল। আজকাল কোনো কোনো সুদখোর এই ধরনের বাহানা সৃষ্টি করে নিয়েছে, যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে সুদ হতে বেঁচে যায় এবং বাস্তবে সুদ খেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আলেমুল গায়েব, মনের নিয়ত ভালোভাবেই জানেন। কিছুতেই এরূপ বাহানা করা ঠিক নয়।

হাদিস ॥ ৭

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তা সম্ভব নয় যে, হারাম মাল রোজগার করে তা থেকে দান করলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন। তা খরচ করলে সেটাতে বরকত হবে না। আর তা নিশ্চিত যে, মাল ত্যাজ্য-সম্পত্তিরূপে রেখে গেলে তা দোজখে পৌঁছার সম্বল হবে। অর্থাৎ হারাম উপায়ে মাল রোজগার করে দান করলে কবুল হবে না এবং সাওয়াব পাবে না।[১৩]

এমনকি, কতক আলেম বলেছেন, হারাম মাল খয়রাত করে সাওয়াবের আশা রাখা কুফরি। যদি কেউ সাওয়াবের নিয়তে কোনো ভিক্ষুককে হারাম মাল দান করে, আর সেই ভিক্ষুক তা হারাম মাল জেনেও দাতার জন্য দোয়া করে, উক্ত আলেমদের মতে, সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি এ-ধরনের ধনসম্পত্তি অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা হয়, তবু বিন্দুমাত্র বরকত হবে না। আর নিজের মৃত্যুকালে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে এ-ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার কারণে দোজখে দাখিল হবে। খাবে তো ওয়ারিশান, আর দোজখে যাবে সেই সঞ্চয়কারী![১৪]

মোটকথা, হারাম মালে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা কখনো মন্দকে মন্দ দ্বারা দূর করেন না। অর্থাৎ যেহেতু হারাম মাল

---

[১৩] বাইহাকি, ৭:৩৬৬

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: لاَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالاً حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَلاَ يَتَصَدَّقُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَلاَ يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلاَّ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُوا السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لاَ يَمْحُو الْخَبِيثَ.لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ.

[১৪] প্রাগুক্ত।

খয়রাত করা নিষেধ এবং গুনাহ, কাজেই ঐ গুনাহর দ্বারা অন্য গুনাহ মাফ হতে পারে না। কিন্তু ভালো দ্বারা মন্দকে মিটানো যায়।

অতএব, যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে শরিয়ত অনুযায়ী হালাল মাল দান করা হয়, ঐ দান গুনাহের কাফফারা হবে। নিশ্চয় খবিস অর্থাৎ হারাম মাল খবিস তথা গুনাহ দূর করে না।

হাদিস ॥ ৮

দেহের যে গোশত হারাম মাল দ্বারা পালিত ও বর্ধিত হয়েছে, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর এমন প্রত্যেক মাংস, যা হারাম মালে পালিত ও বর্ধিত হয়েছে জাহান্নামই এর জন্য উপযুক্ত।[১৫]

অর্থাৎ হারামখোর শাস্তি ভোগ করা ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তার অর্থ এই নয় যে, কাফেরের মতো কস্মিনকালেও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং যদি ইসলামের উপর মরে থাকে, কিন্তু সে ছিল হারামখোর, তবে নিজের গুনাহর শাস্তি ভোগ করে বেহেশতে যাবে। যদি মৃত্যুর আগে হারাম খাওয়া থেকে তাওবা করে এবং তার জিম্মায় যার যার হক আছে তা আদায় করে দেয়, তবে আল্লাহ তার এ সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। এই হাদিসে যে আজাবের কথা উল্লেখ আছে তা থেকে রক্ষা পাবে।

হাদিস ॥ ৯

বান্দা পুরোপুরি পরহেজগার হতে পারে না, যতক্ষণ সে ঐ হালালকে বর্জন না করে, যাতে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ, কোনো বস্তু সম্পূর্ণ হালাল এবং কোনো কাজ মুবাহ এবং জায়েয; কিন্তু তাতে আকৃষ্ট হয়ে এমন মাল ভক্ষণ করলে গুনাহে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তখন এমন হালাল মাল খাবে না এবং এমন জায়েয কাজও করবে না। কেননা, যদিও এই মাল খাওয়া এবং এই কাজ করা গুনাহ নয়, কিন্তু ওটার দ্বারা গুনাহে পতিত হওয়ার আশংকা আছে। কারণ, অন্যায় কাজের উপায়-উপকরণও অন্যায়। যেমন, ভালো ভালো খাওয়া-পরা জায়েয ও হালাল। কিন্তু অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হলে গুনাহে জড়িত হওয়ার আশংকা

---

[১৫] মুসনাদে বাজ্জার, ১:১০৫

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَحْتٌ الْمَلْكَةِ. مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ غَرَّهُ»

আছে। এজন্য পূর্ণ খোদাভীরুতা এবং উচ্চস্তরের পারহেজগারি হলো, এ ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। সন্দেহযুক্ত মাল নেওয়া মাকরুহ, কিন্তু তা খাওয়ার সাহস করলে ভয় আছে যে, অদূর ভবিষ্যতে হারাম খেতে বাধ্য হবে। অতএব, এমন মাল থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।[১৬]

হাদিস ॥ ১০

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, হজরত আবু বকর রা. এর একটি গোলাম ছিল। সে হজরত আবু বকর রা. কে তার সমস্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ খেরাজ বা মাসুল দিত। হজরত আবু বকর রা. গোলামের দেওয়া ঐ খেরাজ আহার করতেন।

একদিন ঐ গোলাম কিছু খাওয়ার বস্তু নিয়ে এলো। হজরত আবু বকর রা. তা থেকে কিছু খেলেন। গোলাম বলল, আপনার কি জানা আছে, আপনি যা খেলেন তা কী ছিল? এবং কোথা থেকে এলো?

হজরত আবু বকর রা. বললেন, তা কী, যা আমি খেলাম?

গোলাম বলল, আমি ইসলামপূর্ব জাহেলিযুগে এক ব্যক্তিকে গণকদের নিয়মানুযায়ী কোনো একটি খবর দিয়েছিলাম। অথচ ঐ কাজে আমার জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ গণকেরা যা কিছু বলে তা কখনো সত্য ও ঠিক হয় আবার কখনো ভুল হয়। কিন্তু তা সত্য বলে বিশ্বাস করা নিষেধ। আর তাদের ঐ বিষয়ের নির্ধারিত নিয়মকানুন সম্পর্কে আমি ভালোরূপে জ্ঞাত ছিলাম না। আমি ঐ ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। অতঃপর তার সাথে আমার দেখা হলে আমি যা বলেছিলাম তার বিনিময়ে সে আমাকে এ জিনিসটি দিয়েছে, যা আপনি খেলেন।

এ কথা শুনে হজরত আবু বকর রা. সতর্কতা ও পূর্ণ তাকওয়ার কারণে গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সমস্ত বস্তু বমি করে দিলেন। কেননা, শুধু ঐ ভক্তিত বস্তু বের করা তো সম্ভব ছিল না, কাজেই সমস্ত পেট খালি করে দিলেন। অথচ তিনি যদি বমি না করতেন, তবু গুনাহ হত না।[১৭]

---

[১৬] প্রাগুক্ত।

[১৭] বুখারি, ২:৫৩৩, হাদিস- ১৬৩৩

عن عائشة رضيَ اللهُ عنها قالت: كان لأبي بكرٍ غلامٌ يُخْرِجُ له الخَرَاجَ، وكانَ أبو بكرٍ يأكلُ مِن خَراجِهِ، فجاءَ يوماً بشيءٍ، فأكل منه أبو بكرٍ، فقال له الغلامُ: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكرٍ: وما هو؟ قالَ: كنتُ

হাদিস ॥ ১১

যে ব্যক্তি দশ টাকার কোনো কাপড় খরিদ করল, তাতে এক টাকা হারামের ছিল। যতদিন পর্যন্ত ঐ কাপড় তার শরীরে থাকবে, আল্লাহ তার নামাজ কবুল করবেন না। অর্থাৎ যদিও ফরজ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু নামাজের সাওয়াব পুরা পাবে না। এরূপে অন্যগুলো অনুমান করে নিবে। আল্লাহকে ভয় করা উচিত। একে তো মানুষ ইবাদত করেই-বা কি? আর যা কিছু করা হয় তাও যদি এরূপে বরবাদ হয়, তবে কেয়ামতের দিন কী জবাব দেওয়া হবে আর কীভাবে যন্ত্রণাময় আজাব সহ্য হবে![১৮]

হাদিস ॥ ১২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমার জানামতে যেসব কাজ তোমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে দেয় এবং দোজখ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, আমি তোমাদেরকে সে কাজের হুকুম দিয়েছি। অর্থাৎ বেহেশতে যাওয়ার এবং দোজখ থেকে বেঁচে থাকার যাবতীয় কাজ আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। এবং আমার জানামতে যা তোমাদেরকে বেহেশত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দোজখের নিকটবর্তী করে দেয়, আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছি। অর্থাৎ দোজখে প্রবেশ করায় এবং বেহেশত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়- এমন সব কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি যে, এমন করো না। এবং রুহুল আমিন জিবরাইল আ. আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন যে, নিশ্চয় কেউই মরবে না, যে পর্যন্ত না পুরোপুরি তার জীবিকা ভোগ করে। অর্থাৎ অদৃষ্টে যে পরিমাণ রিজিক প্রত্যেক সৃষ্টজীবের জন্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, ঐ পরিমাণ পাওয়ার পূর্বে কেউ মরতে পারে না; যদিও ঐ জীবিকা দেরিতে পায়। অর্থাৎ পাবে তা নিশ্চয়। তবে যে সময়ের জন্য লিখেছেন, ঐ সময়েই পৌঁছবে। নিয়ত খারাব করলে এবং হারাম উপার্জন করলে জলদি পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ তার উপর ভরসা কর। তার ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস কর। হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাক। জীবিকা

تَكَهَّنْتُ لإنسانٍ في الجاهليةِ، وما أحسِنُ الكِهانَةَ! إلا أني خَدَعْتُه، فلَقِيَنِي، فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ منه فأدخَلَ أبو بكرٍ يدَهُ، فقاءَ كُلَّ شيءٍ في بطنِهِ.

[১৮] মুসনাদে আহমাদ, তাহকিকে আহমাদ শাকের, ৫:২১৯, হাদিস- ৫৭৩৩

عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهمٌ حرام لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه"

অন্বেষণে সংক্ষেপ কর অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনে সীমা অতিক্রম করো না এবং লোভী হয়ো না। শরিয়ত-বিরোধী অবৈধ উপার্জন থেকে বেঁচে থাক। আর খবরদার! জীবিকাপ্রাপ্তিতে দেরি হওয়া যেন তোমাদেরকে এ কথার প্রতি উৎসাহিত না করে যে, আল্লাহর নাফরমানি পন্থায় তা অর্জনে লেগে যাবে। অর্থাৎ রিজিক পৌঁছতে যদি কিছু দেরি হয়, তবে গুনাহ এবং হারাম উপায়ে উপার্জন করো না। কেননা, সময়ের পূর্বে কিছুতেই পাবে না। অযথা বিস্বাদ পাপে লিপ্ত হবে। কেননা, আল্লাহর কাছে রিজিক ইত্যাদি যা কিছু আছে, তাঁর নাফরমানির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।[১৯]

হাদিস ॥ ১৩

জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশ ভাগের নয় ভাগ জীবিকা ব্যবসার মধ্যে। অর্থাৎ তেজারত অতি বড় আয়ের উৎস, তা অবলম্বন কর।[২০]

হাদিস ॥ ১৪

আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন ঐ মুমিনকে, যে পরিশ্রমী এবং স্বল্পকাজ দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। কী পরিধান করছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।[২১]

অর্থাৎ মেহনত ও পরিশ্রমকালে সাধারণ ময়লা কাপড় পরে। এতটুকু অবসর নেই এবং এমন সুযোগ নেই যে, কাপড় বেশি সাফ রাখতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি মজবুর ও অপারগ না হয়, তার উচিত সাদাসিধেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

হাদিস ॥ ১৫

জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট এ-মর্মে ওহি আসেনি যে, আমি ধন-সম্পত্তি জমা করি। অর্থাৎ ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে এবং ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য আমার নিকট ওহি আসেনি। অবশ্য এ-মর্মে আমার নিকট ওহি এসেছে যে, তুমি আল্লাহর

---

[১৯] ইবনে আবিদ্দুনিয়া

[২০] (تسعة أعشار الرزق في التجارة) হাদিসটিকে শক্ত দুর্বল বলা হয়েছে।

[২১] বাইহাকি, হাদিস-৬১৭৬

إن الله تعالى يحب المؤمن المتبذل المحترف الذي لا يبالي ما لبس

رواه البيهقي من طريق ابن نهيقي عن عقيل عن يعقوب بن عيينة عن المغيرة بن الأخنر عن أبي هريرة قال والصواب عن المغيرة مرسلاً.

তাসবিহ পড় এবং সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হও। অর্থাৎ সর্বদা নামাজ কায়েম রাখ এবং সে সকল লোকের শ্রেণিভুক্ত হও, যারা সর্বদা নামাজ পড়ে এবং ইবাদত করে। আমৃত্যু স্বীয় পরওয়ারদেগারের ইবাদত কর। প্রয়োজনের অধিক দুনিয়াতে লিপ্ত হবে না। কেননা, আবশ্যক পরিমাণ জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করা সকলের প্রতিই ওয়াজিব। অবশ্য যার মধ্যে তাওয়াক্কুলের শক্তি ও শর্তাবলি পাওয়া যায়, এমন ব্যক্তি যাবতীয় কাজকর্ম চালিয়ে শুধু ইলমি ও আমলি ইবাদতে মশগুল হবে।[২২]

হাদিস ॥ ১৬

হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রহম করুন আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর, যে নম্র ব্যবহার করে, যখন সে কোনো জিনিস বিক্রি করে কিছু ক্রয় করে এবং কর্জ উসুল করে।[২৩] সুবহানাল্লাহ! বিক্রি ও কর্জ উসুল করার হালতে নরম ব্যবহার ও খাতির করার কত বড় মর্যাদা যে, জনাব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য খাসভাবে দোয়া করেছেন এবং রাসুলের দোয়া নিশ্চিতরূপে মকবুল। যদি নম্র ব্যবহারের শুধু এতটুকু ফজিলতই হত এবং তা ব্যতীত অন্য সাওয়াব পাওয়া নাও যেত, তবু অতি বড় নেয়ামত ছিল। অথবা এই খাতির ও নম্র ব্যবহারের সাওয়াবও সে পাবে। কাজেই ব্যবসায়ীদেরও কর্তব্য এই হাদিসের উপর আমল করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া আর নম্র ব্যবহারের পার্থিব উপকারিতা হলো, তাতে লোকজন সন্তুষ্ট হয়, ব্যবসা ভালো চলে, এমন বিনয়ীদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়। এমনকি, কোনো কোনো সময় সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া দেয়।

মোদ্দাকথা, যারা শরিয়তের উপর আমল করে দীন-দুনিয়ায় তারা যেন বাদশাহর ন্যায় থাকে এবং বড় শান্তিতে ও আরামে জীবনযাপন করে। ঐ

---

[২২] শরহুস সুন্নাহ লিল বাগবি, ১৪:২৩৭, হাদিস- ৪০৩৬

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ، وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ، وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ: سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "

[২৩] বুখারি, ৩:৫৭, হাদিস- ২০৭৬

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

ব্যক্তির চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে আছে, যার দীন ও দুনিয়ার বরকত হাসিল হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ও অধিকাংশ লোকের প্রিয়পাত্র হয়।

হাদিস ॥ ১৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মাল বিক্রি করার সময় বেশি কসম খেয়ো না। কেননা, বেশি কসমের মধ্যে কোনো না কোনো একটা মিথ্যা হতে পারে। তাতে বরকত চলে যায় এবং আল্লাহর নামের সাথে বেআদবি হয়। অবশ্য ঘটনাক্রমে যদি হঠাৎ এরূপ হয়ে পড়ে, তবে দোষ নেই। কেননা, একথা সত্য যে, তাতে (অর্থাৎ বেশি কসমে) মাল ঘাটতি হয়। কসমের কারণে মাল সংক্রান্ত ব্যাপারেও লোকেরা বিশ্বাস করে। কিন্তু পরে বরকত উঠে যায় (যা দ্বারা দীন ও দুনিয়ার উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়)।[২৪]

হাদিস ॥ ১৮

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যবসায়ী কথায় ও ব্যবহারে অতিশয় সত্যবাদী, বড় আমানতদার, সে কেয়ামতে নবী, সিদ্দিক (যারা আল্লাহর বড় বড় ওলী আর যারা প্রত্যেক কথায় ও কাজে উচ্চস্তরের সত্যবাদিতা অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহর বন্দেগি অতি উচ্চভাবে করেছেন) এবং শহিদগণের সাথে থাকবে।[২৫] অর্থাৎ যে ব্যবসায়ীর মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলি আছে, কেয়ামতে সেই ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহিদগণের সঙ্গী হবে এবং দোজখ থেকে নাজাত পাবে। সঙ্গী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারাও সমান মর্যাদা পাবে; বরং তার অর্থ এক বিশিষ্ট ধরনের সম্মান, যা বড়দের সঙ্গে থাকলে হাসিল হয়।

যেমন, কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বুজুর্গকে দাওয়াত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে কোনো খাদেমকেও দাওয়াত করল। তখন তা তো জানা কথা

---

[২৪] মুসলিম, ৩:১২২৮, হাদিস- ১৬০৭

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ»

[২৫] তিরমিজি, ৩:৫০৭, হাদিস- ১২০৯

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ»

যে, ঐ বুজুর্গের খাবারস্থল ও খানা এবং ঐ খাদেমের খাবারস্থল ও খানা একই ধরনের হবে। কিন্তু গৃহস্বামীর কাছে ঐ বুজুর্গের যে মর্যাদা হবে, খাদেমের অদ্রুপ নয়। অবশ্য সঙ্গ লাভ হওয়ার মান-ইজ্জত এবং খাওয়া-বসায় শরিক হওয়া অতি বড় মর্তবার কথা, যা খাদেমগণ পেল।

বিশেষত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ হওয়া অত্যন্ত বড় দৌলত মনে কর। ধরে নাও সঙ্গলাভে কোনো সম্মানও পাওয়া গেল না; শুধু সঙ্গলাভই হাসিল হলো, খানাদানা পাওয়া গেল না, তবু তো রাসুলুল্লাহকে যে মুসলমান অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন তার জন্য নবীজির একটু দিদার এবং একটু সঙ্গলাভই বড় দৌলত। দিদার তো অতি বড় বস্তু, নবীজির পড়শী হওয়াও বড় নেয়ামত। কাজেই মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মোবারক দোয়া পাওয়ার হকদার হওয়া।

হাদিস ॥ ১৯

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে ব্যবসায়ী দল, বস্তুত বেচাকেনা এমন জিনিস যে, তাতে অনেক সময় অযথা কথাবার্তা হয়ে থাকে এবং কসম খাওয়া হয়। অতএব, তোমরা তাতে দান-খয়রাত শিখিয়ে নাও।[২৬]

অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা এবং কসম খাওয়া অন্যায়। কাজেই দান-খয়রাত করা উচিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব অযথা কথাবার্তা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে, তার কাফফারা হয়ে যায়। আর অন্তরে যে ময়লা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হয়ে যায়।

হাদিস ॥ ২০

ব্যবসায়ীকে কেয়ামতের দিন বদকার গুনাহগাররূপে ওঠানো হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে, সত্য বলেছে এবং বেচাকেনায় কোনো গুনাহ করেনি, সে মহাবিপদ থেকে বেঁচে যাবে।[২৭]

---

[২৬] নাসায়ি, হাদিস- ৩৭৯৭; তিরমিজি, হাদিস- ১২০৮; আবু দাউদ, হাদিস- ৩৩২৬।

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنَ اسْمِنَا فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ»

[২৭] তিরমিজি, হাদিস- ১২১০; ইবনে মাজাহ, হাদিস- ২১৪৬==

উপার্জনের ফজিলত

উপার্জনের ফজিলত সম্পর্কে সর্বপ্রথম কুরআন থেকেই আমরা প্রমাণ পেশ করব। ইমাম গাজালি রহ. বিখ্যাত 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে 'উপার্জনের নিয়ম-পদ্ধতি' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করে দিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾

দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।[২৮]

উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক মানবজাতির উপর ইহসান ফলিয়েছেন।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

আমি তোমাদের পৃথিবীতে ঠাঁই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।[২৯]

অন্য জায়গায় ইরশাদ করেছেন,

﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে।[৩০]

অন্য জায়গায় ইরশাদ করেছেন,

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।[৩১]

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ»، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ، وَبَرَّ، وَصَدَقَ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ،

[২৮] সুরা নাবা : ১১
[২৯] সুরা আরাফ : ১০
[৩০] সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০
[৩১] সুরা জুমুআ : ১০

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

হালাল রিজিক তালাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।[৩২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ»

হালাল রিজিক তালাশ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।[৩৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ، أَوْ كَسَاهَا، فَمَنْ دُونَهُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، فَإِنَّ لَهُ بها زكاة"

যেকোনো মানুষ হালাল রিজিক উপার্জন করে নিজের খানা ও পরায় খরচ করে, অথবা, অপরের খানা ও পরায় খরচ করে, সে নিশ্চয় সদকার সাওয়াব পাবে।[৩৪]

عَنْ نَصِيحٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ رَكْبٍ الْمِصْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ

যার উপার্জন ভালো, তার জন্য সুসংবাদ।[৩৫]

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» رواه البخاري وغيره وابن ماجة و لفظه : «مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ»

নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপার্জন আর হতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহর নবী দাউদ আ. নিজে উপার্জন করেই খেতেন।

---

[৩২] আল-মুজামুল আওসাত, ৮:২৭২, হাদিস- ৮৬১০

[৩৩] বাইহাকি, ৬:২১১, হাদিস- ১১৬৯৫

[৩৪] ইবনে হিব্বান, ১০:৪৮, হাদিস- ৪২৩৬

[৩৫] তাবারানি, ৫:৭১, হাদিস- ৪৬১৬

ইবনে মাজাহ শরিফের বর্ণনায় আছে, নিজের হাতের উপার্জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপার্জন হতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য, পরিবার, সন্তান ও খাদেমদের জন্য যা খরচ করে, তাও সদকা হিসেবে গণ্য।[৩৬]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ»

নিজের পিঠে কাঠ বহন করে তা বিক্রি করে খাওয়া ভালো অপরের কাছে হাত পাতার চেয়ে। কারণ, অপরের কাছে হাত পাতলে সে দিতেও পারে, না দিতেও পারে।[৩৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: «ائْتِنِي بِهِمَا»، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا»، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ»، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال حديث حسن)

---

[৩৬] বুখারি, ২:২২, হাদিস- ৯৭৮

[৩৭] বুখারি, ৩:৫৭, হাদিস- ২০৭৪

আনাস বিন মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, একজন আনসারি ব্যক্তি রাসুল সা.-এর নিকট ভিক্ষার জন্য এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ঘরে কি কিছু আছে? সে বলল, একটি বড় চাদর আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি আর কিছু বিছিয়ে শুই। আরেকটি পেয়ালা আছে, যা দিয়ে আমরা পানি পান করি। আল্লাহর রাসুল বললেন, ঐ দুটি জিনিস আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি উভয়টি রাসুলুল্লাহর কাছে নিয়ে এলো। তারপর আল্লাহর রাসুল জিনিস-দুটি হাতে নিয়ে বললেন, এই দুটি কেউ কিনবে? একজন বলল, হুজুর, আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব। রাসুল সা. দুই কি তিনবার বললেন, এর চেয়ে বেশি দিয়ে কেউ কিনতে পারবে? একজন বলল, হুজুর, আমি দুই দিরহাম দিয়ে কিনব। রাসুলুল্লাহ তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর দিরহাম দুটি আনসারির হাতে দিয়ে বললেন, একটা দিয়ে কিছু খাবার কিনে পরিবারকে দাও, আরেকটা দিয়ে একটা কুড়াল কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি কথামতো একটি কুড়াল কিনে রাসুলের কাছে উপস্থিত হলো। আল্লাহর রাসুল নিজের হাতে কুড়ালে একটি হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং তাকে বললেন, যাও কাঠ কেটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করো। আর শোনো, আমি যেন তোমাকে পনেরো দিন আর না দেখি। আনসারি ব্যক্তিটি তাই করল। সে পনেরো দিন পর যখন আল্লাহর রাসুলের কাছে এলো, তখন তার হাতে নগদ দশ দিরহাম সঞ্চিত আছে। সে কিছু দিরহাম দিয়ে কাপড় কিনল আর কিছু দিয়ে খাবার কিনল। অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসুল বললেন, কেয়ামতের দিন নিজের কপালে ভিক্ষার কালো তীলক আঁকার চেয়ে নিজের হাতে উপার্জন করে জীবন যাপন করা ভালো।[৩৮]

عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَمْسَى كَالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ»

যে ব্যক্তি কাজ করে ক্লান্ত হয়ে বিকাল কাটাল, তার বিকালের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেল।[৩৯]

---

[৩৮] আবু দাউদ, ২:১২০, হাদিস- ১৬৪১

[৩৯] আল মুজামুল আওসাত, ৭:২৮৯, হাদিস- ৭৫২০

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।[৪০]

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।[৪১]

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾

আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।[৪২]

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?[৪৩]

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিন্ত, কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ।[৪৪]

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতোই বান্দা।[৪৫]

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ﴾

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করছ, তারা তোমাদের রিজিকের মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর।[৪৬]

---

[৪০] সুরা মায়িদা : ২৩
[৪১] সুরা তালাক : ৩
[৪২] সুরা আলে ইমরান : ১৫৯
[৪৩] সুরা যুমার : ৩৬
[৪৪] সুরা আনফাল : ৪৯
[৪৫] সুরা আরাফ : ১৯৪
[৪৬] সুরা আনকাবুত : ১৭

﴿وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾

ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধনভান্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।[৪৭]

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া।[৪৮]

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعُلُوِّي وَبَهَائِي وَجَمَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ إِلَّا أَثْبَتُّ أَجَلَهُ عِنْدَ بَصَرِهِ، وَضَمِنْتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِزْقَهُ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِرٍ"

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার সম্মান, বড়ত্ব, উঁচুতা, সৌন্দর্য, লাবণ্য ইত্যাদির শপথ করে বলছি, যে বান্দা আমার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছার উপর প্রাধান্য দেয়, তার মৃত্যু আমি তার সামনেই সম্পন্ন করি (অর্থাৎ, সে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল থাকে না)। আসমান-জমিনকে তার রিজিকের দায়িত্ব অর্পণ করি এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসার ব্যাপারে আমি নিজেই তার সহযোগী হয়ে যাই (অর্থাৎ, সে যেকোনো ব্যবসায়ীর সাথে লেনদেন করে লাভবান হবে)।[৪৯]

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ. تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

রাসুল সা. ইরশাদ করেন, তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করতে পার, তা হলে তিনি তোমাদের এমনভাবে রিজিক দিবেন যেমনিভাবে রিজিক দেন পাখিদের। পাখিরা সকালে খালিপেট বের হয়, অথচ বিকালে বাসায় ফেরে ভরাপেট।[৫০]

---

[৪৭] সুরা মুনাফিকুন : ৭

[৪৮] সুরা ইউনুস : ৩

[৪৯] তাবারানি, ১২:১৪৫, হাদিস- ১২৭১৯

[৫০] মুসনাদে আহমাদ, ১:২৫২, হাদিস- ২০৫, আল জামিয়ুস্ সহিহ লিস্ সুনান ওয়াল মাসানিদ, ৩:৪৫০

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُثْمَانُ: آيَةً - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ آيَةٍ؟ قَالَ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}

আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি যার উপর মানুষ আমল করলে তার জন্য সেটি যথেষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবিরা বললেন, আল্লাহর রাসুল, কোন আয়াত সেটি? তিনি বলেন, (আয়াতের অর্থ) যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়-ভীতি অন্তরে বসায় তার জন্য আল্লাহপাক পথ খুলে দেন এবং এমন এমন উপায়ে তাকে রিজিক দান করেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারবে না।[৫১]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:" لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ "

রাসুল সা.-এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন আল্লাহর রাসুলের সান্নিধ্যে সময় কাটাত আরেকজন উপার্জন করত। উপার্জনকারী রাসুলের কাছে তার ভাইয়ের অভিযোগ করলে আল্লাহর রাসুল বলেন, হতে পারে, তোমাকেও তার ওসিলায় রিজিক দেওয়া হচ্ছে।[৫২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي، لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ

রাসুল সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের প্রভু বলেন, যদি আমার বান্দারা আমার আনুগত্য করে, তা হলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি দান করব এবং দিনে সূর্যের আলো দেব, আর আমি তাদেরকে বজ্রের আওয়াজ শোনাব না।[৫৩]

---

[৫১] ইবনে মাজাহ, ৫:৩০২, হাদিস- ৪২২১

[৫২] তিরমিজি, ৪:৫৭৪, হাদিস- ২৩৪৫

[৫৩] মুসনাদে আহমাদ, ১৪:৩২৭, হাদিস- ৮৭০৮

আমার রচিত 'ফাজায়েলে হজ' গ্রন্থের কিছু ঘটনা

॥ ১ ॥

জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি মক্কা মোকাররমায় অবস্থান করছিলাম। আমাদের পাশে এক যুবক থাকত। তার কাছে কিছু পুরাতন চাদর ছিল। সে আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করত। তবে কখনো বসত না। আমার অন্তরে তার প্রতি মহব্বত জমে গেল। আমার কাছে এক জায়গা থেকে অত্যন্ত হালাল উপায়ে দুটি দিরহাম এলো। তা নিয়ে আমি সেই যুবকের কাছে উপস্থিত হলাম। দিরহাম-দুটো তার জায়নামাজে রেখে বললাম, এ দুটো একদম হালাল উপায়ে আমার কাছে এসেছে। তা তোমার প্রয়োজন মতো খরচ করতে পারবে।

যুবক আমাকে তিরস্কার করল। আমার দিকে কটু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এই যে আল্লাহর কাছে অবস্থান করা, (মক্কায় থাকা) তা আমি আমার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তিসহ নগদ সত্তর হাজার আশরাফীর বিনিময়ে ক্রয় করেছি। আপনি কি দিরহাম-দুটো দিয়ে আমাকে ধোঁকার জালে আকটাতে চাচ্ছেন?

এ কথা বলেই জায়নামাজ ঝেড়ে ফেলল এবং অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে উঠে দাঁড়াল। আমি বসে বসে দিরহাম-দুটো কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। তার সেদিনের ইজ্জত এবং আমার সেদিনের জিল্লতি জীবনেও কারো মাঝে দেখিনি। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে আমার অন্তরে তার যত ইজ্জত-সম্মান উদয় হয়েছিল, জীবনে অন্য কারো বেলায় তত হয়নি। আর সে মুহূর্তে দিরহাম কুড়াতে কুড়াতে আমার যত অপমান-জিল্লতি অনুভূত হয়েছিল, তত অপমান আমার জীবনে কখনো অনুভূত হয়নি, অন্য কারো জীবনেও হয়েছে কি না সন্দেহ![৫৪]

॥ ২ ॥

হজরত শাইখ ইবরাহিম খাওয়াস রহ. এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোথাও গমন করার ইচ্ছে করলে, সে সম্পর্কে কাউকে কিছুই বলতেন না। পানির পাত্রটা হাতে নিয়েই ব্যস, চলা শুরু করে দিতেন।

---

[৫৪] ফাজায়েলে হজ, ঘটনা, ৩০

হামেদ আসওয়াদ বর্ণনা করেন, একবার আমি মসজিদে হজরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। হজরত অভ্যাস অনুযায়ী পানির পাত্রটা নিয়ে চলা শুরু করলেন। আমিও হজরতের পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। আমরা যখন কাদেসিয়ায় পৌঁছলাম, তখন হজরত জিজ্ঞেস করলেন, হামেদ, কোথায় যাবে তুমি?

আমি আরজ করলাম, হজরত, আমি তো আপনার সঙ্গ দিচ্ছি মাত্র!

তিনি বললেন, আমি তো মক্কা শরিফ যাওয়ার ইচ্ছা করেছি।

আমি বললাম, আমিও ইনশাআল্লাহ সেই পর্যন্ত যাব।

এভাবে চলতে চলতে তিনদিন যখন হলো, তখন আমাদের সাথে এক যুবকও যোগ দিলো। সে একদিন একরাত আমাদের সাথে চলল। তবে এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ল না। আমি শাইখের কাছে আরজ করলাম, এই ব্যক্তি তো নামাজ পড়ে না!

শাইখ তাকে নামাজ না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমার উপর নামাজ ফরজ নয়।

আমি বললাম, কেন? তুমি মুসলমান নও?

সে বলল, না! আমি খ্রিষ্টান। একজন খ্রিষ্টান হয়েও আমি তাওয়াক্কুলের জীবন যাপন করি।

আমার মন বলল, সে নাকি তাওয়াক্কুলে অত্যন্ত মজবুত হয়ে গেছে! আমি তা অস্বীকার করলাম এবং ধু-ধু মরুভূমিতে এসে তা পরীক্ষা করলাম।

তার এ সব কথা শুনে শাইখ চলতে শুরু করলেন। বললেন, তাকে তোমরা কিছু বলো না। সে তোমাদের সাথেই চলুক।

সে আমাদের সাথে চলতে চলতে 'বতনে মারওয়া' পর্যন্ত পৌঁছল। সেখানে শাইখ তার ময়লা জামা-কাপড় খুলে ধৌত করলেন। সেই যুবককে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

উত্তরে সে বলল, আবদুল মাসিহ।

শাইখ বললেন, এ হলো মক্কা শরিফ তথা হেরেমের সীমানা। এতে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে।[৫৫]

আর তুমি তোমার মনকে যে পরীক্ষা করতে চেয়েছ, তা তো হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি মক্কায় প্রবেশ করো না। সেখানে তোমাকে পেলে কিন্তু জবাবদিহিতা করতে হবে।

হামেদ বর্ণনা করেন, আমরা তাকে সেখানে রেখেই চলতে আরম্ভ করলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছলাম। অতঃপর আরাফায় উপস্থিত হলাম। সেখানে সেই যুবক এহরাম পরা অবস্থায় খুঁজে খুঁজে আমাদের কাছে চলে এলো এবং শাইখের পাশে বসল। শাইখ বললেন, আবদুল মাসিহ, কী হলো তোমার?

সে বলল, আবদুল মাসিহ বলবেন না। আমি এখন মাসিহের বান্দা নেই। এখন হজরত মাসিহ আ. যাঁর বান্দা, আমিও তাঁর বান্দা।

শাইখ তাকে বললেন, কী হলো? পুরো ঘটনা খুলে বলো।

সে বলল, আপনারা যখন আমাকে ছেড়ে চলে এলেন, আমি ওখানেই বসে রইলাম। মুসলমানদের আরেকটি কাফেলা যখন সেখানে উপস্থিত হলো, আমিও তাদের মতো এহরাম পরে নিজেকে মুসলমান বলে তাদের সঙ্গে চলতে শুরু করলাম। মক্কায় পৌঁছে বাইতুল্লাহর উপর যখন আমার দৃষ্টি পড়ল, তখন আমার ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মই সত্য মনে হলো না। তখন আমি গোসল করে মুসলমান হলাম; এবং তারপর এহরাম পরিধান করলাম। আজ সকাল থেকে আমি আপনাদের খোঁজ করছিলাম।

এরপর থেকে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। শেষ পর্যন্ত সুফিগণের জামাতেই তার মৃত্যু হয়।[৫৬]

হজরত থানবী রহ. এর মলফুজাত হুসনুল আজিজ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখন কথা হলো, কাফেরদের জন্য এমন কেন হয়? কারণ হলো, কাফেরের দোয়া যেমন কবুল হয়, তেমনি তার তাওয়াক্কুলেও প্রভাব থাকে। অর্থাৎ দোয়ার মতো তাওয়াক্কুলও উপকার বয়ে আনে। বরং কাফেরের এমন দোয়াও আল্লাহ কবুল করেছেন, যা কোনো মুসলমানের

---

[৫৫] সুরা তাওবা : ২৮

[৫৬] ফাজায়েলে হজ, ঘটনা ৫৪

থেকেও করেননি। যেমনটি ইবলিস দোয়া করেছে 'আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ দিন'। কথা হলো, বান্দা আল্লাহ সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, তেমনি করে দেখান তাকে। মূর্তিপূজকদের প্রয়োজন পর্যন্ত আল্লাহ পূরণ করছেন আল্লাহ সম্পর্কে তাদের ধারণা এমন বলেই। নিম্নোক্ত হাদিসও এ বক্তব্যের সমর্থন করে,

عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ لِيَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَأَخِّرْهَا؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ لَا أَزَالَ أَسْمَعُ صَوْتَهُ، قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يُبْغِضُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَعَجِّلْهَا؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنِ أَسْمَعَ صَوْتَهُ "

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. বলেন, বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করলে– যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন– তিনি জিবরিলকে সম্বোধন করে বলেন, হে জিবরিল, আমার এ বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দাও; তবে একটু দেরিতে কর, কারণ, এ বান্দার আওয়াজ শুনতে আমার ভালো লাগে। আরেক বান্দা তাঁর কাছে দোয়া করে –যাকে তিনি পছন্দ করেন না– তখন আল্লাহ জিবরিলকে সম্বোধন করে বলেন, হে জিবরিল, আমার এ বান্দার প্রয়োজনটা পূরণ করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি পূরণ কর, কারণ তার আওয়াজ আমার শুনতে ভালো লাগছে না।[৫৭]

॥ ৩ ॥

শাইখ বান্নান রহ. বলেন, আমি মিসর থেকে হজে যাচ্ছিলাম। খাবারদাবার ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে নিলাম। পথিমধ্যে এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, বান্নান, তুমিও মজুর হয়ে গেলে? খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ যে! আল্লাহ তায়ালা রিজিক দিবেন সেই আশা কি তোমার নেই?

আমি তার কথা শুনে খাবারগুলো ছুড়ে ফেললাম। তিনদিন পর্যন্ত খাওয়ার কিছুই পেলাম না। অতঃপর পথিমধ্যে একটি নূপুর পেলাম। এই

[৫৭] তাবারানি, ১:৪৫, হাদিস- ৮৭

ভেবে তা কুড়িয়ে নিলাম যে, মালিককে পেলে দিয়ে দেব। হয়তো সে বিনিময়ে আমাকে কিছু দিবে।

সেই মহিলাটি আবার সামনে এলো। বলতে লাগল, তুমি তো দোকানদার হয়ে গেলে! নূপুরের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করছ যে!

অতঃপর সেই মহিলা আমার দিকে কিছু দিরহাম ছুড়ে দিয়ে বলল, নাও, এগুলো খরচ করতে থাকো।

অতঃপর আমি খরচ করতে শুরু করলাম। এমনকি মিসর ফিরে আসা পর্যন্ত তা আমি খরচ করতে পারলাম।[৫৮]

॥ ৪ ॥

জনৈক বুজুর্গের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি একাই হজে গেলেন। সাথে দোস্ত-আহবাব, আত্মীয়স্বজন কেউই ছিল না। তিনি অঙ্গীকার করলেন কারো কাছে হাত পাতবেন না। চলতে চলতে পথিমধ্যে এমন হলো যে, কয়েকদিন যাবত কিছুই পাচ্ছিলেন না। এমনকি তিনি ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে আর চলতে পারছিলেন না। মনে মনে ধারণা হলো, এখন আমি অপারগতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছি আর আল্লাহ তায়ালা তো আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন। তাই এখন কারো কাছে হাত পাতা যাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই তার অন্তরে খটকা লাগল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা তিনি জীবনের বিনিময়ে হলেও রক্ষা করবেন। যেহেতু তিনি দুর্বলতার কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, তাই বসে রইলেন। কাফেলা যথাসময়ে চলে গেল।

এদিকে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনে গুনে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে রইলেন। তখন এক ঘোড়সওয়ার তার কাছে এলেন। তার সাথে একটি পাত্রে পানি ছিল। বুজুর্গকে তিনি তা থেকে পান করালেন। অতঃপর তার সব প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কাফেলার সাথে মিলতে চাও?

বুজুর্গ বললেন, কাফেলা কোথায়? এতক্ষণে তারা কতদূর গেল কে জানে?

সওয়ারি বললেন, দাঁড়াও এবং আমার সাথে চলো।

---

[৫৮] ফাজায়েলে হজ, ঘটনা, ৪৬

তার সাথে তিনি কয়েক কদমই সামনে চললেন। তারপর বললেন, আপনি এখানেই দাঁড়ান। কাফেলা এসে আপনার সাথে মিলবে! তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, কাফেলা পিছন থেকে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলো।[৫৯]

॥ ৫ ॥

হজরত আবদুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ রহ. যিনি চিশতিয়া খান্দানের অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন, তিনি বলেন, একদা আমরা কিশতিতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। ঝড়োহাওয়া আমাদের কিশতিকে একটি দ্বীপে পৌঁছে দিল। সেখানে আমরা এক ব্যক্তিকে পেলাম। সে একটি মূর্তির পূজা করছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কার উপাসনা করছ?

সে উক্ত মূর্তির প্রতি ইশারা করল। আমরা বললাম, তোমার উপাস্য তো তোমারই বানানো! (জানো!) আমাদের উপাস্য কে? যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন। যা তুমি নিজে বানিয়েছ, তা কীভাবে পূজনীয় হতে পারে?

সে বলল, তোমরা কার ইবাদত কর? তোমাদের উপাস্য কে?

আমরা বললাম, সেই পবিত্র সত্তার, যার আরশ আসমানে। কিন্তু পৃথিবীর সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনিই বড়। তিনিই মহান।

সে বলল, তোমরা সেই পবিত্র সত্তার কথা কীভাবে জানতে পারলে?

বললাম, আমাদের কাছে একজন বার্তাবাহক (রাসুল) তিনি প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। অসম্ভব রুচিসম্পন্ন। তিনি আমাদের এসব জানিয়েছেন।

সে বলল, সেই রাসুল কোথায়? বললাম, তিনি যখন তাঁর দায়িত্ব পালন করলেন, তাঁর মিশন সম্পন্ন করলেন, আল্লাহ তাকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন।

সে বলল, সেই রাসুল তোমাদের কাছে কোনো আলামত রেখে গেছেন কি না?

আমরা বললাম, হ্যাঁ, সেই সত্তার পবিত্র কালাম তিনি আমাদের কাছে রেখে গেছেন। আমরা কুরআন মাজিদ এনে তার সামনে রাখলাম।

সে বলল, আমি মূর্খ। আমাকে পড়ে শোনাও। আমরা তাকে একটি সুরা পড়ে শোনালাম। সে শুনে শুনে কাঁদতে লাগল। এমনকি সুরা শেষ

---

[৫৯] ফাজায়েলে হজ, ঘটনা, ৩৬

হওয়া পর্যন্ত। সে বলল, এই পবিত্র কালামের মালিকের হক হলো, তার নাফরমানি না করা।

অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল। তাকে আমরা ইসলামের প্রয়োজনীয় হুকুম-আহকাম শিখিয়ে দিলাম। রাত্রে এশার নামাজ পড়ে আমরা যখন ঘুমাতে গেলাম, সে বলল, রাত্রে তোমাদের মাবুদও কি ঘুমিয়ে পড়ে।

বললাম, সেই সত্তা তো চিরজাগ্রত, চিরঞ্জীব। তার ঘুমও আসে না। তন্দ্রাও আসে না।

সে বলল, তোমরা কীরকম না-লায়েক বান্দা! মাওলা জাগ্রত থাকে আর তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো।

তার কথায় আমরা খুব লজ্জিত হলাম। আমরা যখন সেই দ্বীপ থেকে ফিরছিলাম, তখন সে বলল, আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। যাতে কিছু দীনের কথা শিখতে পারি। আমরা তাকে সাথে নিয়ে এলাম।

যখন আমরা আবাদান শহরে পৌঁছলাম, সঙ্গীদের বললাম, এ ব্যক্তিটি নওমুসলিম। তার জন্য কিছু অর্থ-কড়ির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। আমরা কিছু চাঁদা উঠিয়ে তাকে দিলাম।

সে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কী?

বললাম, কিছু দিরহাম। প্রয়োজনে খরচ করো।

সে বলে উঠল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরাই তো আমাকে এমন পথ দেখিয়েছ, যা তোমরাই মেনে চলছ না। আমি তো এক নির্জন দ্বীপে মূর্তিপূজায় মগ্ন ছিলাম। আল্লাহর উপাসনা তো করতামই না। তখন তো তিনি আমাকে ধ্বংস করেননি। অথচ তখন আল্লাহকে চিনতাম না। তো এখন কি তিনি আমাকে ধ্বংস করে ফেলবেন; অথচ এখন আমি তাকে চিনি। তাঁর ইবাদত করি।

তিনদিন পরে বুঝতে পারলাম, তার জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যু নিকটবর্তী। তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলো। সে বলল, আমার সব প্রয়োজন তো সেই পবিত্র সত্তা পূর্ণ করে দিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে আমার হেদায়েতের জন্য দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন।

শাইখ আবদুল ওয়াহেদ বলেন, তখন সহসা আমার ঘুম পেয়ে বসল। আমি সেখানেই শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, খুব সুন্দর সবুজ-শ্যামল

একটি বাগিচা। তাতে খুব চমৎকার একটি গম্বুজ। সেখানে একটি সিংহাসন পাতানো আছে। সেই সিংহাসনে বসে আছে এক অনিন্দ্যসুন্দর কুমারী মেয়ে। তার মতো সুন্দর মহিলা আমি জীবনেও দেখিনি। সে বলতে লাগল, আল্লাহর দোহাই! তাকে জলদি পাঠিয়ে দাও। তার প্রেমে আমার অপেক্ষার বাধ ভেঙে যাচ্ছে!

আমি যখন জাগ্রত হই তখন সেই নওমুসলিম ভাইয়ের জানপাখি উড়ে গেছে সঠিক ঠিকানায়। আমরা তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলাম। রাতে ঘুমিয়ে পড়লে দেখি, সেই বাগান, গম্বুজ, সিংহাসন ও কুমারী তার কাছেই আছে। সে তখন এ আয়াত তেলাওয়াত করছিল,

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾

ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।[৬০]

যা ছিল সব ধরনের বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার শুভসংবাদ। এর কারণ হলো, বান্দা! তুমি ধৈর্য ধারণ করেছ এবং দীনের উপর অটল থেকেছ। তাই এই ভুবনে তোমার কর্মফল খুবই উত্তম। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও ক্ষমার কী যে কারিশমা! পুরো জীবন মূর্তিপূজা করল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে জোরপূর্বক একটি কিশতি পৌঁছে দিল তার কাছে হেদায়েতের আলো নিয়ে। আর তাকে সেই আলোর ঝরনায় গোসল করিয়ে পাঠিয়ে দিলেন জান্নাতে।

হে আল্লাহ! তুমি যাকে দাও, দিতে চাও, এ পৃথিবীর বুকে তা কেউ রুখে দিতে পারে না। আর তুমি যাকে চাও না, কারো কি সাধ্য আছে তাকে দেওয়ার![৬১]

॥ ৬ ॥

প্রসিদ্ধ বুজুর্গ জুননুন মিসরি রহ. বলেন, একদা এক মরু-অঞ্চল দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে একজন তরুণকে দেখতে পেলাম। চেহারায় দুয়েকটা দাঁড়ি গজিয়েছে মাত্র। আমাকে দেখে সে কাঁপতে শুরু করল। চেহারা হলুদ হয়ে গেলো! আমার কাছ থেকে সে পালাতে লাগল।

---

[৬০] সুরা রা'দ : ২৩

[৬১] ফাজায়েলে সাদাকাত, ঘটনা, ৫৫

আমি বললাম, আমি তো তোমার মতোই মানুষ, জিন তো নই! সুতরাং ভয় করার কী আছে? পালাবে-বা কেন?

সে বলল, তোমাদের মানুষদের কাছ থেকেই পালাচ্ছি!

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। তাকে খোদার দোহাই দিয়ে একটু দাঁড়ানোর অনুরোধ করলাম। সে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, এই বিরানভূমিতে একা একা কীভাবে থাকো? সঙ্গে কেউ নেই? তোমার ভয় হয় না?

সেবলল, না, ভয় হয় না। আমার সাথে আমার 'দিলি দোস্ত' আছে। আমি মনে করলাম তার কোনো বন্ধু-সাথি হবে। কোথাও গিয়েছে হয়তো। জিজ্ঞেস করলাম, সে কোথায়?

উত্তরে বলল, সে তো সবসময় আমার সাথেই আছে! সে আমার ডানে, বামে, উপরে, নিচে, সবখানে...।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, খাবারদাবারের কোনো উপকরণ নেই যে!

সে বলল, তাও আছে।

আমি বললাম, কোথায়?

সে বলল, যিনি আমাকে মায়ের পেটে রিজিক দিয়েছেন, তিনি আমার পুরো জীবনের রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

আমি বললাম, কিছু তো খেতে হবেই, যাতে তাহাজ্জুদ পড়তে শক্তি সঞ্চারিত হয়। দিনের বেলায় রোজা রাখতে সহায়ক হয়। দেহে শক্তি থাকলে আল্লাহর ইবাদত ভালোভাবে করা যায়।

আমি তাকে খানাপিনার উপর খুব তাগিদ দিলাম। তখন সে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে পালিয়ে গেল। কবিতার অনুবাদ :

আল্লাহর অলীর সম্পদের কী প্রয়োজন? তার কোনো সম্পদ থাকুক- তা তো কখনো সে চায় না। যখন সে পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়, তখন সেই মরু, যেখানে সে ছিল, তার বিরহে কেঁদে চলে। গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদের জায়নামাজে কিংবা পুরো দিনের সিয়াম সাধনায় তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তারা নফসকে বুঝিয়ে দেয় যে, যত কষ্ট, যত মেহনত, সবই তুমি করতে থাকো। দয়াময়ের ইবাদতে আবার লজ্জার কী আছে?! বড় গর্বের বিষয় তাদের জন্য, যখন তারা রবের সাথে একান্ত

কথায় প্রহর কাটায়। তাদের চোখে তখন অশ্রুর সে কি বন্যা! তারা বলে, হে আল্লাহ! আমার দিল তো উড়ে উড়ে যায়- তাকে একটু সবর দিন। হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে ইয়াকুতের ঘর চাই না, যেখানে হুরগণ অপেক্ষা করছে। জান্নাতে আদনের অভিলাষও যে আমার নেই! জান্নাতে ফুলের সৌরভ নেওয়ার স্বাদও যে আমি চাই না! আমি শুধু চাই তোমাকে, তোমার দিদারই আমার সারা জীবনের তামান্না! আমার প্রতি দয়া করো আল্লাহ!! এই যে আমার গর্বের ধন!!![৬২]

॥ ৭ ॥

হজরত ইবরাহিম খাওয়াস রহ. বলেন, আমি একদা এক মরু-অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক খ্রিষ্টান পাদরির সাথে সাক্ষাৎ হলো। তার কোমরে কুফরির স্মারক পৈতা বাঁধা ছিল। সে আমার সাথে চলার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তাকে আমি সাথে নিলাম। লাগাতার সাতদিন আমরা চললাম। কোনো খানা-পিনা নেই। সপ্তম দিন পাদরি বলল, হে মুহাম্মদী! সাতদিন হয়ে গেলো। কিছু খেলাম না। এবার কিছু কেরামাত দেখাও না!

আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করলাম, "হে আল্লাহ! এই কাফেরের সামনে আমাকে বেইজ্জত করো না।"

দেখলাম, অকস্মাৎ একটি দস্তরখানা আমাদের সামনে হাজির। তাতে আছে রুটি, ভুনা গোশত, তাজা খেজুর এবং খাবার পানি। আমরা তা খেয়ে-দেয়ে চলতে লাগলাম। এভাবে সাতদিন চলার পর আমার অন্তরে সন্দেহ জাগল যে, পাদরি যদি আবার খাবার চেয়ে বসে? তাই চটজলদি তাকে বললাম, এবার তুমি কিছু দেখাও না! এবার যে তোমার পালা!

সে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং দোয়া করতে লাগল। দেখলাম, গত সপ্তাহের মতো দুটি দস্তরখানা উপস্থিত! আমার আত্মসম্মানবোধে আগুন লাগল এবং চেহারার রঙ পালটে গেল। আমি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়লাম! অত্যধিক পেরেশানির কারণে সেই খাবার খেতে আমি অস্বীকৃতি জানালাম। সে অনেক জোরাজুরি করল। আমি অপারগতা প্রকাশ করাম।

সে বলল, তুমি খাও। আমি তোমাকে দুটি সুসংবাদ শোনাব। একটি হলো আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এ কথা বলে সাথে সাথে তার পৈতা

---

[৬২] ফাজায়েলে সাদাকাত, ঘটনা ৬৭

ছিঁড়ে ফেলল। দ্বিতীয় সুসংবাদ হলো, আমি খাবারের জন্য এই বলে দোয়া করেছি যে, আল্লাহ! এই মুহাম্মদীর কোনো মর্যাদা যদি আপনার কাছে থাকে, তা হলে তার ওসিলায় আমাদের খাবার দিন। অতঃপর এই খাবার এলো। তাই আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

অতঃপর আমরা খাবার খেলাম এবং পথচলা শুরু করলাম। আমরা মক্কায় পৌঁছে একসাথে হজ আদায় করলাম। সেই নওমুসলিম মক্কায় থেকে গেল। সেখানেই তার মৃত্যু হলো।

আল্লাহ তাকে মাগফেরাতের চাদরে ঢেকে নিন। কাফেরদের মুসলমান হওয়ার এরকম ভুরি ভুরি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

এ-ঘটনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় অন্যের ওসিলায় অনেককে রিজিক দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেই নির্বোধ মনে করে যে, এ তারই কৃতিত্ব। তারই চেষ্টার ফসল। হাদিসে বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদেরকে তোমাদের দুর্বলদের ওসিলায় রিজিক দান করা হয়।

এ-ঘটনা থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, অনেক সময় কাফেররাও মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করে, যাকে তাদের জন্য সাহায্য মনে করা হয়। কিন্তু আসলে তা অন্য কারো ওসিলায় হয়।[৬৩]

তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা ও স্তরসমূহ

উল্লিখিত আয়াত, হাদিস এবং ঘটনাবলি ব্যতীতও তাওয়াক্কুলের অনেক ফজিলত আছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনার তো কোনো সীমা নেই। আজ প্রায় চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন, প্রতি বছর আল্লাহর আশেক বান্দাদের কাছে কতো আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। কেউ লিখে কি তা শেষ করতে পারবে? তবে এসব ঘটনায় আমাদেরকে তিন বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

১.

উল্লিখিত ঘটনাবলি ইশক, মহব্বত ও তাওয়াক্কুলনির্ভর। সুতরাং সাধারণভাবে তা বিচার করা যাবে না। কবি বলেন,

مکتبِ عشق کے انداز نرالے دیکھے ☒ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

[৬৩] ফাজায়েলে সাদাকাত, ঘটনা, ৬৮

ইশকের মকতবে দেখি উলটো নিয়ম সবক ইয়াদ হয়েছে যার, তার কোনো ছুটি নেই। ইশক-মহব্বতের নিয়মাবলি কোনো মূলনীতির আলোকে জানা যায় না। লেখাপড়া করে শিক্ষিত হলে তা অর্জিত হয় না। বরং অন্তরে ইশক-মহব্বত সৃষ্টি করে নিতে হয়, তখনই জানা যায় মহব্বতের নিয়মাবলি।

محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھادے گی

মহব্বত নিজেই তোমাকে মহব্বতের নিয়মাবলি শিখিয়ে দিবে।

আমাদের দায়িত্ব হলো চেষ্টা-মোজাহাদা করে সেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া। অতঃপর সব মেহনত সহজ হয়ে যাবে। সব কষ্টে স্বাদ অনুভূত হবে। অন্য মানুষের ক্ষেত্রে যা মুসিবত ও ধ্বংসের কারণ, তা এ সমুদ্রের ডুবুরিদের জন্য অতি সহজ ও আনন্দদায়ক। এসব ডুবুরির পরিণাম দেখার সময় কোথায়? তারা যে এসবের ঊর্ধ্বে! কবি বলেন,

عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی ☒ بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا

বৃথা! ভালোবাসা-সমুদ্রের কিনারা খোঁজা বড়ই বৃথা! তাতে ডুব দিয়ে যাওয়া, ব্যস! এটাই পার হয়ে যাওয়া!

অতএব এসব ঘটনাকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা আবশ্যক। সেই রঙে জীবন রাঙানোর চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু যতদিন অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হবে না, ততদিন পর্যন্ত এসব ঘটনাকে দলিল হিসাবেও উপস্থাপন করা যাবে না। আবার এসব ঘটনার উপর প্রশ্নও ছোড়া যাবে না। কারণ, এগুলো অতিশয় ইশক-মহব্বতের কারণে প্রকাশিত হয়।

ইমাম গাজালি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মহব্বতের সুরা পান করে, সে মাতাল হয়ে পড়ে। মাতাল ব্যক্তির কথার পরিধিও বেড়ে যায়। নেশা বিদূরিত হওয়ার পর সে দেখে, মাতাল অবস্থায় যা বলেছে অনেকটাই বাস্তবসম্মত নয়। তাই আশেকের কথায় তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে; তবে তা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।[৬৪]

২.

এসব ঘটনার অধিকাংশ জায়গায় তাওয়াক্কুলের এমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আমাদের মতো অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে তা আমল করা তো দূরের

[৬৪] এহইয়াউ উলুমিদ্দীন।

কথা, চিন্তা করাও যে মুশকিল! তাই এসব ঘটনার ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এসব তাওয়াক্কুলই সর্বশেষ পর্যায়ের তাওয়াক্কুল। এটা সবচেয়ে পছন্দনীয়। তাই এসব পর্যায়ে পৌঁছার চেষ্টা করতে না পারলেও অন্তত তার আশা তো পোষণ করা যায়! তবে যতদিন এ পর্যায়ে পৌঁছবেন না, ততদিন আসবাব ও পার্থিব উপকরণ ছেড়ে দিবেন না।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি আবদুর রহমান বিন ইয়াহইয়া থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তাওয়াক্কুলের হাকিকত কী? তিনি বললেন, তুমি যদি কোনো অজগরের মুখে হাত দাও আর সে তোমার কনুই পর্যন্ত খেয়ে ফেলে, তখনও তোমার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত কারো ভয় থাকবে না। অতঃপর আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য বায়েজিদ রহ. এর দরবারের উদ্দেশে যাত্রা করি। দরজায় টোকা দিলাম। তিনি ভিতর থেকে জবাব দিলেন, তুমি কি আবদুর রহমানের জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারনি? তা আবার আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? আমি আরজ করলাম, আপনি দরজা খুলে দিন না! বললেন, তুমি তো সাক্ষাৎ করতে আসোনি। যা জিজ্ঞেস করতে এসেছ, তার জবাব তো পেয়েছ। সুতরাং দরজা খোলা হবে না।

ঠিক একবছর পর আমি দ্বিতীয়বার তার দরবারে হাজির হয়ে দরজায় টোকা দিলাম। সাথে সাথে তিনি দরজা খুলে দিলেন। বললেন, এবার তুমি সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছ।

আসবাব এখতিয়ার করা কি তাওয়াক্কুলের খেলাফ?

মোল্লা আলী কারী রহ. তার কালজয়ী ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাতে' বলেন, আসবাব এখতিয়ার করা তাওয়াক্কুলের খেলাফ নয়। তবে কেউ যদি খালেস তাওয়াক্কুলও করতে চায়, সে করুক- অসুবিধা কি! তবে শর্ত হলো, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতে হবে। আসবাব ছেড়ে আবার পেরেশান হলে কিন্তু চলবে না। বরং আল্লাহ ছাড়া কারো খেয়ালও যাতে অন্তরে না আসে। যারা আসবাব ছাড়ার সমালোচনা করেছেন, তারা এজন্য করেছেন যে, মানুষ তার হক পুরোপুরি আদায় করতে পারে না। ফলে অন্যের পকেটে তার দৃষ্টি চলে যায়!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর উপর তার শান মোতাবেক তাওয়াক্কুল করো। তখন তিনি

তোমাদেরকে পাখির মতো রিজিক দান করবেন। যেমন তারা সকালে ক্ষুর্ধাত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়, সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফেরে আসে।[৬৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রতি একেবারে হাত গুটিয়ে নেয়, তার সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা নিজের থেকেই পূর্ণ করে দেন। তাকে তার ধারণার বাইরে রিজিক-বন্যায় ভাসিয়ে দেন।[৬৬]

এ- কথা হাদিসে উল্লিখিত দুটি ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়।

এক. হজরত আবু বকর রা. এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। যখন রাসুলুল্লাহ সা. তাবুকযুদ্ধের জন্য চাঁদা উত্তোলন করছিলেন, তখন হজরত আবু বকর রা. বাড়িতে যা ছিল, সব নিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে কী রেখে এসেছেন? উত্তরে বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলকে![৬৭]

দুই. এক সাহাবি একটি ডিম্বাকৃতির স্বর্ণের টুকরো নিয়ে রাসুলের দরবারে উপস্থিত হলেন। তা পেশ করে বললেন, এটা ব্যতীত আমার আর কোনো সম্পদ নেই। এটি একটি খনি থেকে আমি পেয়েছি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছি। রাসুল সা. তা ফিরিয়ে দিলেন। দুবার তিনবার তা পেশ করলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে এতো জোরে নিক্ষেপ করলেন যে, তা গায়ে লাগলে তিনি শক্ত আঘাত পেতেন। অতঃপর বললেন, কিছু মানুষ নিজের সব সম্পদ সদকা করে দেয়। তারপর মানুষের কাছে হাত পাততে শুরু করে।[৬৮]

এই সাহাবির তাওয়াক্কুল এবং হজরত আবু বকর রা. এর তাওয়াক্কুলের কি তুলনা করা চলে? তাই তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের সব কবুল করলেন আর উনার সব কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

---

[৬৫] মুসনাদে আহমাদ, ১:২৫২, হাদিস- ২০৫, আল জামিয়ুস্ সহিহ লিস্ সুনান ওয়াল মাসানিদ, ৩:৪৫০

[৬৬] সুরা তালাক : ২, আবু দাউদ, ২:২২৬, হাদিস- ২১৯৯

[৬৭] আবু দাউদ, ২:১২৯, হাদিস- ১৬৭৮

[৬৮] আবু দাউদ, হাদিস- ১৬৭৩

আসবাব এখতিয়ার করা এবং খালেস তাওয়াক্কুল করার হাদিসসমূহ এবং ঘটনাবলি বিভিন্নভাবে সংকলিত হয়েছে। ইমাম গাজালি রহ. লেখেন, তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তর।

প্রথম স্তর : যেমন কেউ কোনো অভিজ্ঞ সুচতুর-চালাক আইনজীবীকে নিজের মামলা চালানোর জন্য নিয়োগ দেয় এবং সে প্রত্যেক কাজেই সেই আইনজীবীর উপর ভরসা করে। তবে তার এ তাওয়াক্কুলের শেষ আছে। তার কাছে এর অনুভূতি আছে।

দ্বিতীয় স্তরঃ এটির মর্তবা প্রথমটি থেকে ঊর্ধ্বে। যেমন অবুঝ শিশুর তাওয়াক্কুল তার মায়ের প্রতি। সে সব সমস্যায় মাকে ডাকে। যখন সে ভয় কিংবা কষ্টের স্বীকার হয়, তখন সর্বপ্রথম তার মুখ থেকে আম্মা শব্দটি উচ্চারিত হয়। তাওয়াক্কুলের এই দুই স্তরের প্রতি হজরত সাহল রহ. ইঙ্গিত করেছিলেন; যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো, তাওয়াক্কুলের শেষ স্তর কী?

বললেন, মনের আশাসমূহ শেষ করে দেওয়া।

প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, মধ্যম স্তর কী? বললেন, নিজের ইচ্ছা ছেড়ে দেওয়া।

অতঃপর প্রশ্নকারী বললেন, সর্বশেষ ও উত্তম স্তর কী?

বললেন, সে স্তর তারাই চিনবে, যারা বাকি দুই স্তরে পৌঁছে গেছেন।

ইমাম গাজালি রহ. লেখেন, তৃতীয় ও শেষস্তর হলো মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানকারীর সাথে যেমন, বান্দাকেও আল্লাহর সাথে তেমন হয়ে যেতে হবে। তার কোনো ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকতে পারবে না। বান্দা এই স্তরে উপনীত হলে আল্লাহর কাছে চাওয়ার প্রতিও মুখাপেক্ষী থাকে না। তিনি না-চাওয়া সত্ত্বেও নিজের পক্ষ থেকে সবকিছু পূর্ণ করে দেন। যেমন গোসল দানকারী মৃত ব্যক্তির গোসলের সব প্রয়োজন পূর্ণ করেন।[৬৯]

প্রশ্ন হতে পারে, সাধারণত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আসবাব এখতিয়ার করতেন, তো আমরা কেন করব না? কথা সত্য! তবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন করেছেন সেটাই তাঁর শানের উপযুক্ত। তাঁর জীবনাচার যদি এসব ঘটনার মতো অস্বাভাবিক পর্যায়ের হত, উম্মতের জন্য বিষয়টি বড় কঠিন হয়ে উঠতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু

[৬৯] এহইয়াউ উলুমিদ্দীন।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উম্মতের প্রতি বড়ই দরদ ছিল। তাই তিনি উম্মতের কষ্ট হবে এমন কোনো আমল করেননি।

হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসুল সা. চাশতের নামাজ পড়তেন না। তবে আমি পড়তাম। তিনি অনেক কাজ তার মন চাওয়া সত্ত্বেও করতেন না। কারণ তিনি ভয় করতেন, যাতে কাজটি উম্মতের উপর ফরজ হয়ে না যায়।[৭০]

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন না, আমি পড়তাম' হজরত আয়েশা রা. এর এই উক্তির অর্থ হলো, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়মিত পড়তেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত পড়তেন না। না হয় হজরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চাশতের নামাজ পড়েছেন, তা বিশটি রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত।[৭১] তিনি যদি খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তেন, তা উম্মতের জন্য ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এ রকম কথা তারাবিহ সম্পর্কেও অনেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবিহ কয়েক রাত পড়লেন। অতঃপর আর পড়লেন না। যখন কয়েক রাত পড়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তাঁবু থেকে বের হচ্ছিলেন না, তখন সাহাবায়ে কেরামের অপেক্ষার বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, তিনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই তাঁরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছিলেন, যাতে নবীজিকে জাগ্রত করা ব্যতীত চোখ খোলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এই রাতেও অলস নই। কিন্তু আমি ভয় করছি যে, আমি যদি প্রতিদিন আদায় করি, তা তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যেতে পারে। ফরজ হয়ে গেলে আবার তোমাদের তা আদায় করা মুশকিল হয়ে যেত।[৭২]

কল্যাণ অর্জনে এবং অকল্যাণ বর্জনে আসবাব এখতিয়ার করা অধিকাংশ নবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের পদ্ধতি। তাই বলে যারা আসবাব এখতিয়ার করেন না তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মতকে শরিয়তের পথে

---

[৭০] বুখারি, ২:৫০, হাদিস- ১১২৮

[৭১] বুখারি, হাদিস- ১৯৪, ৩৫৩, ৫৫৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৬

[৭২] সহিহ ইবনে হুজাইমা, ২:১০৫৫, হাদিস- ২২০৬

পরিচালনাকারী। তাই তিনি উম্মতকে এমন সহজ পথে পরিচালনা করতেন, যা দিয়ে বিশেষ-সাধারণ সকলেই সমানভাবে চলতে পারে। যেমন কোনো কাফেলা পরিচালনাকারী যদি কাফেলাকে এমন কন্টকাকীর্ণ পথে নিয়ে যায়, যেখানে সে চলতে পারে বটে, তবে কাফেলার অধিকাংশ মানুষই তাতে চলতে পারে না। তখন তাকে কি কাফেলার প্রতি দয়ালু পরিচালক বলা যায়?

এসব ঘটনার ব্যাপারে তৃতীয় বিষয় যেটি লক্ষণীয়, যা আসলে প্রথম বিষয়টারই অংশ। তা হলো, কিছু ঘটনায় এত কঠিন কসরত লক্ষ করা যায়, যা বাহ্যিকভাবে আত্মহত্যারই নামান্তর। তা বাহ্যত নাজায়েয মনে হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে এসব ঘটনা ঔষধের মতো। ডাক্তার অনেক সময় বিষকেও ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করতে বলেন। কিন্তু তা ডাক্তারের পরামর্শে হলেই সঙ্গত হবে। বরং অনেক সময় জরুরি হয়। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া তা নাজায়েয ও ধ্বংসের কারণ হবে। তেমনিভাবে এসব ঘটনার ক্ষেত্রে সেসব অভিজ্ঞ ডাক্তার তথা বুজুর্গগণ এসব ঔষধ ব্যবহার করেছেন। তাদের উপর প্রশ্ন তোলা নিজের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে ডাক্তার নয়, কিংবা সে কোনো ডাক্তারের পরামর্শও নেয়নি, তার কাছে যা শরিয়ত-বিরোধী মনে হয়, তা এখতিয়ার করা মোটেই জায়েয হবে না। সুতরাং যাদের এ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান নেই, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ-দক্ষ-চতুর মানুষগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা সাজেই না। নিজেকে ধ্বংস করা বা মৃত্যু-মুখে ঠেলে দেওয়া সবসময় নাজায়েয নয়। দীনের চাওয়া থাকলে তা বরং উত্তমই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা দুই ব্যক্তির জন্য বড়ই আশ্চর্য হন, অর্থাৎ তাদের প্রতি বেশ সন্তুষ্ট হন।

১. যে ব্যক্তি নরম-আরাম বিছানায় কম্বলের নিচে প্রেয়সী স্ত্রীর সাথে শুয়েছিল। অতঃপর একদম স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেখান থেকে উঠে নামাজে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সামনে সেই বান্দা নিয়ে গর্ব করেন।

২. যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করল সে যাদের সাথে এসেছিল, সবাই পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সে আল্লাহর ভয়ে ফিরে এসে একাই জিহাদ করতে লাগল। এমনকি সে শহিদ হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা

বলেন, দেখো, দেখো, আমার এ বান্দা আমার পুরস্কার পাওয়ার আশায় এবং অসন্তুষ্টির ভয়ে ফিরে এলো এবং নিজের জান কুরবান করে দিল।[৭৩]

এ ব্যক্তির একা ফিরে আসা বাহ্যত আত্মহত্যারই নামান্তর। যেহেতু পুরো জামাতই পালিয়ে গেল, সেখানে এক ব্যক্তি আর কী করতে পারবে! তবু আল্লাহ তায়ালা তাকে নিয়ে গর্ব করছেন।

তাওয়াক্কুলের আরেকটি প্রকারভেদ

তাওয়াক্কুল কয়েক প্রকার রয়েছে।

১. এমন তাওয়াক্কুল, যা সরাসরি কুরআন-হাদিসের পরিপন্থি। যেমন, কোনো মানুষ তাওয়াক্কুল করে বিষ খেয়ে ফেলল বা পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল বা একদম খাবারদাবার ছেড়ে দিল; অথচ এমন কাজ করার সামর্থ্য তার নেই। সুতরাং তার এরকম তাওয়াক্কুল কুরআনের আয়াত وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না)-এর বিপরীত। এটি তার জন্য হারামও।

২. এমন জিনিস ছেড়ে দেওয়া, যার থেকে উপকৃত হওয়া সন্দেহজনক। যেমন, রোগীর ঔষধ সেবন। এটিই সর্বোত্তম তাওয়াক্কুল।

৩. এমন জিনিস ছেড়ে দেওয়া, যার থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবল ধারণা হয় না। যেমন ঝাড়-ফুঁক ছেড়ে দেওয়া। এটি তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ স্তর।[৭৪]

আল-কাওকাবুদ দুরারী নামক কিতাবে প্রসিদ্ধ হাদিস اعقلها وتوكل শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে, বোঝা গেল, তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর হলো আসবাব এখতিয়ার করা হবে, তবে আসবাবের উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করা হবে না। এর পরের তাওয়াক্কুল হলো, আসবাব প্রথম থেকেই এখতিয়ার করা যাবে না।

শাইখুল মাশায়েখ হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. 'দুররে সামিন' গ্রন্থে লেখেন, আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুহানি প্রশ্ন করলাম, আসবাব এখতিয়ার করা এবং ছাড়ার মধ্যে কোনটা উত্তম? তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এমন ফয়েজ-বরকত লাভ করলাম যে, যার ফলে আমার কলব আসবাব ও

[৭৩] মেশকাত শরিফ।

[৭৪] কাওকাবুদ দুরারি, ৩:৮

সন্তানদের থেকে একদম বিমুখ হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর এ অবস্থা থেকে আমি মুক্ত হলাম। তখন আমার স্বভাবকে আমি আসবাবের প্রতি ঝুঁকতে দেখলাম। আর অন্তরকে আসবাব থেকে হটিয়ে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করে দেওয়ার প্রতি ঝুঁকতে দেখলাম।[৭৫]

কবি কতই-না সুন্দর বলেছেন,

ازدروں شو آشنا وزبروں بیگانہ وش ✠ ایں چنیں زیباروش کمتر بود اندر جہاں

বাহ্যত অপরিচিতজন মনে মনে বড়ই আপন; এমন উত্তম পন্থা পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

উভয়প্রকার তাওয়াক্কুল অবলম্বনে আমাদের আকাবির

আমাদের আকাবিরদের মধ্যে উভয় প্রকারের বুজুর্গের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, রায়পুরী হজরত। তিনি শুরু থেকেই আসবাব এখতিয়ার করেননি। অন্যান্য বুজুর্গ শুরুতে আসবাব এখতিয়ার করেছেন। পরে অবশ্য আসবাব ছেড়ে দিয়েছেন। হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. কী রকম ছিলেন তা জানি না, তবে গাঙ্গুহী হজরত শুরুতে চাকরি করেছিলেন। সে সম্পর্কে 'তাজকিরাতুর রশিদ' গ্রন্থে লেখেন, প্রথম প্রথম আমাকে চাকরি করতে হয়েছে। এক জায়গা থেকে কুরআন মাজিদের অনুবাদ পড়ানোর বিনিময়ে সাত রুপির একটি চাকরি এলো। আমি হাজী সাহেবের কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, এর চেয়েও দামি চাকরি আসবে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সাহারানপুরের প্রসিদ্ধ সরদার নবাব শায়েস্তা খান নিজের বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে দশ রুপি দেওয়ার খবর পাঠালেন। সেখানে তিনি ছয়মাস পর্যন্ত চাকরি করেছিলেন।

এরপর তিনি কিতাবের ব্যবসা করেছিলেন কি-না জানা নেই। কিন্তু 'হেদায়াতুস-শিয়া' গ্রন্থের শুরুতে হজরত নিজে লেখেন, অধম বান্দা কিতাব ব্যবসায়ী আবু মাহমুদ –আল্লাহ তাকে মাফ করুন– কিছুই জানতাম না। তবে আহলে হক আলেমদের সাথে সাথে থাকতে থাকতে বাতিল সম্প্রদায় শিয়াদের সম্পর্কে অনেক ইলম অর্জিত হয়েছে।

এভাবে বিভিন্ন কিতাবের অভিমতে তিনি নিজেকে 'কিতাব ব্যবসায়ী' লিখেছেন। তবে তিনি পেশাগতভাবে ব্যবসা করেছেন কি না জানা নেই।

---

[৭৫] ফাজায়েলে হজ।

তবে আমার আব্বাজান হজরতের খাস খাদেম এবং কিতাব ব্যবসা করতেন। হয়তো এটা হজরত গাঙ্গুহীর সোহবতের ফল।

হজরত নানুতবী রহ. জীবনের শুরুতে মিরাঠের 'আহমদী প্রকাশনে' চাকরি করতেন, যা হজরতের উসতাদ মাওলানা আহমদ আলী সাহেব রহ. এর প্রতিষ্ঠান ছিল। এতে তিনি কিতাব সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন। ইতোমধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপিত হলো। তিনি এর তদারকি করতে শুরু করলেন। অতঃপর দারুল উলুমের কাজে এতই ডুবে গেলেন যে, শেষমেশ মিরাঠের চাকরিই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু দারুল উলুমের বেতন তিনি গ্রহণ করতেন না। 'সাওয়ানেহে কাসেমী'তে তা উল্লেখ আছে।

হজরত সাহারানপুরী, হজরত শাইখুল হিন্দ ও হজরত থানবী রহ.ও প্রথমে চাকরি করেছেন। পরে সব ছেড়ে দিয়েছেন। হজরত মাদানী রহ. শেষ পর্যন্ত বেতন নিয়েছেন ঠিক; তবে তার দস্তরখান এতো প্রশস্ত ছিল যে, দান-দক্ষিণা এতো বেশি ছিল যে, সেই সামান্য বেতন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেত। আমার চাচাজান মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. শুরুতে সাহারানপুরে চাকরি করেছেন। পরে দিল্লি চলে এসেছেন। একবার আমাকে বললেন, কয়েকবার ব্যবসা শুরু করেছি। মেওয়াত থেকে কয়েকবার বকরি ক্রয় করে এনেছিও। তবে একশ হওয়ার আগে আগে মরে যায়। শেষ পর্যন্ত ব্যবসা ত্যাগ করলাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তো টাকার বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরিয়েছেন।[৭৬] নবুওয়াতের আগে হজরত খাদিজা রা. এর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। কিন্তু নবুওয়াতের পরে তা আর করেননি। হজরত মুসা আ.-ও মহরের বিনিময়ে দশ বছর হজরত শোয়াইব আ. এর ছাগল চরিয়েছেন।[৭৭]

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, কেউ হজরত ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, হজরত মুসা আ. আট বছর নাকি দশ বছর

[৭৬] বুখারি, ৩:৮৮, হাদিস- ২২৬২
[৭৭] সুরা কাসাস : ২৭

ছাগল চরিয়েছেন? তিনি জবাবে বললেন, যেটা বেশি ভালো এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশ বছর।[৭৮]

উপার্জনের বিবিধ মাধ্যম এবং সর্বোত্তম মাধ্যম

উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে কোনটি উত্তম তা নির্ণয়ে ইমামগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। হজরত ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে, ব্যবসা উত্তম।

আবুল হাসান মাওরদি রহ. প্রমুখের মতে, কৃষিকাজই উত্তম।

ইমাম নববী রহ. এর মতে, নিজের হাতের কামাই উত্তম। তাতে তিনি কৃষিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

'বাহরুর রায়েক'[৭৯]-এর রচয়িতা বলেন, আমাদের আহনাফের ইমামগণের মতে, জিহাদের পরে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম ব্যবসা। অতঃপর কৃষিকাজ। অতঃপর কারিগরি।

আমার মতে, উপার্জনের মাধ্যম তিনটি: ১. ব্যবসা, ২. কৃষিকাজ, ৩. ইজারা ও ভাড়া দান।

এর প্রত্যেকটির ফজিলতের ব্যাপারে প্রচুর হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ কারিগরিকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন একটু আগেই উল্লেখ করলাম। তবে আমার মতে, সেগুলো কামাই ও উপার্জনের মাধ্যম নয়; বরং আয়ের উৎস হতে পারে। আয়ের উৎস তো অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন, উপহার, মিরাস, সদকা ইত্যাদি।

তাই কারিগরিকে উপার্জনের মাধ্যমসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা আমার মতে ঠিক নয়। কেননা, যদি কোনো জুতার কারিগর জুতা বানিয়ে বাড়ি ভর্তি করে ফেলে, তার কয় পয়সা আয় হবে? তাকে তা হয়তো বিক্রি করতে হবে, নয়তো তাকে কারো চাকরি করতে হবে। প্রথমটা হলে তা তো ব্যবসাই। দ্বিতীয়টা ইজারা ভাড়াদানের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা কিন্তু বড়ই অসুন্দর। কারণ জিহাদে যদি উপার্জনের নিয়ত করে বসে তবে জিহাদই বাতিল গণ্য হবে। হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেউ জিহাদ করতে বের হলো পার্থিব ধনসম্পদ অর্জনের প্রত্যাশী হয়ে, (তখন কী হবে?)

---

[৭৮] দুররে মানসুর।

[৭৯] ইসলামি ফিহাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কোনো সাওয়াব হবে না।[৮০]

অন্য হাদিসে হজরত আবু মুসা আশআরী রহ. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, একজন জিহাদ করে গনিমতের আশায়। অন্যজন জিহাদ করে যশ-খ্যাতির প্রত্যাশায়। আরেকজন জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শনের ইচ্ছায়। (হুজুর!) কে সত্যিকারের মুজাহিদ? রাসুলুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করে, সেই সত্যিকার অর্থে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।[৮১]

হজরত আবু উমামা রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, যে ব্যক্তি যশ-খ্যাতি ও গনিমতের জন্য জিহাদ করে, তার সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার কোনো কল্যাণ নেই।[৮২]

প্রশ্নকারী তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা শুধু খালেস আমলই কবুল করেন, যা তার সন্তুষ্টির জন্য করা হবে।[৮৩]

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমার মতে, পেশা হিসেবে ব্যবসাই উত্তম। কারণ, ব্যবসায় সময় ব্যক্তির ইচ্ছাধীন থাকে। তাই সাথে শিক্ষকতা, লেখাপড়া, তাবলিগ, ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি কাজও করা যায়। সুতরাং ইজারা অর্থাৎ চাকরি যদি দীনি কাজের জন্য হয় তা ব্যবসা থেকেও উত্তম। কারণ তা আসলেই দীনি কাজ। তবে শর্ত হলো, দীনিই উদ্দেশ্য হতে হবে এবং বেতন অপারগতার কারণেই নেওয়া হচ্ছে, এমন হতে হবে।

চাকরির বেতন-ভাতা গ্রহণের ক্ষেত্রে দেওবন্দি আকাবিরের আমল

আমার দেওবন্দি আকাবিরদের আমল অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমই ছিল। তাদের কাজের ভিত্তি ছিল, কাজই আসল উদ্দেশ্য; বেতন আল্লাহ তায়ালার হাদিয়া মাত্র। তাই কোথাও কোনো দীনি কাজ শিক্ষকতা-ফতোয়াপ্রদান ইত্যাদিতে নিয়োজিত আছেন, এখান থেকে বেশি বেতনের অন্য একটি চাকরি এলে শুধু বেতন বেশি পাওয়ার জন্য সেখানে চলে যাবেন না। অনেক

---

[৮০] মারাসিলে আবু দাউদ, ১:৪৬, হাদিস- ৩০৯

[৮১] বুখারি, ৪:২০, হাদিস- ২৮১০; মুসনাদে আহমাদ, ৩২:৩৬৮, হাদিস- ১৯৫৯৬

[৮২] প্রাগুক্ত।

[৮৩] প্রাগুক্ত।

আকাবিরকে এ বিষয়টি অনেক গুরুত্ব সহকারে মেনে চলতে দেখেছি। আমি 'আপবিতী'র ৬ খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি যে, তাঁরা সবসময় নিজেদের বেতনকে নিজেদের অবস্থানের চেয়ে বেশি মনে করতেন।

আমার পীর, আমার মুরশিদ হজরত সাহারানপুরী এবং হজরত শাইখুল হিন্দ রহ. সম্পর্কে লিখেছি। মোজাহেরে উলুমে আমার মুরশিদ হজরতের সর্বশেষ বেতন ছিল চল্লিশ রুপি। দারুল উলুম দেওবন্দে হজরত শাইখুল হিন্দের সর্বশেষ বেতন পঞ্চাশ রুপি ছিল।

তাদের উভয়ের জন্য যখন কমিটির পক্ষ থেকে বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হতো। উভয়ে এ কথা বলে প্রস্তাব নাকচ করে দিতেন যে, আমাদের বর্তমান বেতন আমাদের যোগ্যতার চেয়ে বেশি। উভয় প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য শিক্ষকের বেতন বাড়াতে বাড়াতে যখন তাদের কাছাকাছি চলে আসত, তখন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হত, আপনার নিচের শিক্ষকদের বেতন তো প্রধানশিক্ষকের চেয়ে বেশি হতে পারে না। সুতরাং আপনার বেতন না বাড়ালে তাদের বেতনও বাড়ানো যাবে না। তখন তাঁরা অপারগ হয়ে প্রস্তাব কবুল করতে বাধ্য হতেন।

আমার পীর খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর আমল

আমার মুরশিদ হজরত মাওলানা খলিল আহমাদ রহ. ১৩৩৪ হিজরিতে এক বছরের জন্য হিজাজ সফর শেষে মোজাহেরে উলুমে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতোমধ্যে আমার আব্বাজান হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ. জিলকাদায় ইনতেকাল করেন। হজরত এই খবর টেলিগ্রামে মুম্বাই থাকতে পেয়েছেন। হজরত মাদরাসা থেকে বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, আমি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে কয়েকবছর যাবত মাদরাসার কাজ ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারিনি। কিন্তু এতোদিন পর্যন্ত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আমার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দাওরার সবক পড়াতেন এবং বেতন নিতেন না। তিনি আমার কাজ মনে করেই করতেন। আমি ও তিনি মিলে অবশ্য এক শিক্ষকের চেয়ে বেশি কাজ আঞ্জাম দিতাম। এখন যেহেতু তিনি ইনতেকাল করেছেন, আমিও মাদরাসার কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারিনি, তাই বেতন নিতে আমি অপারগ।

ব্যাপারটা নিয়ে হজরত শাহ আবদুর রহিম সাহেব রহ. বিস্তারিত লিখেছেন।

হজরত রায়পুরী রহ. লেখেন, হজরত! মাদরাসায় আপনার উপস্থিতির বড়ই প্রয়োজন। আপনার কারণেই মাদরাসার যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন হচ্ছে। তাই মাদরাসা আপনাকে এখন তালিমের বেতন দিচ্ছে না। বরং মাদরাসার তত্ত্বাবধায়কের বেতন দিচ্ছে। আপনি মাদরাসায় না থাকলে মাদরাসার অনেক ক্ষতি হয়। হজরত থানবী রহ. রায়পুরী হজরতের এই মত সমর্থন করেছেন। তখন শাইখুল হিন্দ ছিলেন মাল্টায় বন্দি। এই তিন বুজুর্গ মাদরাসার মুরুব্বি ছিলেন।

হজরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর আমল

হজরত নানুতবী রহ. সম্পর্কে আমি লিখেছি, আলিগড়ের একসময়ের প্রধান মওলবী ইসমাইল সাহেবের মনে হাদিস পড়ার ইচ্ছা জাগল। তখন তিনি নানুতবী রহ. কে চিঠি লিখলেন, আপনার মতে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমকে আলিগড় পাঠিয়ে দিন, যার কাছ থেকে আমি হাদিসের দরস নিতে পারি।

হজরত নানুতবী রহ. জবাবে বলেছেন, অন্য আলেমদের সময় কোথায় আপনার কাছে যাওয়ার? তবে হ্যাঁ, আমি অধমই একজন বেকার আছি। আপনার মর্জি হলে আমি আপনার খেদমতে হাজিরা দিতে পারি।

মওলবী ইসমাইলের জন্য তো এটি চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো সৌভাগ্য। হজরত নানুতবী নিজেই তাকে দরস দিতে আসার জন্য রাজি হয়েছেন। বলা হয়, শুধু তাকে পড়ানোর জন্য হজরত আলিগড়ে অবস্থান করেছেন। মওলবী ইসমাইল সাহেব যে কিতাবই পড়তে চান, তিনি সেই কিতাব পড়িয়ে দেন। অতঃপর আবার আলিগড় থেকে ফিরে আসতেন।

(ঘটনার বর্ণনাকারী) নবাব সাহেব এই ঘটনায় বেতন কম-বেশি করার কথাও উল্লেখ করেছেন। বেতনের প্রসঙ্গ যখন সামনে এলো, তখন ইসমাইল সাহেব করজোরে আরজ করলেন, হজরত, আপনি যত চাইবেন, হজরতের খেদমতে পেশ করা হবে।

হজরত জবাবে বললেন, আপনাদের এখানে যতদিন আছি, মাসিক পনেরো রুপি আমাকে দিবেন বাড়ির খরচের জন্য।

টাকার পরিমাণ এতো কম শুনে মওলবী ইসমাইল সাহেব বেশ লজ্জিত হলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই বলা ছিল, বেতনের ব্যাপারটি আপনারা নয়,

আমিই ঠিক করব। তাই তিনি চুপ হয়ে গেলেন। অঙ্গীকার মতো কয়েক মাস পনেরো রুপি দিলেন। একদিন ইসমাইল সাহেবকে হজরত বললেন, মিয়াঁ ইসমাইল! আপনি বেতনের যে অংকটি দিচ্ছেন, সেটির পরিবর্তন প্রয়োজন।

ইসমাইল সাহেব এই ভেবে খুশি হলেন যে, হজরত হয়তো এবার কিছু বেশি নেওয়ার জন্য রাজি হবেন! কিন্তু তাকে হজরত বললেন, ভাই! আপনি যে পনেরো রুপি আমাকে দিতেন, তা থেকে আমি বাড়িতে দশ রুপি দিতাম। বাকি পাঁচ রুপি আমার আম্মাজানের খেদমতে পেশ করতাম। কাল চিঠি এলো তিনি ইনতেকাল করেছেন। তাই তাঁর পাঁচ রুপির এখন আর প্রয়োজন নেই। তাই আগামী মাস থেকে দশ রুপিই দিবেন।

মওলবী ইসমাইল সাহেব হতাশ হয়ে গেলন। বললেন, হজরত! আমার তো কোনো সমস্যা নেই। তবে হজরত জোর দিয়ে বললেন, অপ্রয়োজনীয় টাকা নিয়ে নিজের কাঁধে বোঝা উঠানোর কী দরকার! শেষ পর্যন্ত দশ রুপিই সিদ্ধান্ত হলো। তবে কারী তৈয়ব সাহেব, যিনি ঘটনাটি সরাসরি নবাব সদরে ইয়ারজঙ্গের কাছ থেকে শুনেছেন, তার কাছে বেতন নেওয়ার কথাটি সন্দেহজনক মনে হয়েছে। কারী তৈয়ব সাহেব রহ. বলেন, নানুতবী হজরত কিতাব সম্পাদনা ব্যতীত কোনো চাকরিতে বেতন নেননি। এ-কথায় সমস্ত আকাবিরে দেওবন্দ একমত।[৮৪]

হজরত কাসেম নানুতবী রহ.-এর আরেকটি ঘটনা

আপবিতীতে 'আরওয়াহে সালাসা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, মওলবী আমিরুদ্দীন বলেন, একদা ভুপাল থেকে মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর জন্য একটি চাকরির প্রস্তাব এলো। বেতন মাসিক ৫০০ রুপি। আমি তাকে বললাম, ভাই কাসেম! চলে যাচ্ছ না কেন? তিনি বললেন, তারা আমাকে পরিপূর্ণ আলেম মনে করে ডাকছেন। তাই পাঁচশত টাকা বেতন ধার্য করেছেন। তবে আমার মধ্যে তো কামালিয়্যাত ও পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, তাই আমি কীভাবে যাবো?

আমি তাকে বহু জোরাজুরি করেছিলাম, তবে তিনি তাতে কান দেননি।[৮৫]

---

[৮৪] আপবিতি, ৬:১০৯

[৮৫] আপবিতি, ৬:১০৯

আমাদের আকাবির হজরতের অনেক ঘটনাই এটা প্রমাণ করে যে, তারা বেতনকে কখনো মৌলিক জিনিস মনে করতেন না। যেমন ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বেতনকে শুধু আল্লাহর দানই মনে করতেন। তবে তা আমাদের মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। এই হিসাবেই আমি শিক্ষকতার বেতনকে সবচেয়ে উত্তম উপার্জন বলে উল্লেখ করেছি।

দীনী খেদমত করে বেতন নেওয়া প্রসঙ্গ

তবে আবু দাউদ শরিফের একটি হাদিসের কারণে এর উপর প্রশ্ন হতে পারে। হজরত উবাদা ইবনে সামিত রা. বলেন, আমি আহলে সুফফার কয়েকজনকে কুরআন পড়িয়েছি। তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিল। আমি মনে মনে ভাবলাম, এটা তো মাল নয়। এটা দিয়ে জিহাদে তির নিক্ষেপ করতে পারব।

অতঃপর আবার মনে মনে ভাবলাম, বিষয়টা আমি রাসুল সা. এর কাছ থেকে জেনে নিই। আমি রাসুল সা. এর কাছে আরজ করলাম, হুজুর, আমি যাদের কুরআন পড়াতাম, তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক হাদিয়া দিয়েছে। আর এটা তো মাল নয় যে, বেতন হবে। তা দিয়ে আমি জিহাদে তির নিক্ষেপ করব। হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আগুনের মালা পরিধান করতে চাও, তো কবুল করো।[৮৬]

এই হাদিসের ভিত্তিতেই দীনি শিক্ষা দিয়ে বেতন নেওয়া জায়েয কি না, তাতে ইখতিলাফ হয়ে গেছে। ইমাম আবু হানিফা ও মালেক রহ. এর মতে, জায়েয নেই। শাফেয়ী রহ. এর মতে জায়েয। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. এর এক বর্ণনামতে জায়েয, অন্য বর্ণনায় নাজায়েয। তবে হানাফী মাজহাবের পরবর্তী আলেমগণ দীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জায়েয বলেছেন।

যারা জায়েয বলেন, তাদের দলিল হলো, সাহল বিন সাআদ রা. এর হাদিস। এক মহিলা রাসুলের কাছে এসে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো মহিলা দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন এক সাহাবি এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি না চাইলে আমার সাথে বিয়ে করিয়ে দিন।

---

[৮৬] কিতাবুল ইজারা, আবু দাউদ, ৩:২৬৫, হাদিস- ৩৪১৭

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে মোহর দেওয়ার মতো কিছু আছে কি?

তিনি বললেন, আমার কাছে আমার পরনের কাপড়টা ছাড়া কিছুই নেই।

নবীজি বললেন, পরনের কাপড় দিয়ে দিলে তো উলঙ্গ থাকতে হবে। তাই অন্য কিছু খুঁজে দেখো।

তিনি বললেন, কিছুই নেই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটা লোহার আংটি হলেও খুঁজে দেখো।

সাহাবি খুঁজে দেখলেন কিছুই পেলেন না। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কুরআন শরিফের কতটুকু তোমার ইয়াদ আছে?

তিনি বললেন, অমুক অমুক সুরা ইয়াদ আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাকে তোমার সাথে তোমার জানা সেই সুরাসমূহের বিনিময়ে বিবাহ দিলাম।[৮৭]

সুরা ফাতিহার মাধ্যমে ঝাঁড়ফুক করে বিনিময় নেওয়া সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যারা বাতিল পন্থায় ঝাঁড়ফুক করে টাকা উপার্জন করে, তারা গর্হিত কাজে লিপ্ত। তোমরা তো হক উপায়ে ঝাঁড়ফুক করছ।[৮৮]

অন্য হাদিসে এক ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, কুরআন মজিদই বিনিময় নেওয়ার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। এই হাদিসের পার্শ্বটীকায় 'লুমআত'র বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'এটাই কুরআন দিয়ে ঝাঁড়ফুক করে বিনিময় নেওয়া জায়েয হওয়ার দলিল। জায়েয হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। একই হুকুম কুরআন শিক্ষা দেওয়া ও তা কেতাবত বা অনুলিখন করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদিও তাতে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। মিশকাতের পার্শ্বটীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৮৯]

---

[৮৭] বুখারি, ৩:৩৪২, হাদিস- ২০৩০

[৮৮] বুখারি, ৭:১৩১, হাদিস- ৫৭৩৬

[৮৯] মেশকাতের পার্শ্বটীকা, কিতাবুল ইজারা, পৃ. ২৫৮

'বাজলুল মাজহুদ' গ্রন্থের ইজারা (ভাড়া সংক্রান্ত অধ্যায়), নিকাহ ও তালাকের অধ্যায়েও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তা কেবল আলেমরাই বুঝবেন। লামিউদ দিরারী ২য় খণ্ডের ইজারা অধ্যায়েও সবিস্তারে তা বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অধমের অভিমত

এ ব্যাপারে অধমের অভিমত হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাওয়াক্কুল ও দুনিয়াবিমুখতা উচ্চমাত্রায় ছিল, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দীনদার মানুষের দানের মাত্রা যেমন বেশি ছিল, তেমনি ছিল বাইতুল মালের অর্থও। তাই সে যুগে বেতন নিতে নিষেধ করলে কোনো সমস্যা হয়নি। তবে পরবর্তী যুগে বাইতুল মালের ধারাবাহিকতা যেমন বন্ধ হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে মানুষের তাওয়াক্কুল ও দুনিয়াবিমুখতায় ঢুকে পড়েছে দুর্বলতা। তাই বেতন ছাড়া ধর্মীয় কাজ আঞ্জাম দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইবনে আবেদীন রহ. এর 'মাজমুয়াতে রসায়েল' (পুস্তিকাসমগ্র)-এর সপ্তম রিসালার শিফাউল আলিল অধ্যায়ে আমার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল ফজল বলেছেন, পূর্ববর্তী আলেমগণ বেতন নেওয়া এজন্য নাজায়েয বলেছিলেন যে, আগেকার যুগে আমাদের পূর্বসূরিগণ কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়াকে খারাপ মনে করার কারণ ছিল, সে যুগে বাইতুল মাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে আলেমরা সম্মানী পেতেন। তখন মানুষের আগ্রহ ছিল দীনি কাজের প্রতি। কিন্তু আমাদের যুগ তো সম্পূর্ণ উলটো হয়ে গেছে।[৯০]

আমি বরাবরই কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করে আসছি। কারণ একটু-আধটু যা পড়াশোনা এখন হচ্ছে, কারিগরি শিক্ষার কারণে তা বন্ধ হয়ে যাবে। মাওলানা রুমী কতই-না সুন্দর বলেছেন,

کارِ پاکاں را قیاس خود مگیر ☒ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر

পুণ্যাত্মাদের নিজের সাথে তুলনা করো না। যদিও (উর্দুতে) শের ও শির লিখতে একই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান।

---

[৯০] শিফাউল আলিল, পৃ. ১৫৮

পূর্ণ তাওয়াক্কুল কখন অবলম্বন করা যায়?

সেসব আকাবিরের মতো তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল যতদিন অর্জিত হবে না, ততদিন তাদের মতো তাওয়াক্কুল এখতিয়ার করা যাবে না। হ্যাঁ, সেই স্তরে পৌঁছে গেলে, নিজের উপর আশ্বস্ত হলে, তখন অবশ্যই পারবে। এক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরদের নিয়ম ছিল এরকম। যেমন হজরত গাঙ্গুহী শুরুতে সাহারানপুরে ১০ রুপির বিনিময়ে পাঠদান করতেন। হজরত নানুতবী রহ. সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি কিতাব সম্পাদনা ও হাদিস পড়ানোর বিনিময়ে বেতন নিয়েছেন।

হজরত থানবী রহ.-এর তাওয়াক্কুল

হজরত থানবী রহ. ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। শুরুতে কানপুরে চাকরি করেছেন। পরে হজরত গাঙ্গুহীর কাছে পত্র-যোগে পরামর্শ চাইলেন যে, আমি চাকরি ছেড়ে দিতে চাই। এভাবে তিনি তিনবার পরামর্শ চাইলেন, হজরত গাঙ্গুহী প্রতিবারই চাকরি ছাড়তে কড়াভাবে নিষেধ করলেন।

অতঃপর চতুর্থবারে প্রথমে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানপুরে চলে এলেন। তারপর চিঠি পাঠালেন যে, হজরত আমি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছি। তখন হজরত গাঙ্গুহী বেশ আনন্দিত হলেন এবং অনেক দোয়া করলেন। তার কাছে লিখলেন, আপনাকে রিজিক নিয়ে ইনশাআল্লাহ কোনো কষ্ট ভোগ করতে হবে না। আমার আব্বাজান যেহেতু গাঙ্গুহী হজরতের চিঠিপত্রের লেখক ছিলেন, সেহেতু তিনি আরজ করলেন, তিনবার তিনি এজাজত চেয়েছেন আপনি নিষেধ করলেন। অথচ এখন চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় বাহবা ও দোয়া দিচ্ছেন! হজরত বলেন, যাদের মনে সংশয় থাকে, তারাই তো পরামর্শ করে। যখন সেটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়, তখন পরামর্শ নেয় না।

মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ. লেখেন, কানপুরের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর হজরত থানবী থানাভবনে খানকায় তাওয়াক্কুলের জীবন কাটালেন। তিনি বলেন, এ-সময় আমার বাড়ির প্রয়োজনে ১৫০ রুপি কর্জ হয়ে গেল। তখন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ইনতেকাল করেন। তারপর হজরত থানবী রহ. গাঙ্গুহী রহ.-কে স্বীয় শাইখ বানিয়ে নিলেন। কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে তাকেই জানাতেন। তখন তিনি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হজরত গাঙ্গুহীর কাছে কর্জ আদায়ের জন্য দোয়া চেয়ে একটি চিঠি

পাঠালেন। জবাব এলো, দেওবন্দ মাদরাসায় একটি চাকরির জায়গা খালি আছে। আপনার মর্জি হলে আমি তাদেরকে বলে দেব।

হজরত বলেন, এ জবাবে আমি দোটানায় পড়ে গেলাম। চাকরি করলে হজরত হাজী সাহেবের আদেশ অমান্য হচ্ছে। না করলে হজরত গাঙ্গুহীর আদেশের বিরোধিতা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা সঠিক সময়ে সঠিক জবাবটি আমার অন্তরে ঢেলে দিলেন। আমি লিখলাম, হজরত! আমি তো শুধু দোয়াই চেয়েছিলাম যে, কোনো চাকরিবাকরি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ হাজী সাহেব রহ. আমাকে অসিয়ত করেছিলেন যে, কানপুরের চাকরি ছেড়ে দিলে অন্য কোথাও চাকরি করবে না। এখন আমি হজরতকেই হাজী সাহেবের স্থলাভিষিক্ত মনে করি। তারপরেও যদি চাকরি করার হুকুম করেন, হজরত! আমি তা হাজী সাহেব রহ.-এর নির্দেশ মনে করব। আর তা প্রথম নির্দেশের পরিবর্তনকারী মনে করে চাকরিতে যোগ দেব।

তখন হজরত গাঙ্গুহী উত্তর পাঠালেন, আর কোনো চাকরি নয়। ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না।[৯১]

হজরত নানুতবী রহ.-এর তাওয়াক্কুল

মাজালিসে হাকিমুল উম্মতে হজরত নানুতবী রহ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, হজরতের জ্ঞান-গুণ, ইলম-আমল সম্পর্কে কোনো মুসলমান অনবগত নয়। তিনি টাকার প্রয়োজন অনুভূত হলে দিল্লির মুজতবায়ী প্রকাশনায় কিতাব সম্পাদনার কাজ করতেন, বেতন ছিল মোট ১০ রুপি।

একবার এতেও হজরতের ভয় হলো। হাজী সাহেব রহ. এর কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এ বেতন নেওয়াও কি ছেড়ে দেব? এবং যা করব সব আল্লাহর জন্যই করব। শাইখ বললেন, আপনি বেতন না নেওয়ার ব্যাপারে আমার পরামর্শ চাইছেন, অথচ পরামর্শ হলো সংশয়ের দলিল। সংশয়ের অবস্থায় আসবাব ছেড়ে দিলে পেরেশান হতে পারেন। আসবাব তখনই ছাড়বেন, যখন এ-ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যাবেন।[৯২]

---

[৯১] মাজালিসে হাকিমুল উম্মত পৃ. ৩৬

[৯২] মাজালিসে হাকিমুল উম্মত, পৃ. ৩৫

কথিত আছে, হজরত হাজী সাহেব হুজুর নিজে তাওয়াক্কুল করতেন। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের কঠিন স্তর তিনি অতিক্রম করেছেন। কিন্তু নিজের মুরিদদের যাতে কষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর নসিহত

হাজী সাহেব নিজে হজরত থানবী রহ. কে লেখেন, (মূল ফারসির অনুবাদ)

আসবাব সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া কল্যাণকর নয়। তাই এটি করা একদম পূর্ণ তাওয়াক্কুল হাসিল হওয়ার আগে করা ভালো মনে করছি না। পরিবার-পরিজনকে জীবিকার ব্যাপারে কষ্টে ফেলে দেওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাতে কোনো লাভ নেই। আল্লাহ তায়ালার মাখলুককে দীনি ফায়দা পৌঁছানো আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর সহজ উপায়। মাঝেমধ্যে আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা রশিদ আহমাদ (গাঙ্গুহী সাহেবের) কাছেও যাবেন। আপনার অবস্থা তাকেও জানালে ইনশাআল্লাহ কল্যাণ হবে।[৯৩]

এই চিঠির পরে ফায়েদায় হজরত থানবী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি রিয়াজত-মুজাহাদার মাধ্যমে পূর্ণ তাওয়াক্কুলে উপনীত হতে পারবে না, সে আসবাব ছেড়ে দিতে পারবে না। কারণ, তাতে তার মনে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে সংশয় থাকলে কোনো ইবাদতই কবুল হয় না। বিশেষত, আধ্যাত্মিকতার কাজে তো পূর্ণ মনোযোগ শর্ত। তবে যখন অন্তরে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা মজবুত হয়ে যাবে, তখন আসবাব ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে। তবে জলদি করবেন না। যাতে এই কাজে নিজেকে পরীক্ষা করে নেন এবং আপন শাইখের অনুমতিও পেয়ে যান।

---

[৯৩] মাকতুবাতে ইমদাদিয়া, পৃ. ১২

চাকরির পর কী করা উত্তম?

চাকরির পরে ব্যবসাই উত্তম। কারণ, ব্যবসায়ী নিজেই তার সময়ের নিয়ন্ত্রক। সে ব্যবসার পাশাপাশি অন্যান্য দীনি কাজ যেমন শিক্ষকতা, তাবলিগ ইত্যাদিতেও অংশ নিতে পারে। তা ছাড়া ব্যবসার ফজিলত সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদিস আছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[৯৪]

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দিক ও শহিদগণের সাথে।[৯৫]

«إِنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا ائْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اشْتَرُوا لَمْ يَذِمُّوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا» .

সবচেয়ে ভালো উপার্জন হলো ব্যবসায়ীদের উপার্জন। তারা যখন কথা বলে মিথ্যা বলে না। আমানতের খেয়ানত করে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। কেনার সময় (পণ্যের) নিন্দা করে না। বেচার সময় (নিজের পণ্যের) অতিরিক্ত প্রশংসা করে না। নিজের উপর কারো পাওনা থাকলে আজ-কাল করে না। কারো কাছে নিজেদের পাওনা থাকলে আদায়ের জন্য কষাকষি করে না।[৯৬]

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ تحت ظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

সত্যবাদী ব্যবসায়ী কেয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে।[৯৭]

---

[৯৪] সুরা তাওবা : ১১১

[৯৫] তিরমিজি, ৩:৫০৭, হাদিস- ১২০৯

[৯৬] তারগিব, ৩:৫৮৬; বাইহাকি, ৬:৪৮৮, হাদিস- ৭৮৭

[৯৭] তারগিব, ১:৪৪৮, হাদিস- ৭৯৪

وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِن التَّاجِر إِذا كَانَ فِيهِ أَربع خِصَال طَابَ كَسبه إِذا اشْترى لم يذم وَإِذا بَاعَ لم يمدح وَلم يُدَلس فِي البيع وَلم يحلف فِيمَا بَين ذَلِك(رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيّ أَيْضا وَهُوَ غَرِيب جدا)

ব্যবসায়ীর মাঝে চারটি গুণ থাকলে তার ব্যবসা ভালো ও হালাল হবে। কেনার সময় (অপরের পণ্যের) নিন্দা না করা। বেচার সময় (নিজের পণ্যের) অতিরিক্ত প্রশংসা না করা। বিক্রিতে ভেজাল না করা এবং সে-ক্ষেত্রে বেশি বেশি শপথ না করা।[৯৮]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "

ক্রেতা ও বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে উভয়জন পৃথক হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। উভয়জন যখন সত্যবাদিতার সাথে পৃথক হবে, তখন তাদের বেচাকেনায় বরকত হবে। আর যখন পরস্পর মিথ্যা বলবে এবং দোষ লুকাবে, তখন তাদের বেচাকেনার বরকত উঠে যাবে।[৯৯]

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلا قال المناوي: ورجاله ثقات:.تسعة أعشار الرزق في التجارة، والعشر في المواشي. يعني النتاج.

রিজিকের দশ ভাগের নয় ভাগ ব্যবসায় নিহিত। আর এক ভাগ পশুতে নিহিত।[১০০]

وأخرج الديلمي عن ابن عباس: أوصيكم بالتجار خيرا فإنهم برد الآفاق، وأمناء الله في الأرض.

ব্যবসায়ীদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি। কারণ, তারা হলেন পৃথিবীর শান্তির কারণ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর আমানতদার।[১০১]

---

[৯৮] তারগিব, ২:৩৬৬, হাদিস- ২৭৪৭

[৯৯] বুখারি, ২:২৫, হাদিস- ৯৮৪; তারগিব, ৩:৫৮৬

[১০০] আত-তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:১০

[১০১] আত-তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:১১

في العتبية قال مالك: قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتجارة لا تفتنكم هذه الحمراء على دنياكم .

উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন, ব্যবসাকে তোমরা আঁকড়ে ধর। এসব লাল মানুষ যেন তোমাদেরকে পার্থিব কাজকর্মের ক্ষেত্রে ধোঁকা না দেয়।[১০২]

ফায়েদা : হজরত ইমাম আশহাব মালেকি রহ. বলেন, কোরাইশ বংশের লোকেরা ব্যবসা করতেন। আরববাসীরা ব্যবসাকে নিকৃষ্ট কাজ মনে করত। এখানে 'লাল মানুষ' দ্বারা উদ্দেশ্য অনারব দাস। তারা সাধারণত লাল রঙের হতো।

হজরত উমর ফারুক রা.-এর ব্যবসা-চিন্তা

ইবনুল হাজের আল মাদখাল গ্রন্থে আছে, হজরত উমর রা. নিজ খেলাফতকালে একবার বাজারে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন, যারা ব্যবসা করছে তারা সাধারণত বাইরের লোক এবং সাধারণ মানুষ। এ অবস্থা দেখে তিনি পেরেশান হলেন। যখন বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত হলেন, তখন তাদেরকে তা বয়ান করলেন।

লোকেরা আরজ করলেন, আল্লাহ তায়ালা বিজয়ের পর মালে গনিমতের কারণে ব্যবসা থেকে আমাদের বেনিয়াজ করে দিয়েছেন।

হজরত উমর রা. বলেন, তোমরা যদি এরকম কর, তবে তোমাদের পুরুষরা তাদের পুরুষদের প্রতি এবং তোমাদের নারীরা তাদের নারীদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

আল্লামা আবদুল হাই কাত্তানি রহ. বলেন, উম্মতের ব্যাপারে হজরত উমর রা. এর দূরদর্শিতা সত্যিই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, মানুষ শরিয়ত অনুযায়ী ব্যবসা করা যখন ছেড়ে দিয়েছে, শরিয়তবিরোধীরা ব্যবসার জগতকে গ্রাস করে নিয়েছে। ফলে মুসলমান আজ অমুসলিমদের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। একদম ছোট জিনিস থেকে বড় থেকে আরো বড় জিনিস পর্যন্ত, সব ক্ষেত্রে তারা অন্যদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে।[১০৩]

---

[১০২] আত-তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:২০

[১০৩] আত-তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:৩১

সকাল-সকাল ব্যবসা করা

একই গ্রন্থে তিরমিজি শরিফের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, ইমাম তিরমিজি تبكير بالتجارة শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ সকাল সকাল ব্যবসা শুরু করা।

এই অধ্যায়ে হজরত সখর গামেদি রহ. এর হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করেছেন, اللهم بارك لأمتي في بكورها (হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকাল সকাল করা কাজে বরকত দিন।) হজরত সখর এ কথাও বলেন, রাসুল কোনো অভিযানে পাঠালে, সকালেই পাঠাতেন।

তা ছাড়া হজরত সখর নিজেও ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজের লোকদেরকেও ব্যবসার জন্য পাঠালে ভোরেই পাঠাতেন। অতএব তার অনেক লাভ হলো এবং ধনসম্পদ অনেক বেড়ে গেল।

وأخرج ابن ماجه، من طريق عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعد بن حريث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها

আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বাড়ি বিক্রি করল এবং তার ন্যায্য মূল ধরল না, আল্লাহ তাতে বরকত দান করবেন না।[১০৪]

হজরত আবু বকর রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আবু বকর রা. এর ব্যবসার কথা সবার জানা। আল-ইসাবায় উল্লেখ আছে, হজরত আবু বকর রা. একজন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। তা থেকে তিনি গোলাম আজাদ করতেন। মুসলমানদের দেখাশোনা করতেন। এমনকি, যখন তিনি হিজরত করে মদিনায় এলেন, তাঁর হাতে পাঁচ হাজার বারো দিরহাম ছিল। অতঃপর তার মৃত্যুর সময় কোনো সম্পদই তাঁর ছিল না।

---

১০৪. ইবনে মাজাহ, হুজাইফাতুল ইয়ামান র এর বর্ণনায়, ৩:৫৪১, হাদিস- ২৪৯১; আত-তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:২২

তারিখে ইবনে আসাকিরে হজরত উম্মে সালামা হতে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি বুসরা শহরে ব্যবসার জন্য গমন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ সম্পর্কও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ইবনে সাআদ লেখেন, হজরত আবু বকর রা. কে যখন খলিফা নির্বাচিত করা হল, তখন তিনি খেলাফতের দ্বিতীয় দিন সকালে মাথায় কাপড় নিয়ে ব্যবসার জন্য বাজারে যেতে লাগলেন। ইতোমধ্যে হজরত উমর ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. এর সাথে তার সাক্ষাত হলো। তাঁরা বললেন, আপনি এ-কাজ কীভাবে করবেন; অথচ আপনাকে এক মহাদায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছে! তিনি বললেন, আমার পরিবার-পরিজনকে কীভাবে খাওয়াব? তাঁরা বললেন, আমরা আপনার জন্য বেতন ঠিক করছি। অতঃপর তাঁরা তাঁর জন্য একটি ছাগলের মূল্যের কিছু অংশ ঠিক করলেন।

ইবনে জিকরি বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, যেসব ব্যক্তি মুসলমানদের খেদমতে নিয়োজিত, যেমন বিচারক, মুফতি, দীনি শিক্ষক- সবার জন্য এভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন দেওয়া আবশ্যক।

হজরত উমর রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-ও ব্যবসা করতেন। তিনি অনেক হাদিস শোনা থেকে বাদ পড়েছেন। সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

ألهاني الصفق في الأسواق

আমাকে বাজারের কাজ ব্যস্ত রেখেছিল বলে অনেক কথা আমি শুনতে পারিনি।

অনেক হাদিসবিশারদই এই হাদিস নকল করেছেন যে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে মৃত্যু হলে আমি খুশি হবো; একমাত্র ব্যবসার স্থান ছাড়া। অর্থাৎ ব্যবসার সময় মৃত্যু জিহাদ ছাড়া সব মৃত্যু থেকে উত্তম। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন :

﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে।[১০৫]

---

[১০৫] সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০

হজরত উসমান রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

হজরত উসমান রা. ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি যে ব্যবসায়ী, তা ইসলামী যুগে ও জাহেলী যুগে সমানভাবে প্রসিদ্ধ। (সংক্ষেপিত, আত-তারাতিবুল ইদারিয়া)

মিশকাত শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকযুদ্ধের জন্য চাঁদা উঠালেন, তখন হজরত উসমান রা. মাল-বোঝাই তিনশ উট পেশ করলেন।[১০৬]

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তখন হজরত উসমান রা. তার জামার আস্তিনে করে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো স্বীয় কোলের মধ্যে নেড়েচেড়ে ইরশাদ করলেন, আজকের পর থেকে উসমানকে কোনো আমল ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। এই কথাটি দুবার উচ্চারণ করলেন।[১০৭]

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে, হজরত উসমান রা. এক হাজার উট এবং সত্তর ঘোড়া প্রদান করেছেন।

হজরত খাদিজা রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

তারাতিবুল ইদারিয়া' গ্রন্থে ব্যবসায়ী সাহাবিদের তালিকায় উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজার নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এ-কথা সবার জানা যে, তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং অন্য লোকদের মাধ্যমে ব্যবসার জন্য শামে পণ্য পাঠাতেন। তিনি তাঁর গোলাম মাইসারাকে সাথে দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পণ্য দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, লাভের যে অংশটি অন্যদের দিয়ে থাকি, আপনাকে তার দ্বিগুণ দেব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাম তাশরিফ নিয়ে গেলেন। বুসরা শহরের বাজারে সেসব পণ্য বিক্রি করলেন। অন্যদের বেলায় যতো লাভ হতো, এবার তার দ্বিগুণ লাভ হলো। অতঃপর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা নির্ধারিত হয়েছিল, তার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করলেন।

---

[১০৬] তিরমিজি, ৫:৬২৫, হাদিস- ৩৭০০

[১০৭] প্রাগুক্ত।

হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-এর ব্যবসা-বাণিজ্য

হজরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.-ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তাকে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনি ব্যবসার মাধ্যমে অনেক উপার্জন করেছেন! (কীভাবে?)

তিনি বললেন, আমি কখনো ভেজাল জিনিস ক্রয় করিনি। লাভের কখনো আশা করিনি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বরকত দান করেন।

ইবনে আবদুল বার রহ. লেখেন, হজরত জুবাইরের হাজারো গোলাম ছিল। তারা দৈনিক মোটা অংকের একটি পরিমাণ হজরত জুবাইরের খেদমতে পেশ করলেন।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর ব্যবসা

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-ও ব্যবসায়ী ছিলেন। বুখারি শরিফে হজরত আবদুর রহমান নিজেই বর্ণনা করেন, আমি যখন মদিনায় এলাম, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ও সাআদ বিন রবি আনসারিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন।

সাআদ বিন রবি বললেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদশালী। অতএব আমার অর্ধেক সম্পদ আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমার দুজন স্ত্রী আছে। তাদের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিচ্ছি। ইদ্দত পূর্ণ হলে আপনি শাদি করে নিতে পারবেন।

আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার পরিবার ও সম্পদে বরকত দিন। এসব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আপনি আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে।

তখন তিনি বনি কায়নুকার বাজার আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি প্রথম দিনই ব্যবসা শুরু করলেন। সেদিনই অনেকগুলো পনির ও ঘি মুনাফা হিসেবে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয়দিনও ঠিক এরকম করলেন। অল্প কদিন পরেই তিনি বিয়ে করলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রাসুল তার কাপড়ে হলুদ রঙের দাগ দেখে (যা স্ত্রীর কাপড় থেকে লেগেছিল) বললেন, এটা কী?

তিনি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আনসারের এক মেয়েকে বিয়ে করেছি।

রাসুল বলেন, মোহর কী দিয়েছ?

তিনি বললেন, এক গিরা পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

তিনি বললেন, একটি ছাগল দিয়ে হলেও অলিমা করো।

হজরত আবদুর রহমানকে আল্লাহ তায়ালা এতো সম্পদ দান করেছেন যে, যে মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন, মরণব্যাধিতে যখন তাকে তালাক দিলেন, তখন তাঁর সব সম্পদের এক-অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ তাকে দিয়েছিলেন, তাতে তিরাশি হাজার দিরহাম ছিল।[১০৮]

ধনী হওয়ার সাথে সাথে তিনি অধিক দানশীলও ছিলেন। হজরত আয়েশা রা. একবার তাঁর ছেলে আবু সালামাকে বলেন, তোমার বাবাকে আল্লাহ জান্নাত নসিব করুন।

এই দোয়া করার কারণ হলো, হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি বাগান হাদিয়া দিয়েছিলেন, যা পরে চল্লিশ হাজার দিরহামে বিক্রি করা হয়েছে।[১০৯]

হজরত সাআদ বিন আয়েজ মুজিন রা. এর ব্যবসা

তারাতিবুল ইদারিয়া গ্রন্থে হজরত সাআদ বিন আয়েজ মুজিন রা. এর ব্যবসার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি 'কুরজ'র ব্যবসা করতেন। এটি একধরনের পাতা, যা দ্বারা কাঁচা চামড়া রঙ করানো হতো। এই কারণে তাঁর নাম হয়ে গেলো সাআদ আল-কুরজ।

ইমাম বাগবি রহ. রেওয়ায়েত করনে, তিনি (সাআদ) রাসুলের কাছে তাঁর অভাবের অভিযোগ করেন। তিনি তাকে ব্যবসা করার হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি বাজারে গিয়ে সামান্য পরিমাণ 'কুরজ' ক্রয় করে বিক্রি করলেন। তাতে লাভ হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ-ব্যাপারে অবগত করলে তিনি তাকে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন।

হজরত আবু মুআল্লাক আনসারি রা. এর ব্যবসা

তারাতিবুল ইদারিয়ায় হজরত আবু মুআল্লাক আনসারি রা.-কেও ব্যবসায়ী সাহাবিদের তালিকায় রেখেছেন। তিনি নিজের অর্থ এবং অন্যের অর্থ ধার নিয়ে ব্যবসা করতেন। দূরদূরান্তের বিভিন্ন\দেশে তিনি সফর করতেন। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার, পরহেজগার ও মুসতাজাবুদ দাওয়াত।

---

[১০৮] তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:২৭

[১০৯] মেশকাত, পৃ. ৫৬৭

হজরত তলহা বিন ওবাইদুল্লাহ রা.এর ব্যবসা

হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.-ও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। হজরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা বর্ণনা করেন, হজরত তালহার দৈনিক আয় ছিল ১০০০ ওয়াফিয়া। এক ওয়াফিয়া ১ দিনারের সমপরিমাণ।

হজরত আবু হুরাইরা রা. এর ঘটনা

বুখারি শরিফে হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, তোমরা বলো যে, আবু হুরাইরা বেশি হাদিস বর্ণনা করে। অন্য আনসার মুহাজিররা এতো হাদিস বর্ণনা করে না। অথচ আমার মুহাজির ভাইদের ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা। আর আমি তো শুধু রুটি খেয়েই পেট ভরিয়েছি (কখনোবা তাও জোটেনি)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি লেগেই থাকতাম। তিনি অনুপস্থিত থাকলেও আমি উপস্থিত থাকতাম। মোটকথা, আমি আহলে সুফফার একজন অসহায় মিসকিন ছিলাম। ব্যস্ত থাকার জন্য আমার কোনো সম্পদই ছিল না। তাই তো আমার স্মরণ থাকতো আর তারা ভুলে যেতো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আলোচনার ফাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি আমার আলোচনা চলাকালে নিজের কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং আলোচনা শেষে তা গুটিয়ে নিবে, সে আমার কথা সংরক্ষণ করতে পারবে।

তখন আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। যখন হুজুরের আলোচনা শেষ হলো, তা গুটিয়ে আমি সিনায় লাগিয়ে নিলাম, এরপর থেকে কোনো কথা আমি ভুলে যাইনি।[১১০]

সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা করতেন, যা তারাতিবুল ইদারিয়ায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এসব কথা উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

---

[১১০] বুখারি, ৯:১০৮, হাদিস- ৭৩৫৪; মুসনাদে আহমাদ, ১২:২১৯, হাদিস- ৭২৭৫

ব্যবসার পর কৃষিই উত্তম

আমার মতে, ব্যবসার পরে কৃষিকাজই উত্তম। কৃষিকাজ সম্পর্কে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমান যদি গাছ লাগায় কিংবা ক্ষেত করে অতঃপর তা থেকে কোনো পশু-পাখি বা মানুষ ভক্ষণ করে, তা তার জন্য সদকা হবে। মুসলিম শরিফের এক বর্ণনায় হজরত জাবের থেকে বর্ণিত আছে যে, তা থেকে কিছু যদি চুরি হয়ে যায়, তাও সদকা বলে গণ্য করা হবে।[১১১]

প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়েও কৃষিকাজ গুরুত্বপূণ। কারণ, কৃষিকাজ না থাকলে মানুষ খাবে কোত্থেকে?

কৃষির ফজিলত

কৃষির ফজিলত কুরআনের কয়েক জায়গায় আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কয়েক স্থানে এহসান করে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে ক্ষেত-খামার করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি।[১১২]

এই প্রকারের অনেক আয়াত আছে।

﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

---

[১১১] মেশকাত, ১:১৬৮

[১১২] সুরা আনআম : ৯৯

তিনিই জমিন হতে তোমাদের পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই।[১১৩]

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাজি রহ. বলেন, এই আয়াত থেকে জমিন আবাদ করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়; তা ক্ষেত-খামার করে হোক কিংবা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে।

সদকায়ে জারিয়ার হাদিসে, যেখানে অন্যান্য অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে, তাতে এও এসেছে যে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করলে তা থেকে কেউ উপকৃত হলে মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি সাওয়াব পেতে থাকবে।[১১৪]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا, فَلْيَغْرِسْهَا

রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, কেয়ামত যখন শুরু হবে এমতাবস্থায় যদি তোমাদের কারো হাতে খেজুরের একটি চারাও থাকে আর সে চারা রোপণ করার সময় থাকে তা হলে সে যেন সেটা অবশ্যই রোপণ করে।[১১৫]

عن معاوية بن قرّة قال: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم فقالوا: متوكلون. قال: كذبتم ما أنتم متوكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في الأرض وتوكل على الله. (وأخرج الحاكم وابن أبي الدنيا في التوكل، والعسكري في الأمثال، والدينوري في المجالسة)

মুয়াবিয়া বিন কুররা থেকে বর্ণিত, ইয়ামেনবাসী কিছু লোকের সাথে উমর বিন খাত্তাবের দেখা হলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা তাওয়াক্কুলকারী। তিনি বললেন,

---

[১১৩] সুরা হুদ : ৬১

[১১৪] তারাতিবুল ইদারিয়া।

[১১৫] আদাবুল মুফরাদ, ১:১৬৮, ১৮০, ২৪২

তোমরা মিথ্যা বলছ। তোমরা তাওয়াক্কুলকারী নও। কারণ, তাওয়াক্কুলকারী তো ঐ ব্যক্তিকে বলে যে জমিতে বীজ ফেলে আল্লাহর উপর ভরসা করে।[১১৬]

একটি প্রশ্নের জবাব

এসব বর্ণনার উপর অন্য একটি হাদিসের বর্ণনা দিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বুখারি শরিফে হজরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত আবু উমামা কারো কাছে যখন হালচাষের কিছু উপকরণ দেখেন, বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ঘরে এসব প্রবেশ করেছে, সে ঘরে বেইজ্জতিও প্রবেশ করেছে।[১১৭]

লামিউদ দিরারী গ্রন্থে আছে, এই হাদিস এবং এই প্রকারের অন্য যত হাদিস আছে, সেগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি টেক্সওয়ালা জমিনে চাষ করল আর টেক্স আদায় করল। এটা তার জন্য এক প্রকারের বেইজ্জতি। অথবা তাতে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, দীন-দুনিয়া উভয় জগতে অপমানিত হতে হয়।

এই হাদিসের পার্শ্বটীকায় লেখা হয়েছে, এই ব্যাখ্যা অনেক ব্যাখ্যাকার করেছেন।

ক্ষেত-খামার করা প্রথমে জিম্মিদের দায়িত্বে ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হওয়াকে ভালো চোখে দেখতেন না।

আল্লামা ইবনুত-তীন রহ. বলেন, এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজেজা। তিনি যেসব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেসবের একটি। কারণ, বর্তমানে সবাই একথা জানে যে, কৃষকরাই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত।

ইমাম বুখারি রহ. উভয় হাদিসকে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন, এই হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, কৃষির পরিণাম বেইজ্জতি। কারণ, মানুষ ক্ষেত-খামারে এতোই ব্যস্ত হয়ে যায় যে, যার কারণে যেসব বিষয় হেফাজত করার কথা বলা হয়েছে, তাও ধ্বংস করে দেয়। অথবা ধ্বংস করে না ঠিক তবে সীমালঙ্ঘন করে।

---

[১১৬] আত-তারাতিবুল ইদারিয়া : ২:৪৩

[১১৭] মেশকাত, পৃ. ২৫৭

হজরত আবু উমামার হাদিসের অর্থ হলো মানুষ নিজেই ক্ষেত করবে। তবে তার কাছে যদি অনেক মজুর থাকে, যারা তার কাজ করে, তবে সমস্যা নেই।

দাউদী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, এই হুকুম তার জন্য, যে দুশমন তথা কাফেরদের কাছে থাকে। সে যদি ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত থাকে, তখন দুশমন তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। তবে নিজের জমিন অন্যকে চাষ করার জন্য দেওয়াকে তো মুজারাআত বলা হয়। অর্থাৎ বর্গা লাগানো। উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। মোটকথা, প্রত্যেক কাজে শরিয়তের নিয়মকানুন মেনে চলা খুবই জরুরি। যেমন, 'আওজাজুল মাসালিকে' সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।[১১৮] শরিয়ত মেনে চলা এই তিন বিষয়েই শুধু নয়। বরং সব বিষয়ে আবশ্যক। যেমন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন প্রকারের মানুষের বিচার করা হবে। সর্বপ্রথম একজন শহিদকে ডাকা হবে। তার কাছে তাকে দেওয়া সব নেয়ামত চিনিয়ে দেওয়া হবে। সে চিনে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী আমল করেছে?

সে বলবে, আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে করতে শহিদ হয়েছি।

আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বাহাদুর বলবে। তা তো বলা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ হুকুম করবেন, তাকে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নমে নিক্ষেপ করা হোক।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে একজন আলেমকে আনা হবে, যে ইলম শিক্ষা করেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন মাজিদ পড়েছে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাকে দেওয়া নেয়ামতসমূহের হিসাব দিবেন। সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, এই নেয়ামতরাজির বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ?

সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজে কুরআন পড়েছি।

---

[১১৮] আওজাজুল মাসালিক, ৫:২২০

আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ইলম তো মানুষের কাছে আলেম হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার জন্যই শিখেছ। কুরআন তো মানুষের কাছে কারী স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যই শিখেছ। তা তো পেয়ে গেছ।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হুকুম দিবেন, তাকেও উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে একজন ধনীকে হাজির করা হবে, যাকে আল্লাহ বিভিন্ন প্রকারের যথেষ্ট ধনসম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সব নেয়ামতের হিসেব দিবেন। সে স্বীকার করবে। আল্লাহ বলবেন, এর পরিবর্তে তুমি কী আমল করেছ? আমি আপনার পছন্দের সব জায়গাতেই আমার সম্পদ খরচ করেছি।

আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি বড় দানশীল হওয়ার জন্যই দান করেছ। সুতরাং তা তুমি পেয়ে গেছ।

অতঃপর হুকুম করা হবে, তাকেও উপড় করে টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোক।[১১৯]

অথচ শাহাদাত, ইলম ও দানশীলতা, এর প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ আমল। কিন্তু নিয়ত খারাপ হওয়ার কারণে সর্বপ্রথম তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যেও পূর্বোল্লেখিত ফজিলত থাকা সত্ত্বেও তাতে যদি সুদমিশ্রিত হয়ে যায়, তখন সাওয়াবের পরিবর্তে কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। শাহাদাত ও ইলমের ফজিলত স্বতঃসিদ্ধ। বহু আয়াত ও হাদিস উভয়ের ফজিলতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তবু নিয়তের গরমিল হওয়ায় সে প্রথমেই জাহান্নামে যাবে। তেমনি ইজারারও অনেক ফজিলত আছে। তবে তাতেও কোনো দুর্বলতা রয়ে গেলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

মাওলানা মুজহির নানুতবী রহ. এর ঘটনা

মাওলানা মুজহির নানুতবী রহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, মাদরাসার সময়ে কেউ যদি তার কাছে ব্যক্তিগত কাজের জন্য আসত, তিনি ঘড়ি দেখে সময় নোট করে নিতেন। অতঃপর তার চলে যাওয়ার পর হিসেব করে লিখে রাখতেন, কয় মিনিট খরচ হলো। মাসের শেষে বেতন নেওয়ার সময় সময়গুলোর বেতন কেটে রাখতে বলতেন।

---

[১১৯] মুসলিম, ৩:১৫১৩, হাদিস- ১৯০৫, মুসনাদে আহমাদ, ৮:২৬২, হাদিস- ৮২৫৯

হজরত কাসেম নানুতবী রহ. এর ঘটনা

মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর জীবনীতে তার একটি অভ্যাস সম্পর্কে লেখা হয়েছে, মুনশী মুমতাজ আলী সাহেব মিরাঠে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। হজরত নানুতবী রহ.-কে পুরাতন বন্ধুত্বের কারণে তাতে ডাকলেন। সেখানে কিতাব সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল তাঁর। দায়িত্বটা নামেমাত্রই ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হজরতকে মুনশী সাহেবের কাছে রাখা। বুঝাই যায়, খোদ মুনশী সাহেব (ছাপাখানার মালিক) এর পক্ষ থেকে কোনো চাওয়া ছিল না। বরং তার কাছে হজরতের অবস্থান করার বিনিময়েই বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অবশ্য মুনশী সাহেবের ভদ্রতা ও ইলমের প্রতি তার সম্মানপ্রদর্শন। কিন্তু হজরতের মধ্যে দায়িত্বের প্রতি এত গুরুত্ব ছিল যে, সব কাজের আগে ছাপাখানার কাজই প্রাধান্য পেত।

কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই; কিন্তু দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামের বর্ণনায় একথা প্রমাণিত যে, হজরত যখন ছাপাখানায় কিতাব সম্পাদনার কাজ করতেন, তখন তিনি ঠিক কাজের সময়ে কোনো কারণে পৌঁছতে না পারলে, একটু দেরি হলে তা এক দুই মিনিটই হোক না কেন, সাথে সাথে নোট করে রাখতেন। কাজের মাঝখানে বা শেষে এরকম হলে তাও নোট করতে ভুলতেন না। পরে মাসের শেষে পুরো মাসের মিনিটসমূহ যোগ করে সে পরিমাণ বেতন কেটে রাখতে বলে দিতেন। তিনি নিজেই তো বলেছেন, সব কাজের প্রথম কাজ হলো ছাপাখানার কাজ। সুতরাং হজরতের এমন পদ্ধতিতে আশ্চর্যের কিছু নেই!

আমার মুর্শিদের ঘটনা

আমার মুর্শিদ হজরত সাহারানপুরী সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, যা আমার কয়েকটি পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এবং এই পুস্তিকায়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৩৪ হিজরিতে এক বছরের জন্য হিজাজ সফর শেষে মুজাহেরে উলুমে প্রত্যাবর্তন করলেন। ইতোমধ্যে আমার আব্বাজান হজরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ. জিলকাদায় ইনতেকাল করনে। হজরত এই খবর টেলিগ্রাম মারফত মুম্বাই থাকতে পেয়েছেন। হজরত মাদরাসা থেকে বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন, আমি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে কয়েক বছর যাবত মাদরাসার কাজ ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারিনি।

কিন্তু এতোদিন পর্যন্ত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব আমার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দাওরার সবক পড়াতেন এবং বেতন নিতেন না। তিনি আমার কাজ মনে করেই করতেন। আমি ও তিনি মিলে অবশ্য এক শিক্ষকের চেয়ে বেশি কাজ আঞ্জাম দিতাম। এখন যেহেতু তিনি ইনতেকাল করেছেন, আমিও মাদরাসার কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারিনি, তাই বেতন নিতে আমি অপারগ।

হজরত রায়পুরী রহ. লেখেন, হজরত! মাদরাসায় আপনার উপস্থিতির বড়ই প্রয়োজন। আপনার কারণেই মাদরাসার যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন হচ্ছে; তাই মাদরাসা আপনাকে এখন তালিমের বেতন দিচ্ছে না। বরং আপনি মাদরাসা তত্ত্বাবধান করছেন তাই...। শেষ পর্যন্ত পাঠদানের বেতন মওকুফ হয়ে মাদরাসা তত্ত্বাবধানের বেতন নেওয়া নির্ধারিত হলো।

শাইখুল ইসলাম হজরত মাদানী রহ. এর ঘটনা

আল-জমিয়ত, শাইখুল ইসলাম সংখ্যায় লেখা হয়েছে, হজরত মাদানী রহ যতদিন পড়াতেন, তার চাইতে একদিনের বেতনও বেশি নেওয়া সহ্য করতেন না। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, মাদরাসার কাজে সফর করেছেন, কিন্তু বেতন নিয়েছেন পাঠদানের সময়টুকুর।

জীবনসায়াহ্নে তিনি যখন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন এক মাসের ছুটি কাটানোর নীতিগত অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি ছুটি নেননি। দারুল উলুমের পক্ষ থেকে যখন সেই মাসের বেতন পাঠানো হয়, তখন তিনি এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, আমি তো পড়াইনি। বেতন নেব কেন?

হজরতের মৃত্যুর পর মুহতামিম সাহেব সেই টাকাগুলো নিয়ে হজরতের বাড়িতে গেলেন। হজরতের স্ত্রীকে বললেন, এই বেতন নেওয়া শরিয়ত মতে হালাল। এতে কোনো সন্দেহ নেই। হজরত নিজের তাকওয়া-পরহেজগারির কারণে নেননি। আপনি অনুমতি প্রদান করলে, তা আপনাকে সোপর্দ করব।

হজরতের স্ত্রী কৃতজ্ঞতাভরে তা ফেরত দিলেন। বললেন, হজরত যা পছন্দ করেননি, তা আমরা কীভাবে করব? ১৩৪৫ হিজরিতে হজরত যখন দারুল উলুম দেওবন্দের সদর হিসেবে যোগ দিচ্ছিলেন, তখন তিনি ২০টি শর্ত প্রদান করেছিলেন। মজলিসে শুরা তা গ্রহণও করেছিল। তাতে ১৯নং শর্ত ছিল, আমার দায়িত্বে যতক্ষণ শিক্ষা দেওয়া থাকবে, তাতে যদি কোনো ঘাটতি হয়, তবে সে পরিমাণ অর্থ যাতে কেটে নেওয়া হয়।

জনাব আফজাল এলাহি দেওবন্দি কর্তৃক সংকলিত মাকতুবাতে আছে, ৩০ জিলহজ, ১৩৬৩ হিজরিতে হজরত নিজেই মুহতামিম সাহেবের নামে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। তাতে লেখা ছিল, হজরত! আমার বেতন থেকে আমার অনুপস্থিতির সময়টুকু পরিমাণ করে টাকা কেটে নিবেন। বরং তাতে সেই সময়টুকুও শামিল করে নিবেন, যাকে আমার শর্তসমূহে বেতনের আওতায় ধরার কথা বলা হয়েছিল।

কৃষিকাজ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে।

عن سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرٍو قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"مَن أَخَذَ شبراً مِن الأَرْضِ ظُلماً؛ فإنَّه يُطَوَّقُهُ يومَ القيامَةِ مِن سَبْعِ أرضينَ".

রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিও আত্মসাৎ করে, কেয়ামতের দিন ওই জমির সাত স্তর তাকে গলাবন্ধের মতো পরিয়ে দেওয়া হবে।[১২০]

উপার্জনের মাসায়েল জানা এবং সেমতে আমল করা

এসবের পর সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, উপার্জন ও অন্যান্য সব কাজে শরিয়তমতো আমল করা এবং কার্যনির্বাহ করা। এহয়াউ উলুমিদ্দীনের ২য় খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় ইমাম গাজালি রহ. আলাদা শিরোনাম দাঁড় করান। তিনি বর্ণনা করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করার মাসআলা-মাসায়েল শেখা সেসব মুসলমানের উপর ওয়াজিব, যারা এসব কাজে লিপ্ত। কারণ, ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। এই হাদিস থেকে এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত মাসায়েল উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ীদের যেসব মাসায়েল প্রয়োজন, তা জানা ওয়াজিব। উপার্জনকারীর উপার্জন করার প্রয়োজনীয় মাসায়েল জানা আবশ্যক। এ বিষয়ের আহকাম যখন জেনে ফেলবে, তখন এসব লেনদেনে যা শরিয়তবিরোধী, তাও জানা হয়ে যাবে। অতএব তখন তা থেকেও বিরত থাকতে পারবে। ভালোভাবে জানা ব্যতীত সেসব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে, যার ফলে মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি শরিয়তবিরোধী লেনদেনের ব্যাপারে মোটামুটি ধারণা রাখবে না, তখন সে কোন জিনিস থেকে বিরত থাকবে, এবং কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তাও তার

[১২০] বুখারি, ৪:১০৭, হাদিস- ৩১৯৮; মুসলিম, ৩:১২৩১, হাদিস- ১৬১০

জানা থাকবে না। কেউ যদি বলে, আমি অগ্রিম ইলম অর্জন করি না; ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ করতে থাকব, যতক্ষণ কোনো ঘটনার মুখোমুখি হব না। যখন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হব, তখনই জেনে নেব। তখন তাকে জবাব দেওয়া হবে, আমার কোনো বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ধারণা না থাকলে আমি তো লেনদেন করতেই থাকব। তা আমি সঠিক মনে করতে থাকব। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য করার পূর্বে ততটুকু মাসায়েল জানতে হবে, যা-দ্বারা জায়েয-নাজায়েযের মধ্যে অন্তত পার্থক্য করা যায়। সাথে এ কথাও জানতে পারে যে, কোন লেনদেন সহিহ-শুদ্ধ ও জায়েয, এবং কোনটি মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ।

তারাতিবুল ইদারিয়ায় (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬) একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগে লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত লেনদেন করত না, যতক্ষণ তারা সে সম্পর্কে আহকাম ও আদাব জেনে না নিত। তা ছাড়া তারা একথাও জেনে নেয় যে, সুদ থেকে কীভাবে বাঁচা যায়।[১২১]

একই অধ্যায়ে আরেকটু সামনে এসে বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রহ. আর-রিসালাহয় এবং ইমাম গাজালি রহ. এহয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থে এ কথার উপর উম্মতের এজমা নকল করেন যে, কোনো মুকাল্লাফ ব্যক্তির কোনো লেনদেনে জড়িয়ে পড়া ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে শরিয়তের হুকুম ভালোভাবে জেনে না নিবে।

ইমাম কুরাখি মালেকি রহ. কিতাবুল ফুরুক গ্রন্থে বলেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করবে, তাকে এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার হুকুম কী তা জানতে হবে। যে ব্যক্তি ইজারাদারি করবে, তাকে ইজারার প্রয়োজনীয় আহকাম জানতে হবে যে, এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কী হুকুম? যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, তার জন্য প্রয়োজন হলো নামাজের আহকাম জেনে নেওয়া। শরিয়তের এ নীতির সমর্থন করে কুরআন মাজিদের এ আয়াত থেকে হয়, যেখানে নুহ আলাইহিস সালাম বলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾

হে আমার পালনকর্তা, আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১২২]

---

[১২১] তারাতিবুল ইদারিয়া, ২:১৬

[১২২] সুরা হুদ : ৪৭

অর্থাৎ যে প্রশ্নের বৈধতা সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই, তা থেকে পানাহ চাই। কারণ, হজরত নুহ আ. কে এ কথার জন্য শক্ত-মন্দ বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের ছেলে সম্পর্কে প্রার্থনা করে বসলেন যে, (তুফানের সময়) সেও যেন কিশতিতে ওঠে, যাতে ডুবে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়। তিনি প্রথম থেকেই জানতেন না যে, এই প্রার্থনা ঠিক হবে কি-না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার শক্ত-মন্দ বলা এবং নুহ আ. এর এভাবে তার জবাব দেওয়া দুটোই একথা প্রমাণ করে যে, কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় আহকাম জানা আবশ্যক।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না।[১২৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে অজানা বিষয়ের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। অতএব কোনো কাজ শুরু করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে সম্পর্কিত ইলম হাসিল হবে না। বুঝা গেল, সব অবস্থাতেই ইলম হাসিল করা ফরজ। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুমিনের উপর ফরজ।[১২৪]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ইলম হাসিল করা দুই প্রকার। এক. ফরজে আইন। দুই. ফরজে কেফায়া। যার সাথে মানুষের জীবন জড়িত তা অর্জন করা ফরজে আইন। তা ছাড়া বাকি ইলম ফরজে কেফায়া।

আর-রুহুল মুশতাবিকা গ্রন্থে আছে, হজরত উমর রা. বলেন, এসব অনারব (অজ্ঞরা) আমাদের মাঝে ততক্ষণ প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ তারা ক্রয়-বিক্রয়ের আহকাম জেনে না নেয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্মে এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ, তিনিও যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজ করানোর ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তাকে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিতেন।

---

[১২৩] সুরা ইসরাইল : ৩৬

[১২৪] ইবনে মাজাহ, ১:৮১, হাদিস- ২২৪

মুজাজি রহ. শরহে ইবনে আবি জামরা গ্রন্থে লেখেন, আমাদের আলেমগণ বলেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান রাখবে না, তার জন্য ব্যবসায়িক লেনদেন করা, বাজারের কাজকর্মে জড়িত হওয়া জায়েয নেই। যে ব্যক্তি তা করতে চাইবে, তার আহকাম জেনে নিতে হবে। এ কথার উপর উম্মতের এজমা হয়েছে।

একই কথা ইমাম মালেক রহ. কিতাবুল কিরাজ গ্রন্থে বলেছেন।

মুদাওয়ানা গ্রন্থে বলেছেন, আমার মতে, সেই ব্যক্তির জন্য লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নেই, যে নিজের অজ্ঞতার কারণে হারামকে হালাল করে বা হালাল-হারামের পার্থক্যই করতে পারে না। সে ব্যক্তি অমুসলিম হলেও।

হজরত উমর রা. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে তিনি এই বলে বাজারে প্রেরণ করলেন যে, যারা ব্যবসার মাসআলা-মাসায়েল জানে না, তাদেরকে বাজার থেকে বের করে দাও।

ইবনুল হাজ লিখিত মাদখালে বলা হয়েছে, কখনোসখনো হজরত উমর রা. যারা ব্যবসার মাসায়েল না জেনে ব্যবসা করত, তাদের বেত্রাঘাত করতেন। তিনি বলতেন, যারা সুদ সম্পর্কে জানে না, তারা ব্যবসা করবে না।

ইমাম মালেকও সেই ব্যক্তিকে বাজার থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলেছেন, যে ব্যবসার মাসায়েল জানে না। যাতে নিজের অজ্ঞতার কারণে কাউকে সুদ ঢুকিয়ে না দেয়।

আমি সাইয়িদি আবু মুহাম্মদ রহ. এর কাছে শুনেছি, সে যুগে মুহতাসিব (দারোগা) বাজারে যেত। প্রত্যেক দোকানে গিয়ে দোকানদারকে ব্যবসা সম্পর্কিত মাসায়েল জিজ্ঞেস করত যে, কীভাবে করলে সুদ হবে। কীভাবে সুদ থেকে বাঁচা যাবে? তারা সঠিক উত্তর দিতে পারলে ছেড়ে দিত। যারা উত্তর দিতে ব্যর্থ হত, তাদেরকে এই বলে বের করে দিত যে, তোমাদের মুসলমানদের বাজারে বসার কোনো অধিকার নেই। তোমরা মুসলমানদের সুদ ও নাজায়েয জিনিস খাওয়াচ্ছ।

আবু তালিব মক্কির কুতুল কুলুব গ্রন্থে বলা হয়েছে, হজরত উমর রা. বাজারে টহল দিতেন। কোনো কোনো ব্যবসায়ীকে আহকাম না জানার অপরাধে বেত্রাঘাত করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের বাজারে তারাই ব্যবসা করতে পারবে, যারা এর আহকাম সম্পর্কে অবগত। না হয় অনর্থক মানুষকে সুদ খাইয়ে ছাড়বে।

কানজুল উম্মাল গ্রন্থে উচ্চ সনদসহ একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, আমাদের বাজারে তারাই বেচাকেনা করতে পারবে, যারা দীনি মাসায়েল জানে।

তাম্বিহুল মুগতাররিনের গ্রন্থকার লেখেন, ইমাম মালেক রা. প্রশাসকদের বলে দিলে তারা বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে হজরতের দরবারে হাজির করতেন। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করতেন। তাদের মধ্যে মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ কাউকে পেলে, কিংবা হালাল-হারামের পার্থক্য করতে পারে না এমন কাউকে পেলে, তাকে বাজার থেকে বের করে দিতেন। তাকে প্রথমে বলা হতো, আগে বেচাকেনার মাসায়েল শিখে এসো। তারপর বাজারে বসো। কারণ মাসায়েল না জানলে সুদ খাবে।

আল্লামা জারকানী রহ. শরহে মুখতাসারে ইমাম মালেক রহ. এর বরাত দিয়ে বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ তারা বেচাকেনার মাসায়েল শিখে নিবে না।

ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়াতে ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়ার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ বেচাকেনায় জড়িত হওয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ সে ব্যবসার মাসায়েল জেনে না নিবে যে, কোনটা জায়েয কোনটা নাজায়েয?

ফাতাওয়ায়ে বাজাজিয়া থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, কারো জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত হওয়া ততক্ষণ জায়েয হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার মাসায়েল জেনে না নিবে। আগের যুগে ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফর করত অথচ তারা মাসায়েল জানত না, তখন তাদের সাথে একজন ফকিহ বা মুফতি নিয়ে যেতেন; যাতে তার কাছ থেকে মাসায়েল জেনে নিতে পারে।

হজরত ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর কাছ থেকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাকওয়া সম্পর্কে একটি কিতাব লিখে দিন।

তিনি বললেন, আমি তো ব্যবসা সংক্রান্ত একটি কিতাব লিখেছি। এসব মাসায়েল মতে যখন কেউ ব্যবসা করবে, নাজায়েয থেকে বেঁচে থাকবে, সে মুত্তাকি হয়ে যাবে। তার উপার্জন হালাল হবে। তার আমল ভালো হবে।[১২৫]

---

[১২৫] বুলুগুল আমান, পৃ. ৮২

উক্ত বিষয়ে হজরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর মূল্যায়ন

হজরত আশরাফ আলী থানবী রহ. ব্যবসা সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা লিখেছেন সাফায়ী মুআমালাত নামে। তাতে তিনি ব্যবসার বিভিন্ন শাখার মাসায়েল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করলে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হবেন। সেই পুস্তিকার শেষে তিনি লেখেন, লেনদেন সঠিক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ দীনি কাজের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতার কথা ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবের শেষে এসে লেনদেন সঠিক হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হালাল খাওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা এবং হালাল খাবারের বরকত ও হারাম খাবারের না-বরকতি বিষয়ক আলোচনা করাই সঙ্গত মনে করছি।

মুসনাদে আহমাদ, শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ও সুনানে দাইলামিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সারাংশ হলো,

হালাল উপার্জন করা নামাজ-রোজা ইত্যাদি ফরজের পরে ফরজ।[১২৬]

হালাল উপার্জনের কারণে মানুষের দোয়া কবুল হয়।[১২৭]

একটি হারাম লোকমাও যদি মুখ পর্যন্ত যায়, সেই লোকমার অভিশাপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার দোয়া কবুল হবে না।

যদি দশ দিরহামের পোশাকে এক দিরহাম পরিমাণ অর্থাৎ চারআনা পরিমাণও হারাম মাল থাকে, তো যতক্ষণ সেই পোশাক শরীরে থাকবে, তার নামাজ কবুল হবে না।[১২৮]

হারাম মাল দিয়ে দান-সদকা কবুল হয় না।[১২৯]

হারাম মাল খরচ করলে বরকতও হয় না, যা মৃত্যুর পর থেকে যায়, তা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার পথপ্রদর্শক হয়।[১৩০]

যে দেহ হারাম মাল দ্বারা গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বরং তা দোজখের উপযোগী হয়ে ওঠে।[১৩১]

---

[১২৬] বাইহাকি, ৬:২১১, হাদিস- ১১৬৯৫

[১২৭] কিতাবুজ জুহুদ ওয়ার রাকায়িক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ., ১:১৫৪, হাদিস- ৪৫৬

[১২৮] বুখারি, ২:৫৩৩, হাদিস- ১৬৩৩

[১২৯] বাইহাকি, ৭:৩৬৬

[১৩০] প্রাগুক্ত।

[১৩১] মুসনাদে বাজ্জার, ১:১০৫

হারাম খাবারের কুপ্রভাব হলো, দীন থেকে দূরে চলে যাওয়া, ইলমের নুর না থাকা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, ইবাদত করার সাহস না থাকা, ঈমান আমল নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

সেসব কবিতায় হারাম থেকে বাঁচার যে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে, তা হলো, কানাআত বা অল্পতুষ্টি। খাবারদাবার পোশাকআশাক ও আয়-ব্যয়ে সাদাসিধে ও পরিমিতিবোধ নিয়ে আসা। সাথে সাথে যাবতীয় ভোগ-বিলাস ও অপ্রয়োজনীয় জৌলুস পরিত্যাগ করা।

অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, হাদিসে বর্ণিত কুপ্রভাব ও হুমকির কথা স্মরণ রেখে দ্রুত উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে জীবনের চিকিৎসা সেরে নেওয়া।

মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. এর মত

মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব রহ. তার কিতাব জাওয়াহিরুল ফিকহের এক জায়গায় লেখেন, একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী আইনকানুনের উপর যে কঠোরতা ও সংকীর্ণতার প্রশ্ন তোলা হয়, এটি সম্পূর্ণ অপবাদ ও ভুল ধারণা। যা সংকীর্ণ ও কষ্টসাধ্য মনে হয়, তা সেসব সাধারণ মুসলমানদের জন্য হয়, যারা হালাল-হারাম পার্থক্য করে চলে না। একটা কাজ সামান্য এদিক-ওদিক করলে হালাল হয়। কিন্তু আমরা চিন্তা না করার কারণে হারাম হয়ে যায়। তবু একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সংকীর্ণতা মুসলমানদের চিন্তা না করার কারণে সৃষ্টি হোক না, কিন্তু হালাল রিজিকের জন্য তো কষ্ট হচ্ছেই! তখন তারা কী করবে?

এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর হল, মানুষ দুনিয়ার সাময়িক সুখ-শান্তির জন্য বা কোনো বড় লোকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাজারো কষ্ট সহ্য করে। সুতরাং আখেরাতের অনন্ত অসীম জীবন ও অশেষ নেয়ামতের মালিককে সন্তুষ্ট করতে যদি কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা বড় কিছু নয়; বিশেষত, যখন কষ্ট করে হালাল রুজি অর্জন করতে হয়, তার সাওয়াব অনেক গুণ বেড়ে যাবে। যেমন সহিহ হাদিসে তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালাও বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে, তিনি তার সমস্যাবলিও আসান করে দেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।[১৩২]

একথার প্রমাণ এভাবে দেওয়া যায়, এ যুগে যতসব অবৈধ লেনদেন ও বাণিজ্য প্রচলিত হচ্ছে অথবা চাকরির ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে যেসব অনৈতিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, তা বিস্তারিত লিখে ওলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হোক যে, এসব কাজে গুনাহ ও হারাম থেকে বাঁচার কী ব্যবস্থা হতে পারে? আমি এ-কথার নিশ্চয়তা দিতে পারব না যে, প্রত্যেক হারাম কাজেরই একটা জায়েয হওয়ার পদ্ধতি বের হবে। তবে খুব বেশি আশাবাদী যে, অধিকাংশ অবৈধ লেনদেন খুব সামান্য পরিবর্তন করলেই তা বৈধ হওয়ার রাস্তা খুলে যাবে। যে কাজ হারাম ছিল, তা হালাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি হালাল খাওয়ার চিন্তাই না করে, তাহলে আর কী করা![১৩৩]

আব্বাজানের একটি ঘটনা

আমার রচিত আকাবিরে ওলামায়ে দেওবন্দ গ্রন্থে লিখেছি, আমার বয়স যখন বারো বছর, তখন আব্বাজানের সাথে গাঙ্গুহ থেকে সাহারানপুরে চলে আসি। তখন আব্বাজানের নিয়ম ছিল, তিনি মাদরাসা চলাকালীন মাদরাসায় থাকতেন। বাকি খাওয়াদাওয়া ও ঘুমানোর সময় বাড়িতে থাকতেন। তা ছাড়া যে সময়টুকু বাকি থাকত, তা মাদরাসার পার্শ্ববর্তী মসজিদে কাটাতেন।

একবার আব্বাজান সেই মসজিদে আসরের নামাজের পর মসজিদের কূপের নিকট দাঁড়ালেন। তিনজন ছাত্র কূপের উপর দাঁড়িয়ে দমাদম কূপ থেকে পানি তুলে আব্বাজানের উপর ঢালছিল। একটা শেষ হওয়ার আগেই শুরু হচ্ছে আরেকটা।

মওলবী এমদাদের আব্বা হাফেজ মকবুল সাহেব আব্বাজানের ভক্ত ছিলেন। তিনিও অধিকাংশ সময় আসরের পর সেখানে যেতেন। তিনি বললেন, হজরতজি! এটা অপচয় হচ্ছে না!

---

[১৩২] সুরা আনকাবুত : ৬৯

[১৩৩] জাওয়াহেরুল ফিকহ, ৩:৩৬২

আব্বাজান জবাব দিলেন, তোমাদের জন্য অপচয়, তবে আমার জন্য নয়।

মওলবী সাহেব বললেন, এ কী ব্যাপার?

উত্তর দেওয়া হলো, তুমি জাহেল, আমি মওলবী! তাই!!

হাফেজ মকবুল সাহেব বললেন, আপনার এই কথায় তো সেই কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটল, যা লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, মওলবীরা নিজেদের জন্য সবকিছু জায়েয করে নেয়!

আব্বাজান তাকে জবাব দিলেন, এ কথায় মওলবীদের খামোখা লজ্জিত হওয়ার কী আছে? সেই কাজ তুমি করলে, তোমার অজ্ঞতার কারণে গুনাহ হচ্ছে। তবে মওলবী তো সেই কাজকে জায়েয করেই করবে। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে আব্বাজান তাকে বললেন, আরবি শিখো!

আব্বাজান সবসময় বলতেন, এই ব্যস্ত মানুষগুলো (আইনজীবী, স্কুলের শিক্ষক) যদি আমাকে বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দেয়, আমি তাদেরকে মওলবী বানিয়ে ছাড়ব!

এ কথা তিনি নিছক হাসির জন্য বলতেন না। বাস্তবেই তার সেই পরিকল্পিত-পাঠ অধ্যয়ন করে বেশ কয়েকজন আইনজীবী সে যুগে বাহাত্তর ঘণ্টার কম সময়ে একজন ভালো মওলবীতে পরিণত হয়েছেন। লাগাতার বাহাত্তর ঘণ্টার কথা তিনি বলতেন না। বরং প্রতি রবিবার দুঘণ্টা করে সময় চাইতেন। সেই দুঘণ্টার মধ্যে তাদের কাঁধে অনেক কাজ তুলে দিতেন। আগামী রবিবার পর্যন্ত সেসব সবক ও পড়া ইয়াদ করে আসতে বলতেন। সে যুগের প্রসিদ্ধ আইনজীবী মওলবী শিহাবুদ্দীন ও মওলবী মানফাআত আলী সাহেব, যিনি পরে সাহারানপুর মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন এবং হজরত থানবী রহ. এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন, তারা এভাবে পড়েই মওলবী হয়ে ছিলেন।

মওলবী শিব্বির আলী সাহেবের যে-চিঠিটির কথা আমি ইকমালুশ শিয়াম গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করেছি, তাতেও এ-শিক্ষানীতির কথা আলোচিত হয়েছে।

হাফেজ মকবুল সাহেব বারবার জোর দিতে লাগলেন জবাব দেওয়ার জন্য। আব্বাজানও তাকে জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, আরবি পড়ো, মওলবী হয়ে যাবে! সেই সময় এই জোর করার কারণ আমারও বুঝে

আসেনি। কিন্তু যখন মেশকাতের রিবা অধ্যায়ে বর্ণিত হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর হাদিসটি পড়ি তখন বুঝে এলো যে, তার কারণ কী ছিল।

সেই হাদিসে আছে, হজরত বেলাল রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কিছু বরনী খেজুর নিয়ে এলেন। সেগুলো খুব উন্নতমানের ছিল। রাসুল জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কোত্থেকে আনলে?

তিনি বললেন, আমার কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল, তা থেকে দু সা'র (একটি পরিমাপ) বিনিময়ে এই উন্নত খেজুরের এক সা ক্রয় করলাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হায়! হায়! এ তো সরাসরি সুদ হয়ে গেল! এরকম কখনো করো না। যদি করতে চাইলে প্রথমে নিম্নমানের খেজুরগুলো টাকার কিংবা অন্য কোনো ভিন্ন জিনিসের পরিবর্তে বিক্রি করো। আর সেই টাকা দিয়ে উন্নত খেজুর ক্রয় কর।[১৩৪]

হাদিসটি পড়েই আমার মসজিদের সামনের সেই ঘটনা মনে পড়ল। মওলবী ও জাহেলের মাঝে পার্থক্য কী- তাও বুঝে এলো। এখানে দুই সা নিম্নমানের খেজুরের পরিবর্তে এক সা উন্নতমানের খেজুর ক্রয় করা সরাসরি সুদ। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন, তাতে সুদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

যেমন সেই অনুন্নত খেজুর যদি এক রুপির বিনিময়ে বিক্রি করে সেই এক রুপি দিয়ে আবার উন্নতমানের এক সা ক্রয় করলে আর সুদ হচ্ছে না। উভয় সুরতেই তো একই ফল! তো এখানে যে মাসআলা জানে না, সে দুই সার পরিবর্তে এক সা ক্রয় করে সরাসরি সুদে লিপ্ত হবে। আর মওলবী সাহেব, যিনি মাসআলা জানেন, তিনি দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে সুদ থেকে বেঁচে যাবেন। দেখতে তো একই রকম। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ হচ্ছে না। তাই মাসআলা জানতে হবে।

মাওলানা এনায়েত ইলাহী রহ. এর নীতি

আমাদের মাদরাসার প্রথম মুহতামিম মাওলানা এনায়েত ইলাহী সাহেব রহ. এর অভ্যেস ছিল যে, মাদরাসার চাঁদা-ফন্ডে যেসব অলংকার জমা

---

[১৩৪] তাবারানি, ১:৩৩৯, হাদিস- ১০১৭; মুসান্নাফে আবদুর রজ্জাক, ৮:৩৩, হাদিস- ১৪১৮৯; ৬:৩৯৫, হাদিস- ১৪৯৯৭

পড়ত, তা তিনি অন্য কাউকে না দিয়ে নিজেই বাড়িতে আসা-যাওয়ার সময় বিক্রি করতেন। রহিরা নামের এক বিখ্যাত মনিকার ছিল, সব সময় তার সাথেই লেনদেন করতেন। সেও মুহতামিম সাহেবের এতই ভক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর বড়ই কদর করত।

তিনি যখন স্বর্ণের অলংকার বিক্রি করতেন, তখন প্রথমে তার কাছ থেকে রুপার মুদ্রা ঋণ নিতেন। অতঃপর বেচাকেনা করে আবার তার মুদ্রা তাকে ফেরত দিয়ে চলে আসতেন। সে খুব চিন্তা করত, এসব কী হচ্ছে?

যখন তিনি রুপার অলংকার ক্রয়-বিক্রয় করতেন, তখন তিনি প্রথমে স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিতেন। অতঃপর লেনদেন সেরে আবার মুদ্রা ফিরিয়ে দিতেন। সে জিজ্ঞেস করত, মাওলানা সাহেব! এসব করার মধ্যে লাভ কী? ফল তো একই!

তখন মুহতামিম সাহেব তাকে বুঝাতেন যে, আমাদের ধর্মে স্বর্ণ-রুপা ক্রয়-বিক্রয়ে বিশেষ পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। তাকে বুঝাতে বুঝাতে সেও এসব মাসায়েলে পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ এলে তো প্রথমেই তাকে মাসায়েল বুঝিয়ে দিত। তবে মওলবী টাইপ কোনো লোক এলে প্রথমে কিছু না বলে সাধারণ নিয়মে ক্রয়-বিক্রয় করত। পরে যখন সেই মাওলানা সাহেব চলে যেতে উদ্যত হতেন, তখন সেই মনিকার তাকে বলত, মাওলানা সাহেব! একটু দাঁড়ান! আপনি যে পদ্ধতিতে আমার সাথে লেনদেন করেছেন, তা তো আপনাদের ধর্মে নাজায়েয।

অধিকাংশ মাওলানা তো তার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যেত। কেউ কেউ আবেগের বশে বলে ফেলত, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে আমরাই জানি।

কোনো বৃদ্ধ মাওলানাকে পেলে সে বলত, মাওলানা সাহেব! একটু বসুন! রাগ করবেন না কিন্তু! আমার কথা শুনুন।

অতঃপর তাকে বুঝাত যে, আপনার ধর্মে এই পদ্ধতিতে লেনদেন করা কি জায়েয? তখন তিনি চিন্তায় পড়ে যেতেন এবং লজ্জা পেতেন। কারণ মাওলানা যে মাসায়েল জানেন না। অথচ সেই হিন্দু মাসায়েল জানে!

ফল বিবেচনায় ব্যাপার তো একই। কিন্তু হজরত বেলাল রা.-এর খেজুরের মতো সামান্য পরিবর্তনের কারণে নাজায়েয লেনদেন জায়েয হয়ে যাচ্ছে। ফতোয়ার কিতাবসমূহে এর উদাহরণ ভুরি ভুরি, যা লিখলে তো অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

সারাংশ হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য হোক বা কৃষিকাজ কিংবা ইজারা, প্রত্যেকটির মধ্যে হালাল-হারামের জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষ তো আর পারবে না; আলেম কিংবা ভালো আরবি-জানা লোকদের জন্য তা জেনে রাখা অতীব প্রয়োজন। আল্লামা জাহাবীর কিতাবুল কবায়ের, ইবনে হাজার মক্কীর আজ-জাওয়াজের আনিল ইকতিরাফিল কবায়ের এবং ইমাম গাজালির এহয়াউ উলুমিদ্দীনের হালাল-হারাম অধ্যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আল্লামা জাহাবী রহ. কিতাবুল কবায়েরে লেখেন, আটাশতম কবিরা গুনাহ হলো, হারাম খাওয়া এবং হারাম জিনিস ব্যবহার করা- তা যেকোনো পন্থায় হোক। তিনি প্রথমে এ আয়াত শরিফটি উল্লেখ করেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।[১৩৫]

আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন, কোনো ব্যক্তি অন্য কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করবে না।

অতঃপর তিনি লেখেন, বাতিল পদ্ধতি ও অন্যায়ভাবে ভোগ করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে।

এক. জুলুম করে। যেমন, ছিনতাই, দুর্নীতি ও চুরির মাধ্যমে ভোগ করা।

দুই. ঠাট্টা-তামাশা করে নিয়ে ফেলা। যেমন, জুয়ার মধ্যে নেওয়া হয়। তা ছাড়া অন্যান্য খেলার মধ্যেও নেওয়া হয়।

সহিহ বুখারি শরিফে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই অনেক মানুষ আল্লাহ তায়ালার সম্পদে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।[১৩৬]

সহিহ মুসলিম শরিফে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একজন মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন, যে দীর্ঘ সফর করবে। চুল কোঁকড়ানো হবে। দেহ ধুলোমিশ্রিত হবে। সে দুহাত আসমানের দিকে প্রসারিত করে ইয়া রব ইয়া রব বলে দোয়া করবে। তবে তার

---

[১৩৫] সুরা নিসা : ২৯

[১৩৬] কিতাবুজ জুহুদ ওয়ার রকায়িক, আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ., ১:১৫৪, হাদিস- ৪৫৬

খাবারদাবার, পোশাকআশাক, লালন-পালন সবই হারাম। সুতরাং তার দোয়া তা সত্ত্বেও কীভাবে কবুল হবে?[১৩৭]

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! দোয়া করুন, আল্লাহ যাতে আমাকে মুসতাজাবুত-দাওয়াত বানিয়ে দেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনাস! তোমার উপার্জন হালাল রাখো। তোমার দোয়া কবুল হবে। কারণ, যে ব্যক্তি হারামের একটি লোকমাও মুখে দেয়, তার চল্লিশদিন পর্যন্ত দোয়া কবুল হয় না।[১৩৮]

ইমাম বাইহাকি নির্ভরযোগ্যসূত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে আখলাক বণ্টন করে দিয়েছেন, যেভাবে বণ্টন করেছেন তোমাদের রিজিক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যাকে পছন্দ করেন, দুনিয়া দান করেন এবং যাকে পছন্দ করেন না, তাকেও দুনিয়া দান করেন। তবে দীন একমাত্র তাকেই দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহ যাকে দীন দিলেন, যেন তাকে তিনি নিজের বন্ধু বানিয়ে নিলেন।[১৩৯]

যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করবে অতঃপর তা থেকে খরচ করবে, তাতে বরকত হবে না। তা থেকে সদকা করলে তা কবুল হবে না। মৃত্যুর পর রেখে গেলে তা তাকে জাহান্নামে নেওয়ার উপকরণ হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা খারাপকে খারাপ দিয়ে দমন করেন না। বরং খারাপকে ভালো দিয়ে মিটিয়ে দেন।[১৪০]

---

[১৩৭] বুখারি, ৪:১০৭, হাদিস- ৩১৯৮; মুসলিম, ৩:১২৩১, হাদিস- ১৬১০

[১৩৮] হাদিসটি হজরত আনাসের নয়, বরং ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। আর যিনি দোয়া চেয়েছেন, তিনি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.। আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস-৬৪৯৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: ١٦٨] فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الِاحْتِيَاطِيُّ "

[১৩৯] মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস- ৭৩০১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস- ৩৬৭২

[১৪০] বাইহাকি, ৭:৩৬৬

হজরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়া হলো মাটি ও সবুজ-শ্যামল। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় হালাল-পদ্ধতিতে উপার্জন করে। আবার তা সঠিক পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সাওয়াব দিবেন এবং জান্নাত দান করবেন। যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে হালাল ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে, অতঃপর তা অন্যায়ের পথে ব্যয় করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জিল্লতির ঘর অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।[১৪১]

অনেক এমন ব্যক্তি রয়েছে, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হারাম সম্পদে মজে যায়, তাদের জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নাম অবধারিত।

এক হাদিসে আছে, সম্পদ কীভাবে উপার্জন করে তা যে ব্যক্তি পরোয়া করে না, আল্লাহ তায়ালাও তাকে জাহান্নামের কোন দরজা দিয়ে ঢুকাবে, তার পরোয়া করেন না।[১৪২]

হজরত আবু হুরাইয়া রা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির মুখে মাটি ভরে নেওয়া উত্তম হবে মুখে হারাম মাল ঢুকানোর পরিবর্তে।[১৪৩]

হজরত ইউসুফ বিন আসবাত রহ. ইরশাদ করেন, কোনো যুবক যখন ইবাদতগুজার বান্দা হয়ে যায়, তখন শয়তান তার সহযোগীদের বলে, তার খাবার কোত্থেকে আসে দেখ। সুতরাং তার খাবারের উৎস শরিয়তবিরোধী পেলে শয়তান সঙ্গীদের বলে, তাকে ছেড়ে দাও। ইবাদত করে নিজের নফসকে পেরেশান করুক। অনর্থক মেহনত করতে থাকুক। তাকে নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। হারাম খেয়ে তার এই ইবাদত কবুল হবে না।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদিসের ভাষ্য থেকেও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, খানাপিনা, পোশাক হারাম হলে তার দোয়া কবুল হবে না।

---

[১৪১] এ হাদিসটি কোনোভাবেই খুঁজে পাইনি। অবশ্য এর কাছাকাছি বক্তব্যসংবলিত হাদিস রয়েছে। যেমন :

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ فَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي الدُّنْيَا مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ

মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস- ৭০১১

[১৪২] এ হাদিসটি কোনোভাবেই খুঁজে পাইনি।

[১৪৩] মুসনাদে আহমদ, হাদিস- ৭৪৯০

এক হাদিসে আছে, একজন প্রতিদিন বাইতুল মুকাদ্দাসে রাতে ও দিনে এই বলে আওয়াজ দেয় যে, যে ব্যক্তি হারাম খায়, আল্লাহ তায়ালা তার ফরজ ও নফল কোনো কিছুই কবুল করে না।[১৪৪]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, সন্দেহ হলে এক দিরহাম হলেও তা ফিরিয়ে দাও। তা আমার কাছে এক লক্ষ দিরহাম সদকা করার চেয়ে পছন্দসই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি হারাম মাল দিয়ে হজ করে, সে যখন লাব্বাইক বলে, তখন ফেরেশতা তার জবাবে বলে, তোমার লাব্বাইকও গ্রহণযোগ্য নয়, সা'দাইকও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমার হজ তোমাকেই ফিরিয়ে দেওয়া হলো।[১৪৫]

ইমাম আহমাদ রহ. মুসনাদে আহমাদে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি দশ দিরহামের একটি কাপড় ক্রয় করবে, তাতে এক দিরহাম হারাম থাকবে; সেই কাপড় যতক্ষণ তার গায়ে থাকবে তার নামাজ কবুল করা হবে না।[১৪৬]

ওয়াহাব বিন ওয়ারদ রহ. বলেন, তুমি যদি স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকো, (অর্থাৎ নামাজাবস্থায়) তা তোমার উপকারে আসবে না, যতক্ষণ তুমি এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে নিবে না যে, যা পেটে যাচ্ছে, তা হালাল কি-না হারাম।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পেটে হারাম খাবার প্রবেশ করে, যতদিন সে তাওবা করবে না, ততদিন আল্লাহ তায়ালা তার নামাজ কবুল করবেন না।[১৪৭]

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে পেশাব দ্বারা কাপড় পবিত্র করার চেষ্ট করে। অথচ অপবিত্র কাপড় তো শুধু পানি দ্বারাই পবিত্র করা যায়। তেমনিভাবে গুনাহ হালাল বস্তুর মাধ্যমেই দূর হবে।

---

[১৪৪] ইমাম গাজালির ইহইয়াউল উলুমের হাদিস। গ্রহণযোগ্য হাদিসগ্রন্থে এটি পাওয়া যায়নি।

[১৪৫] আল-মুজামুল আওসাত, ৫:২৫১, হাদিস- ৫২২৮, মুসনাদুল বাজ্জার, ১৫:২২১, হাদিস- ৮৬৩৮

[১৪৬] প্রাগুক্ত।

[১৪৭] প্রাগুক্ত।

হজরত উমর রা. বলেন, আমি হালালের দশভাগের নয় ভাগ এই ভয়ে ছেড়ে দিই যে, পাছে তা হারাম হয়ে যায়।[১৪৮]

কা'ব বিন উজরা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হারাম মাল দ্বারা যে দেহ প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ কর তে পারবে না।[১৪৯]

আলেমগণ বলেন, হারামখোরদের মধ্যে রয়েছে চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাদ, চোর, ডাকাত, সুদদাতা ও গ্রহীতা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী, মিথ্যা শপথকারী, ঋণ নিয়ে তা অস্বীকারকারী, ঘুসগ্রহণকারী, ওজনে কমবেশি যারা করে, প্রতারণা করে পণ্য বিক্রয়কারী, জুয়াড়ি, জাদুকর, জ্যোতিষী, চিত্রশিল্পী, পতিতা, ভাড়াটে বিলাপকারী, দালাল, আজাদ মানুষ বিক্রিকারী। এরা সবাই হারামখোরদের অন্তর্ভুক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন এমন কিছু লোক হাজির করা হবে, যাদের সাথে তেহামা পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব থাকবে। কিন্তু তা যখন আল্লাহ তায়ালার সামনে পেশ করা হবে, তিনি ধুলোয় মিশিয়ে দিবেন। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১৫০]

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তা কীভাবে হবে?

বললেন, এরা নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, জাকাত আদায় করত, হজও পালন করত। তা সত্ত্বেও তাদের সামনে সামান্য হারাম মাল এলে তা লুফে নিত। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্ত আমল ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন।[১৫১]

---

[১৪৮] মুসান্নাফে আবদুর রজ্জাক, ৮:১৫২, হাদিস- ১৪৬৮৩

[১৪৯] প্রাগুক্ত।

[১৫০] তিরমিজি, ৪:৬১৩, হাদিস- ২৪১৮

[১৫১] শেষের বর্ণনাটা হাদিসে এভাবে নেই, যা আছে তা হলো–

يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ. وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

সাহাবিরা তাদের পরিচয় জানতে চাইলে রাসুল সা বললেন, তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের মতো রাতে নামাজ আদায় করে। কিন্তু একান্ত সময় যখন কবিরা-সগিরা গুনাহ করার সুযোগ পায় লুফে নেয়। এখানে মূল লেখক যে দাবি প্রমাণিত করার জন্য হাদিসটি পেশ করেছেন, তা প্রমাণিত হয় না, কারণ, হাদিসবিশারদগণ (بِمَحَارِمِ) অর্থ করেছেন গুনাহের কাজ, কবিরা হোক বা সগিরা। হারাম মাল উদ্দেশ্য নয়।

কোনো কোনো বুজুর্গের ঘটনা এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন। উত্তর দিলেন, ভালোই! তবে একটি সুইয়ের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করতে পারছি না। সুইটি আমি একজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে আর ফিরিয়ে দিইনি।

আল্লামা জাহাবী রহ. অন্য এক অধ্যায়ে বলেন, বাষট্টিতম কবিরা গুনাহ হলো ওজনে কম দেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾

অর্থাৎ তাদের জন্য ধ্বংস, যারা ওজনে কম দিয়ে মানুষের সম্পদ ভোগ করে। নিজের হক নেওয়ার সময় কিন্তু পুরোপুরি নেয়। মানুষের হক দেওয়ার সময় কম করে দেয়।[১৫২]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পাঁচ বস্তুর পরিবর্তে পাঁচ বস্তু! সাহাবিরা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! পাঁচ বস্তুর পরিবর্তে পাঁচ বস্তু থেকে কী উদ্দেশ্য? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

১. যখন কোনো জাতি সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা শত্রুকে তার উপর চড়াও করে দেন।
২. যখন কোনো জাতি আল্লাহর দেওয়া বিধান অমান্য করে অন্য কোনো আইন বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তায়ালা তাতে দারিদ্র্য ব্যাপক করে দেন।
৩. যখন কোনো জাতির মধ্যে পাপাচারের প্রসার ঘটে, তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা মহামারী চড়াও করে দেন।
৪. যে জাতি ওজনে কম দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার সুখ-শান্তি খতম করে দেন। তারা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়।
৫. যে জাতি জাকাত আদায়ে অলসতা করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।[১৫৩]

---

[১৫২] সুরা মুতাফফিফিন : ১

[১৫৩] তাবারানি, ১১:৪৫, হাদিস- ১০৯৯২ আল জামিয়ুস্ সহিহ লিস সুনান ওয়াল মাসানিদ, ২:৩২৫

হজরত মালেক ইবনে দিনার রহ. বলেন, আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক প্রতিবেশীকে দেখতে গেলাম। সে বলতে লাগল, আগুনের দুটি পাহাড়! আগুনের দুটি পাহাড়!

আমি বললাম, এসব কী বলছ তুমি?

সে বলল, আমার কাছে দুটি পাল্লা ছিল। একটি দিয়ে মেপে নিতাম, অন্যটি দিয়ে মেপে দিতাম। উভয়টি বড়-ছোট ছিল।

মালেক বিন দিনার রহ. বলেন, আমি সেই পাল্লা দুটো নিয়ে একটির উপর অপরটি মারতে লাগলাম। সে বলল, আপনার মারার কারণে আমার আজাব আরো বেড়ে যাচ্ছে।

পরে সে সেই রোগেই মৃত্যু বরণ করল।

মুতাফফিফ বলা হয় যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়। তাকে মুতাফফিফ বলার কারণ, আরবিতে আফিফ অর্থ সামান্য জিনিস, সুতরাং সে যেহেতু সামান্য জিনিস চুরি করে তাই তাকে...।

তার এই কম দেওয়া, চুরি, দুর্নীতি ও হারাম খাওয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ওয়াইল বা কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

কোনো এক বুজুর্গ বলেন, ওয়াইল হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। তাতে যদি পৃথিবীর সব পাহাড় জ্বেলে ফেলা হয়, তার গরমের প্রবলতায় সব পাহাড়ই গলে যাবে।

এক বুজুর্গ বলেন, আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, প্রত্যেক ওজনকারী জাহান্নামে যাবে। কারণ, এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কেউ যে বেশ-কম করবে না- এর কোনো গ্যারান্টি নেই। হ্যাঁ, আল্লাহ যাকে হেফাজত করেন, সে নিশ্চয় বেঁচে যাবে।

এক বুজুর্গ বলেন, আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক ব্যক্তির কাছে গেলাম। আমি তাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকিন দিলাম। কিন্তু সে তা উচ্চারণ করতে পারছিল না।

যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো, তখন তাকে বললাম, ভাই, কী ব্যাপার? আমি তোমাকে কালেমায়ে শাহাদাতের তালকিন করছি, আর তুমি বলতে পারছ না!

সে বলল, আমার জিহ্বায় পাল্লা এসে বাঁধা দিচ্ছে, তাই পড়তে পারছি না।

আমি তাকে বললাম, তুমি কি ওজনে কম দিতে?

সে বলল, না, তবে আমি যখন পরিমাপ করতাম, তখন পাল্লা সোজা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতাম না।

দেখুন, এরকম ব্যক্তির কী অবস্থা, যে শুধু গুরুত্ব দিয়ে ওজন করত না। ভাবুন যারা ওজনে কম দেয় তাদের কী অবস্থা হবে?

হজরত নাফে রহ. বলেন, হজরত ইবনে উমর রা. ব্যবসায়ীদের পাশ দিয়ে গেলে তাদের বলতেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। গুরুত্ব দিয়ে মাপ-ঝোক করো। কারণ এই দুটি বিষয়ে যারা কম করবে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন এ অবস্থায় দাঁড় করানো হবে যে, তাদের ঘাম পা থেকে কান পর্যন্ত হবে। এই অবস্থা তাদেরও হবে, যারা কাপড় ইত্যাদি মেপে বিক্রি করার সময় হাতকে শক্ত করে থাকে, যাতে সামান্য লম্বা চলে না যায়। তবে নিজের জন্য যখন পরিমাপ করে, তখন হাত ছেড়ে দেয়, যাতে সামান্য বেশি চলে আসে।

জনৈক বুজুর্গ বলেন, সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে সামান্য একটি দানার পরিবর্তে আসমান জমিনের সমান জান্নাত ছেড়ে দেয়। সে ব্যক্তির জন্য শত আফসোস! যে ব্যক্তি সামান্য একটি দানা বেশি নিয়ে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

আমার ইচ্ছা ছিল পুস্তিকাটি একটু দীর্ঘাকারে লিখব। কিন্তু রোগের আধিক্যের কারণে আমি পরাহত। তাই প্রত্যেকটি অধ্যায় শুরু করার সময় মনে হতে লাগল, এটা শেষ করতে পারব কি না! তাই বাধ্য হয়েই আজ সোমবার ৫ সফর ১৪০০ হিজরিতে পুস্তিকাটি শেষ করছি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম দয়া দিয়ে একে কবুল করুন! মুসলমানদের হালাল খাওয়ার এবং হারাম থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين

(হজরত শাইখুল হাদিস মাওলানা)
মুহাম্মদ জাকারিয়া
(সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, মুহাজিরে মাদানী)
৫ সফর, ১৪০০ হিজরি, ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইংরেজি
মদিনা শরিফ

পরিশিষ্ট

ক. রাসুল সা.-এর ব্যবসা

খ. অর্থনীতি ও ব্যবসা-সম্পর্কিত আয়াতসমূহ

নবীজির ব্যবসা : একটি সংক্ষিপ্ত নিবেদন

যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথেই রাসুল সা. অন্যান্য কুরাইশ যুবকের মতো ব্যবসা শুরু করেন। বংশগত রীতি ও ঐতিহ্য এটাই ছিল।

কৈশোরে রাসুল সা. আপন চাচা যুবাইর বিন আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালেবের সাথে ইয়েমেন ও শামে দুইবার সফর করেছেন।

ইবনে সাদ ও অন্যান্য সীরাত-লেখকের আরও কিছু বর্ণনা থেকে বোঝা যায়– রাসুল সা. চাচা আবু তালেবের সাথে বাজারে ব্যবসা করেছেন। এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও বাজারে ব্যবসা করার কথা বর্ণিত আছে। এর ফলে রাসুল সা.-এর ব্যবসা করার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে; শিখে নিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম-নীতি ও কলাকৌশল।

হজরত খাদিজা রা.-এর মালপত্র নিয়ে ব্যবসা করার জন্য শামে যাওয়ার আগে রাসুল সা. নিজের কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, মেধা ও যোগ্যতা, চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মক্কার ধনীদের মধ্যে যারা দূরদূরান্ত সফর করে ব্যবসা করতে চাইত না, বাজারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে পারলেই বাঁচত এবং যারা নিজেদের হাতে ব্যবসা করতে অক্ষম ছিলেন, তারা নিজেদের মালপত্র কোনো পরিশ্রমী, উদ্যমী, আমানতদার ও কর্মঠ লোককে দিয়ে ব্যবসা করতেন, তাদের পাঠাতেন আরবের বাজারে কিংবা নিকটবর্তী কোনো দেশে– শামে বা ইয়েমেনে। তারা লাভের একটা অংশ –যা চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হতো– ব্যবসায়ীকে দিয়ে দিত। এভাবে উভয়ে লাভবান হত।

এসব ব্যবসা অনেক সময় এমন পদ্ধতিতে হতো, যাকে পরে ইসলাম 'মুদারাবা' নাম দিয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক সব সিরাত-লেখক মুদারাবা করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। উদাহরণস্বরূপ ইবনে হিশাম রহ. তাঁর সিরাতগ্রন্থে[১৫৪] হজরত খাদিজা রা. সম্পর্কে বলেছেন, তিনি লোকদেরকে নিজের মালপত্র দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য

---

[১৫৪] সিরাতে ইবনে হিশাম, ইবনে হিশাম, ১:১৮৮, [তাহকিক : মুস্তফা সাকা], ১৯৯৫

নিতেন। এবং তাদের সাথে মুদারাবা হিসেবে লেনদের করতেন; কিছু বিনিময় দিয়ে দিতেন–

تَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ فِي مَالِهَا وَتُضَارِبُهُمْ إِيَّاهُ بِشَيْءٍ تَجْعَلُهُ لَهُمْ

নিঃসন্দেহে বলা যায়, রাসুল সা. ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছিলেন সেই মুদারাবার ভিত্তিতে। এবং হজরত খাদিজা রা.-এর মালপত্র নিয়ে শামে যাওয়ার পূর্বে বিভিন্নজনের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৈনি করে নিয়েছিলেন নিজের একটা শক্ত অবস্থান। নবুওয়াত-লাভের পূর্বে রাসুল সা.-এর যেসব ব্যবসায়িক অংশীদারের নাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে সায়েব, কায়েস বিন সায়েব মাহজুমি, আবদুল্লাহ বিন আবুল হাম্মাদের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা রাসুল সা.-এর লেনদেনের স্বচ্ছতা, সততা, ওয়াদারক্ষা ও সুন্দর আচরণের কথা স্বীকার করেছেন অনাবিল হৃদয়ে।

আর সেসব ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আছে সেই বাণিজ্যিক সফরের, যা রাসুল সা. শাম-বুসরায় করেছিলেন হজরত খাদিজার মালপত্র নিয়ে তাঁর গোলাম মাইসারার সাথে। সেখানে রাসুল সা. অন্যদের তুলনায় বেশি লাভবান হয়েছেন। আর হজরত খাদিজা রা. তাঁর ওয়াদামতো অন্যদের চেয়ে রাসুল সা.-কে বেশি লভ্যাংশ দিয়েছেন। অধিকন্তু নিজের গোলামের কাছে রাসুল সা.-এর রুচিঋদ্ধ লেনদেন, সততা, পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততার গল্প শুনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

সিরাতের অধিকাংশ বর্ণনা থেকে এ-কথা প্রতীয়মান হয় যে, সেই বাণিজ্যিক সফরের পরে হজরত খাদিজা রা.-এর সাথে রাসুল সা.-এর বিবাহ হয়; তাঁর অথবা রাসুল সা.-এর প্রস্তাবে।[১৫৫]

এ কথাও প্রসিদ্ধ যে, হজরত খাদিজা রা.-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পর, নবুওয়াতলাভের পূর্ব ও পরে, এমনকি মদিনা হিজরত পর্যন্ত, রাসুলকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছিলেন।

কয়েকটি বর্ণনা এমন আছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াতের পরেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিলেন।[১৫৬]

---

[১৫৫] ইবনে ইসহাক (উর্দু), পৃ. ৮৬-৮৭; ইবনে হিশাম, ১:১৮৭–১৯০; ইবনে সাআদ, ১:১৩০-১৩৩; ইবনে কাসির, ১:২৬২-২৬৭

জীবনের কালবিন্যাস হিসেবে বালাজুরি রহ. তাঁর 'আনসাবুল আশরাফ' গ্রন্থে আরেকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণনাটির সারমর্ম হলো, রাসুল সা. যখন গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব উমাবি এক বাণিজ্যিক সফর থেকে এলেন। তার কাছে রাসুল সা.-এর ব্যবসায়িক পণ্যও ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সে ব্যাপারে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি তাতে আমানত আদায় করে দিবেন।'

তাবারানি, বাইহাকি ও বালাজুরির সেই দুই বর্ণনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, রাসুল সা.-এর ব্যবসার ধারাবাহিকতা নবুওয়াত লাভের পরেও চালু ছিল। যদিও সর্বদা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন নিজে সরাসরি বাণিজ্যিক সফর করতে পারেননি। অবশ্য তার প্রয়োজনও ছিল না। তিনিও মক্কার অন্যান্য ব্যবসায়ীর মতো মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করতেন।

এ-কথা সত্য যে, ইসলামের বিরোধিতা এবং রাসুল সা.-এর সাথে শত্রুতার ভয়ঙ্কর সময়ে মক্কার অনেক ব্যবসায়ী হয়তো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাসুলকে কোনো সহযোগিতাই করেনি; কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তারা বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও আর্থিক সহযোগিতা ইত্যাদি কারণে রাসুলের সাথে মুদারাবার চুক্তিতে ব্যবসা করাটাই লাভজনক মনে করেছে।

রাসুল সা.-এর ব্যবসায়িক সফর

হাদিস দ্বারা রাসুলের একাধিক ব্যবসায়িক সফরের কথা প্রমাণিত। আমাদের প্রথমে জানতে হবে, কেন এসব সফরের প্রয়োজন হয়েছিল?

শামের বাণিজ্যিক সফরের কারণ ছিল নবীজির চাচা আবু তালেবের দরিদ্রতা। জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁর স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁর আর্থিক অবস্থার সঙ্কীর্ণতা ও দরিদ্রতায় অপারগ হয়ে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যবসার পথ দেখান। তিনি বলেন, 'প্রিয় ভাতিজা, আমি সম্পদশালী নই। আমাদের অবস্থা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। দরিদ্রতা পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে। আমাদের কাছে সম্পদও নেই, ব্যবসাও নেই। তোমার সম্প্রদায়

---

[১৫৬] বিস্তারিত জানতে : *সিরাতে ইবনে হিশাম*, ১:২৯৬; *আত্-তারাতিবুল ইদারিয়্যাহ*, কাত্তানি, ২:৭; *কানান-নবিয়ু ছারিয়ান মুনফিকান লা ফাকিরান যাহিদান*, ড আবদুল ফাত্তাহ আস-সাম্মান, পৃ. ১২৯-১৩৬, দারুল ফিকির, দামেশক, ২০১৫

কুরাইশের কাফেলা শাম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ কিছু লোককে কাফেলা আকারে প্রেরণ করেন, যারা তার জন্য তারই সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে ও লাভবান হয়। যদি তুমি তার কাছে যাও এবং স্বীয় যোগ্যতা পেশ করো তাহলে নিশ্চিত তিনি তোমাকে তার কাজের জন্য নির্বাচিত করবেন এবং তোমাকে সবার উপর প্রাধান্য দিবেন। কেননা, তিনি তোমার পবিত্রতার চর্চিত গুণাবলি সম্পর্কে বেখবর নন। যদিও আমি তোমার শাম যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। আমি তোমার ব্যাপারে ইহুদিদের নিয়ে ভয়ে আছি। তবে এখন এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। রাসুলুল্লাহ তাঁর চাচার কথা শুনে বেশ বিজ্ঞপূর্ণ জবাব দিলেন–

فَلَعَلَّهَا أَنْ تُرْسِلَ إِلَيَّ فِيْ ذٰلِكَ

সম্ভবত খাদিজা নিজেই এ ব্যাপারে আমার কাছে পয়গাম প্রেরণ করবেন।

আবু তালেব বলে উঠলেন, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি তোমাকে ছাড়া অন্যকাউকে প্রেরণ করবেন এবং তুমি পিছিয়ে থাকবে।[১৫৭]

শাম অভিমুখে প্রথম সফর

নবী সা. শাম-অভিমুখে দুবার সফর করেন। প্রথমবার স্বীয় চাচার সফরসঙ্গী হয়ে। এই সফরে তিনি ব্যবসার কাজে অংশ নেননি; বরং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই চাচা তাঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। এই সফরে পাদরি *বাহিরার* সাথে প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাচা নবীজিকে নিরাপত্তার স্বার্থে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

শামে দ্বিতীয় সফর

দ্বিতীয়বার নবী সা. ব্যবসায়িক মালামাল নিয়ে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে শামে গমন করেন।

নবীজির বয়স যখন পঁচিশ তখন চাচা আবু তালেব তাঁকে ডেকে বললেন, ভাতিজা! আমার কাছে তো কোনো সম্পদ নেই। যুগের নির্মম কষাঘাতে আমরা জর্জরিত হচ্ছি। তোমার শামে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী। খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ তো তার ব্যবসায়িক পণ্য অপরের মাধ্যমে শামে পাঠায়।

---

[১৫৭] *দালায়িলুন্-নুবুওয়াহ*, আবু নাইম আসবাহানি, ১:১৭২, দারুন নাফায়িস, বৈরুত, ১৯৮৬; *সিরাতে হালাবিয়া*, আলি বিন ইবরাহিম হালাবি, ১:১৯৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭ হিজরি।

তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার পণ্য নিয়ে যাও। এর মাধ্যমে তুমি ভালো পারিশ্রমিক পাবে। এই আলোচনা হজরত খাদিজার কানে গেলে তিনি নিজেই নবী সা.-কে ডেকে পাঠালেন। অন্যদের তিনি যতটা পারিশ্রমিক দিতেন নবীজিকে তার দ্বিগুণ দিলেন। এ অবস্থা দেখে আবু তালেব নবীজিকে বললেন, এই সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য পাঠিয়েছেন। এরপর নবী সা. কাফেলার সঙ্গে শাম-অভিমুখে যাত্রা করেন। খাদিজার গোলাম মাইসারাও এই সফরে নবীজির সঙ্গে ছিলেন। কাফেলা বুসরা শহরে পৌঁছলে সেখানে পাদরি নাস্তুরা নবীজির মধ্যে নবুওয়াতের আলামত দেখতে পেয়ে তাঁকে শেষযুগের নবী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা–

যখন নবীজি মাল বিক্রয় করেন; এক লোকের সঙ্গে তাঁর সামান্য বিতর্ক হয়। লোকটি তখন তাঁকে *লাত-উযযার* নামে শপথ করতে বলে। নবী সা. তখন বলেন, আমি কখনো ওই দুটির নামে শপথ করিনি। আমি তো সেগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ উলটো ঘুরিয়ে নিই।

লোকটি এ কথা শুনে বলল, সত্য তো সেটাই, যা তুমি বলছ। তারপর মাইসারাকে বলল, আল্লাহর কসম! এই লোক তো সেই নবী, যার গুণাবলির বর্ণনা আমাদের পণ্ডিতরা কিতাবে পেয়েছেন।

তৃতীয় ঘটনা হলো–

মাইসারা দেখলেন, প্রচণ্ড গরমের সময় দুজন ফেরেশতা নবীজিকে ছায়া দান করছেন। এসব দেখে মাইসারা নবীর প্রতি ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। সফর থেকে ফেরার সময় দুপুরবেলা খাদিজা নিজ প্রাসাদে বসে বসে দেখছিলেন নবী সা. উটের পিঠে বসে আছেন। আর দুজন ফেরেশতা তাকে ছায়া দিয়ে চলছেন। খাদিজা এবং তার সাথে বসে থাকা মহিলারা এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। তারপর মাইসারার মুখে সফরের আশ্চর্যজনক সব ঘটনা, পাদরি নাস্তুরা আর ঝগড়াকারী লোকটির কথা শুনে খুব অবাক হলেন। হজরত খাদিজা ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী, বিচক্ষণ, সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত আর সম্পদশালী মহিলা। তিনি নবী সা.-কে প্রস্তাব পাঠিয়ে বিয়ে করে নিলেন। সেসময় নবীর বয়স ছিল পঁচিশ আর হজরত খাদিজা রা-এর বয়স ছিল চল্লিশ।[১৫৮]

---

[১৫৮] *তাবাকাতে কুবরা*, ইবনে সাআদ, ১:১০৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৯৯০ [তাহকিক : মুহাম্মদ আবদুল কাদের আতা]।

ইয়েমেন-অভিমুখে দুই সফর

হজরত খাদিজা রা. এর কারণে নবী সা. যেসব সফর করেছিলেন তার দুটি হয়েছিল ইয়েমেন-অভিমুখে। ইমাম হাকেম *আল মুসতাদরাকে* বর্ণনা করেছেন, হজরত খাদিজা রা. নবী সা.-কে দুবার জুরাশ (ইয়েমেনের একটি অঞ্চল)-এর দিকে ব্যবসার জন্য পাঠিয়েছিলেন পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে।

বাহরাইন অভিমুখে সফর

নবুওয়াতের পূর্বে নবী সা. বাহরাইনে সফর করেছেন বলেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখন আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করছিল। একপর্যায়ে বাহরাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এল। তিনি তাদেরকে বাহরাইনের বিভিন্ন স্থানের নাম বলে বলে সংবাদ জানতে চাইলেন। লোকেরা তো অবাক হয়ে গেল। তারা বলল, আপনি তো দেখছি আমাদের দেশ আমাদের চেয়েও ভালো চিনেন। নবী সা. বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের দেশে আমি অনেক ঘুরেছি।[১৫৯]

রাসুল সা. ও খাদিজা রা. -এর মাঝে বাণিজ্যিক চুক্তি

চাচা-ভাতিজার মাঝে যে আলাপ-আলোচনা হলো, তা আর খাদিজা রা.-এর কাছে গোপন থাকল না। তিনি তৎক্ষণাৎ নবী মুহাম্মদের কাছে পয়গাম প্রেরণ করলেন, আমি আপনার সততা, আমানতদারি ও উন্নত চরিত্রের প্রতি লক্ষ রেখে আপনাকে বাণিজ্যিক সফরে প্রেরণ করতে চাচ্ছি এবং পারিশ্রমিক হিসেবে আপনার সম্প্রদায়ের অন্যদের যা দিই, তার দ্বিগুণ দিতে চাই। নবী সা. প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। চাচাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি বলেন, এটা আল্লাহ তায়ালার দান, যা তিনি তোমার নসিবে লিখে দিয়েছেন।

বিপুল পরিমাণ লাভ

উক্ত সফরেরই ঘটনা– রাসুলের কাছে যত পণ্য ছিল, সবই বুসরা বাজারে বিপুল লাভে বিক্রয় হয়ে গেল। সাধারণ ব্যবসায়ীরা যা লাভ করে, সে তুলনায় তিনি দ্বিগুণ লাভ করলেন।[১৬০] এত বিপুল পরিমাণ লাভ দেখে মাইসারা অজান্তেই বলে উঠলেন, হে মুহাম্মদ, আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে

---

[১৫৯] *নবীয়ে আকরাম সা. বহাইছিয়তে তাজের*, মুফতি মুহাম্মাদ রাশেদ ডসকভি, মাসিক দারুল উলুম (ইউপি), ভলিয়ম-৯৯, জানুয়ারি ২০১৫

[১৬০] *তাবাকাতে কুবরা*, ইবনে সাদ, ১:১৩০

খাদিজার পণ্য নিয়ে ব্যবসা করছি, কিন্তু এত লাভ আমাদের কখনো হয়নি, যা এবার আপনার আগমনের কারণে হলো।[১৬১] নবীর এ সফলতা নিঃসন্দেহে তাঁর উত্তম আচরণ, সততা, বিচক্ষণতা, পরিশ্রম ও পরিস্থিতি-অনুধাবনের ফল ছিল।

তিনি ওই সময় একজন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যবসায়ী হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি তখন সেসব প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নিলেন, মক্কায় যেগুলোর প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। এরপর এ পণ্যসামগ্রী খাদিজা রা. মক্কায় বিক্রয় করলে তারও বিপুল পরিমাণ লাভ হয়।

যে বাণিজ্যিক সফরে রাসুলুল্লাহর বিবাহের পথ খোলে

মক্কা মোকাররমা পানি ও উদ্ভিদশূন্য জনপদ ছিল। কুরআনুল কারিমে একে (وادغير ذي زرع) বা চাষাবাদহীন অনুর্বর উপত্যকা নামে আখ্যায়িত করে পবিত্র জনপদটির পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছে, সেখানে কোনো কৃষিকর্মও ছিল না, শিল্পকর্মও না। এজন্য সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ব্যবসার সাথেই যুক্ত ছিল।

সেই সূত্রে নবীর বংশীয় পেশাও ছিল এটি। তাঁর পিতাও ব্যবসা করতেন। শামের এক বাণিজ্যিক সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর ওফাত হয়। নবীর প্রপিতামহ হাশিম বিন আবদে মুনাফই কুরাইশের শামমুখী বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সূচনা করেন। হাশিম প্রতিবছর ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম ও ফিলিস্তিনে আসা-যাওয়া করতেন। এমনকি শামের সফরেই তিনি ফিলিস্তিনের 'গায়ায়' ইনতেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। কুরাইশের কাছে ব্যবসার সীমাহীন গুরুত্ব ও বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাদের মধ্যে যার পেশা ব্যবসা ছিল না, তাদের নিকট তার কোনো বিশেষ মর্যাদা ছিল না।[১৬২]

নবী নিজের জীবিকা-নির্বাহের জন্য, বিশেষ করে চাচা আবু তালেবের আর্থিক সহায়তা করার জন্য প্রথম দিকে মক্কাবাসীর ছাগল চরিয়েছিলেন। তবে তিনি এ ব্যস্ততাকে নিজস্ব জীবনোপকরণের মাধ্যম বানাননি।

---

[১৬১] শরফুল মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১/৪১০-১১

[১৬২] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, আবু নুআইম, ১:১৭৩

এরপর আল্লাহ তায়ালা নবীর আদর্শ মানবীয় গুণাবলির পূর্ণতা বাণিজ্যিক সফরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দান করেছেন। সফর সর্বদাই সৌভাগ্যের সোপান হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, একক অতুলনীয় ব্যক্তিকে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী নবুওয়াত দ্বারা সম্মানিত করবেন, তিনি সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ হবেন। সকল দিক ও গুণের সমন্বয়কারী ব্যক্তিত্বের মহাগৌরব অর্জন করবেন, যাতে একজন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড়-বড় পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গও তাঁর নিষ্কলুষ সততা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভা ও নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

ব্যবসায়িক সফরে নবীজির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলি

পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত নবীজি নিজের ব্যবসায়িক সফরে সচ্চরিত্র, উত্তম লেনদেন, সততা এবং বিশ্বস্ততায় এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, সকল শ্রেণির মানুষের মাঝে তিনি সাদিক (সত্যবাদী) এবং আমিন (বিশ্বস্ত) নামে পরিচিতি লাভ করেন। লোকেরা পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে নিশ্চিন্তে তাঁর কাছে আমানত গচ্ছিত রেখে যেত। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই খাদিজা রা. তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

তার ব্যবসায়িক সফরের কিছু উত্তম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরছি–

১. ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা : ব্যবসায় সফলতার জন্য লেনদেনে স্বচ্ছতা আর ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা কর্তব্য। এ বৈশিষ্ট্য নবীর মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। হজরত কায়েস রা. বলেন, জাহেলিযুগে রাসুলুল্লাহ সা. আমার সাথে ব্যবসায় অংশীদার থাকতেন। তিনি অংশীদারদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলতেন।[১৬৩]

২. তর্ক এবং বচসা পরিহার করা : মুসলমান ব্যবসায়ীর অন্যতম গুণ হলো লেনদেনের সময় শোরগোল এবং কথাবার্তার সময় তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকা। এই মহান গুণের সাক্ষ্য নবী সা. নবুওয়াতের আগে থেকেই দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রা. বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ ম.-এর কাছে ছিলাম। তিনি উপস্থিত সাহাবিদের কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে

---

[১৬৩] আল-ইসতিয়াব ফী মারিফাতিল আসহাব, আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ কুরতুবি, ৩:১২৮৮, দারুল জীল, বৈরুত, ১৯৯২

দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, আমি তোমার সম্পর্কে তাদের থেকে বেশি অবগত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি সত্যি বলেছেন। জাহেলিযুগে আপনি আমার সাথে ব্যবসায় অংশ নিতেন। খুব উত্তম অংশীদার ছিলেন আপনি। কোনো রকম বিতর্ক বা বিবাদে আপনি জড়াতেন না।[১৬৪]

৩. ওয়াদা রক্ষা করা : ওয়াদা রক্ষা করা ব্যবসায়ীর প্রধান গুণ। নবীর মাঝে এ গুণ কেমন ছিল? আবদুল্লাহ ইবনে হামসা রা. বলেছেন, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে নবীজির সাথে আমার ক্রয়বিক্রয়ের একটি চুক্তি সংঘটিত হয়। আমার কাছে ক্রয়কৃত বস্তুর নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে টাকা কিছুটা কম ছিল। তখন আমি নবীজির সাথে ওয়াদা করি যে, পরদিন এই স্থানে এসে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করব। কিন্তু পরদিন আমি বিষয়টা বেমালুম ভুলে যাই। তিনদিন পর বিষয়টি আমর স্মরণ হলে আমি সেখানে গিয়ে দেখি, নবীজি সেখানেই অবস্থান করছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, যুবক, তুমি তো আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছ। আমি গত তিনদিন ধরে এখানে অবস্থান করছি।[১৬৫]

রাসুলুল্লাহ সা.-এর অংশীদারি কারবার

শিল্প ও বাণিজ্যিক বিভিন্ন শাখায় অধিকাংশ মানুষ যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে অংশীদারি কারবারের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক লেনদেন করেন। মানবতার শিক্ষক মুহাম্মদ সা. এ ক্ষেত্রেও তাঁর পবিত্র কর্ম দ্বারা আমাদের জন্য পথপ্রদর্শনের বাতি জ্বালিয়েছেন। আসুন দেখি, অংশীদারি কারবারে রাসুলুল্লাহর কাজের ধরন কেমন ছিল।

নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে রাসুলুল্লাহর ব্যবসায় অংশীদারদের সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সায়েব বিন আবি সায়েব রা. বলেন, মক্কাবিজয়ের দিন উসমান বিন আফফান রা. ও নবীজির ফুফু আতিকার পুত্র উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা রা. এর ভাই জুবাইর বিন আবি উমাইয়া বিন মুগিরা

---

[১৬৪] *সিরাতে হালাবিয়া*, আলি বিন ইবরাহিম হালাবি, ১:১৯৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৭ হিজরি।

[১৬৫] এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন মুফতি মুহাম্মদ রাশেদ ডসকভি, *নবীয়ে আকরাম সা বহাইছিয়তে তাজের*, মাসিক দারুল উলুম (ইউপি), ভলিয়ম-৯৯, জানুয়ারি ২০১৫

মাখজুমি রা. আমাকে রাসুলুল্লাহর খেদমতে নিয়ে যান। এসময় লোকেরা আমার প্রশংসা করলে রাসুলুল্লাহ বলেন–

لَا تُعَلِّمُوْنِيْ بِهِ قَدْ كَانَ صَاحِبِيْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ

(আমি তাকে ভালো করেই চিনি) তোমরা আমাকে তার ব্যাপারে (কিছু) বলো না। এ তো জাহেলি যুগে আমার ব্যবসার অংশীদার ছিল।

সায়েব রা. বললেন, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি ঠিক বলেছেন। অবশ্যই এমনটি ছিল। আপনি কত উত্তম অংশীদার ছিলেন! এ জবাব শুনে রাসুলুল্লাহ সা. তৎক্ষণাৎ বললেন–

يَاسَا لِبُ! اُنْظُرْأَخْلَاقَكَ الَّتِيْ كُنْتَ تَصْنَعُهَا فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَاجْعَلْهَا فِيْ الإِسْلَامِ أَقْرِ الضَّيْفَ وَأَكْرِمِ الْيَتِيْمَ وَأَحْسِنْ إِلى جَارِكَ

হে সায়েব, নিজ জাহেলি যুগের উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করো। সেটাকে ইসলামেও অব্যাহত রাখো। মেহমানদের মেহমাদারি করো। এতিমদের সহায়তা করো এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করো।[১৬৬]

সুনানে আবু দাউদ ও *মুসনাদের* অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, সায়েদ বিন আবি সায়েব রা. নবী সা. সম্পর্কে বলেন, আপনি আমার কারবারের অংশীদার ছিলেন এবং কত উত্তম অংশীদার ছিলেন! আপনার মাঝে বিরোধিতা করা ও মারামারি ঝগড়া করার কোনো বদঅভ্যাস ছিল না।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সায়েব বিন আবি সায়েব রা. মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহর খেদমতে হাজির হলে তিনি খুশি প্রকাশ করতে সায়েব রা. -কে বললেন–

مَرْحَبًا يا أَخِيْ وَشَرِيْكِي، كَانَ لاَ يُدَارِيْ وَلاَ يُمَارِيْ

স্বাগতম হে আমার ভাই ও ব্যবসার অংশীদার, এ কখনো আমার বিরোধিতা করত না, আমার সাথে ঝগড়াও করত না।[১৬৭]

ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর রহ. বলেন, সায়েব মাখজুমির পুত্র আবদুল্লাহ রা. আমাকে গোলামির জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি জাহেলি যুগে রাসুলুল্লাহর ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। যখন আমি মদিনায় পৌঁছলাম এবং তাঁর খেদমতে হাজির হলাম তখন তিনি

---

[১৬৬] মুসনাদে আহমাদ, ৩:৪২৫

[১৬৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস- ১৫৫০৫

জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে চিনতে পারছ? আমি আরজ করলাম, জি হ্যাঁ, আমরা তো একসাথে কাজ করতাম। আপনি কত উত্তম ব্যবসার অংশীদার ছিলেন! আপনি কখনো কোনো ঝগড়া-বিতর্ক করেননি।

এসব রেওয়ায়েতে সায়েদ বিন আবি সায়েব ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বিন সায়েব রা. উভয়ের রাসুলুল্লাহর ব্যবসার অংশীদার হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।[১৬৮]

রাসুলের ব্যবসা : খ্যাতি, দক্ষতা ও উদারতা

জাজিরাতুল আরবের বাণিজ্যিক রাজধানী মক্কানগরীতেই রাসুল সা.-এর জন্ম। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা। মক্কানগরীর বাণিজ্যিক পরিবেশের সুবাদে একেবারে শৈশব থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে রাসুল সা.-এর গভীর সম্পর্ক। তাঁর বয়স যখন বারো তখনও তিনি কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সফরে বেরিয়েছেন।

শৈশব থেকেই ব্যবসার সাথে রাসুল সা.-এর গভীর সম্পর্ক থাকায় এক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিম্নে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের কয়েকটি দিক সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হলো–

১. রাসুল সা.-এর বাণিজ্যিক সুখ্যাতি : আমানত কিংবা বিশ্বস্ততা হলো কোনো ব্যবসায়ীর মূলধন এবং সফলতার নেপথ্য কারণ। বিশ্বস্ততার সাথে যদি যোগ হয় সততা, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সততা আর বিশ্বস্ততা দুই মিলিয়ে ঝলমলিয়ে ওঠে একটি আদর্শ ব্যবসা। রাসুল সা.-এর মধ্যে এই দুটি গুণই বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন সাদিক ও আমিন। বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী যুবক। নবুওয়াতের পূর্বেই আরবের বুকে তাঁর পরিচয় খ্যাতি কামিনী ফুলের গন্ধের মতো সুবাস ছড়াতে শুরু করে। এই সুবাসেই বিমুগ্ধ-মিমোহিত হয়ে হজরত খাদিজা রা. তাঁর উপর বাণিজ্যিক গুরুভার অর্পণ করতে প্রলুব্ধ হন।[১৬৯]

২. রাসুল সা.-এর বাণিজ্যিক দক্ষতা : ব্যবসায় রাসুল সা.-এর সর্বোচ্চ দক্ষতা ও প্রতিভা ছিল। হজরত খাদিজা রা.-এর সম্পদে তাঁর ব্যবসা-পদ্ধতিই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে যথেষ্ট।

---

[১৬৮] *আল আহাদিসুল মুখতারা*, মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসি, ৯:৩৯৮, দারু খিজির, বৈরুত, ২০০০

[১৬৯] আল-হাবিবু ফিল-হায়াতিল ইকতিসাদিয়াহ, www.withprophet.com

বর্ণিত আছে, হজরত খাদিজা রা.-র ব্যবসায়িক সম্পদ নিয়ে রাসুল সা. যখন সিরিয়া থেকে ফেরেন, তখন তিনি অন্যদের চেয়েও বেশি লাভ নিয়ে আসেন।

রাসুল সা.-এর যেসব ব্যবসাকেন্দ্রের সাথে যাতায়াত ছিল সেখানে থাকত অনেক প্রবীণ ও প্রতিভাধর ব্যবসায়ী। তবু তিনি সবার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করে সবাইকে চমকে দিতেন। এ ছাড়াও বাণিজ্যিক কাজ-কারবার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর মুরোদ ধরতে পারার বিশেষ ক্ষমতা তো তাঁর মধ্যে ছিলই। একবার এক ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীর সাথে রাসুল সা.-এর যে ঘটনা ঘটেছিল তা তো বেশ প্রসিদ্ধ। হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন-

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ " . ثُمَّ قَالَ " مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

একবার রাসুল সা. কিছু খাদ্যদ্রব্যের স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাঁর হাত ঐ স্তূপে ঢুকিয়ে দিতেই তাতে আর্দ্রতা অনুভূত হয়। তখন তিনি ব্যবসায়ীকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'হে খাদ্যদ্রব্যের মালিক, এসব কী? ব্যবসায়ী উত্তর করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসুল সা. বলেন, তাহলে লোকজন ভালোভাবে দেখে মতো উপরে কেন রাখনি? (মনে রেখ,) যে ধোঁকাবাজি করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৭০]

খাদ্যদ্রব্যগুলো বাহ্যদৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট ও তরতাজা মনে হলেও রাসুল সা. গভীরভাবে দেখে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নিচের দ্রব্যগুলোর অবস্থা ভালো নয়। তাই তিনি সে স্তূপে হাত ঢুকিয়ে নিশ্চিত হলেন যে, সেগুলো নষ্ট হওয়ার উপক্রম।

এই হাদিসে আমরা ব্যবসায়িক কারবারে রাসুল সা.-এর অনন্য সজাগ বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। তিনি শুধু প্রদর্শিত পণ্য দেখে ক্ষান্ত হননি, বরং

[১৭০] মুসলিম, হাদিস- ১০২; তিরমিজি, হাদিস- ১৩১৫

তা ভেতর-বাইর সবদিক থেকে ভালো কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভালোভাবে অনুসন্ধান করেছেন।[১৭১]

বেচাকেনায় রাসুল সা.-এর উদারতা

রাসুল সা.-এর গুণাবলির অন্যতম হলো বেচাকেনায় উদারতা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন-

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ

একবার আমরা এক সফরে রাসুল সা.-এর সাথে ছিলাম। আমি উমরের (আমার আব্বার) একটি ছোট অবাধ্য উটনীর উপর সওয়ার ছিলাম। আমি সেটির সাথে পেরে উঠতে পারছিলাম না। একবার উটনীটি আমাকে কাফেলার সামনে নিয়ে গেল, উমর রা. ধমক দিয়ে পেছনে ঠেলে দেন। পরে আবার সামনে নিয়ে গেলে উমর রা. ধমক দিয়ে পেছনে ঠেলে দেন। এ অবস্থা দেখে রাসুল সা. উমর রা. -কে বলেন- 'হে উমর, উটটি আমাকে বিক্রি করে দাও।' উমর রা. বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সেটি আপনার। রাসুল সা. আবার বললেন, 'সেটি আমাকে বিক্রি করে দাও।' তখন তিনি তা রাসুল সা. -কে বিক্রি করে দিলেন। তারপর রাসুল সা. (আমাকে) বললেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর, এটি তোমার জন্য। তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।'[১৭২]

একটি জিনিস পিতা থেকে কিনে পুত্রকে হাদিয়া দেওয়া রাসুল সা.-এর উদারতার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, যা আমরা বিভিন্ন হাদিস থেকে জানতে পারি।

---

[১৭১] আল-হাবিবু ফিল-হায়াতিল ইকতিসাদিয়াহ, www.withprophet.com

[১৭২] বুখারি, হাদিস- ২১১৫

রাসুল সা. কেবলই বেচাকেনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেননি, বরং সেসময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যেসব ছোটখাটো ভুলত্রুটি হয় তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যও উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসুল সা. বলেন-

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ، وَالْحَلِفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

হে ব্যবসায়ীদল, নিশ্চয় বেচাকেনায় নানা সময় নানান অযথা কথাবার্তা হয়ে থাকে এবং কসম খাওয়া হয়। অতএব, তোমরা তাতে দান মিশিয়ে নাও।[১৭৩]

অর্থাৎ অযথা কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় সত্য কসম খাওয়া অন্যায়। কাজেই দান-খয়রাত করা উচিত, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত কথাবার্তার কাফফারা হয়ে যায় এবং অন্তরের যাবতীয় ময়লা দূর হয়ে যায়।

ব্যবসায়ীদেরকে সততা ও সদ্ব্যবহারের প্রতি আহ্বান

ব্যবসায় সিদ্ধি ও সফলতার চূড়ায় আরোহণ করার মূল পাথেয় হচ্ছে সততা আর সদ্ব্যবহার। রাসুল সা. বিশেষত ব্যবসায়ীদের সততা ও সদাচারের উপর উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি ইরশাদ করেন-

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়জন পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত (চুক্তি বাতিল বা বাস্তবায়ন করার) স্বাধীনতা থাকবে। উভয়জন সত্যবাদিতার সাথে পৃথক হলে তাদের বেচাকেনায় বরকত হবে। আর মিথ্যা বললে ও দোষ লুকালে তাদের বেচাকেনার বরকত উঠে যাবে।[১৭৪]

خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

একদিন রাসুল সা. নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলে লোকজনকে বেচাকেনা করতে দেখেন। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন,

---

[১৭৩] মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস- ২১৪১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস- ১৬১৩৫

[১৭৪] বুখারি, হাদিস- ২০৭৯; মুসলিম, হাদিস- ১৫৩২

সকল ব্যবসায়ীকে গুনাহগাররূপে উঠানো হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে, সদাচার করেছে ও সত্য বলেছে (তিনি এ মহাবিপদ থেকে বেঁচে যাবেন)।[১৭৫]

ব্যবসায়ীদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ

তিনি বাজারে গমন করে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশতেন এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বারণ করতেন।

হজরত রিফাআ রা. বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সা. -এর সঙ্গে ভোরে বের হয়ে দেখলাম, লোকজন বেচাকেনায় ব্যস্ত। তাদেরকে তিনি ডাক দিলেন–

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ

হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!

যখন তারা চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচিয়ে তাকালো, তিনি ইরশাদ করলেন–

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً، إِلا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وصدق

নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদের কেয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরূপে উঠানো হবে, কিন্তু তাদের ছাড়া যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে ব্যবসা করে এবং সত্য কথা বলে।[১৭৬]

অর্থাৎ যারা প্রতারণা, খেয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ছোট-বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, ব্যবসায় লোকদের প্রতি সদাচার করে, অথবা যারা আল্লাহর ইবাদত ও আদেশ-নিষেধ পালন করে তাদের জন্য মুক্তি রয়েছে।[১৭৭]

বেচাকেনায় প্রতারণা থেকে বারণ

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ সা. খাদ্যশস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিলে আঙুল ভিজে গেল। তিনি বললেন, 'হে খাদ্যশস্যের মালিক! এটা কী?'

সে বলল, আল্লাহর রাসুল! বৃষ্টি লেগেছিল।

---

[১৭৫] মুসতাদরাকে হাকেম, হাদিস- ২১৯৭; তিরমিজি, হাদিস- ১২১০; ইবনে মাজাহ, হাদিস- ২১৪৬

[১৭৬] সুনানে তিরমিজি, হাদিস- ১২১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস- ২১৪৬

[১৭৭] তুহফাতুল আহওয়াজি, ৪:৩৩৬

নবীজি বললেন,

أَفَلَا جَعَلْتَهُ عَلَى رَأْسِ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

তুমি ভেজাগুলো উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখেশুনে নেয়? যে ধোঁকাবাজি করে, সে আমার (দলভুক্ত) নয়।[১৭৮]

ইমাম নববি রা. বলেন, সে আমার আদর্শ গ্রহণ করেনি এবং আমার ইলম, আমল ও উত্তম কর্মপন্থার অনুসরণ করেনি।

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ

তোমরা উট ও ছাগলের ওলানে দুধ আটকে রেখো না।[১৭৯] যে ব্যক্তি এরূপ পশু ক্রয় করবে, সে দুধ দোহনের পর দুই পথ থেকে যা তার উত্তম মনে হয় গ্রহণ করতে পারবে; ইচ্ছা হলে তা রেখে দিবে; নতুবা এক সা খেজুরসহ ফেরত দিবে।[১৮০]

ইমাম নববি রহ. বলেন, এভাবে দুধ জমা রেখে বিক্রি করা হারাম। তা উট, গরু, ছাগল, বাঁদি, ঘোড়া, গাধা যাই হোক। কেননা, এটি ধোঁকা ও প্রতারণা। এই অপকর্ম হারাম হলেও বেচাকেনাটা সম্পন্ন ধরা যাবে। তবে রাখা ও না-রাখা উভয়টির এখতিয়ার থাকবে ক্রেতার।[১৮১]

বেচাকেনায় মহৎ ও উদার ব্যক্তির জন্য দোয়া

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذا باعَ، وإذا اشْتَرى، وإذا اقْتَضى

---

[১৭৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস-১০২

[১৭৯] অর্থাৎ, কয়েকদিন দুধ দোহন থেকে বিরত থাকবে। যখন ওলানে প্রচুর দুধ জমা হবে, তখন বিক্রি করবে, যাতে ক্রেতা মনে করে, পশুটি অনেক বেশি দুধ দেয়। [আন-নিহায়া, ৩:২৭]।

[১৮০] সহিহ বুখারি, হাদিস- ২১৪৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস- ১৫১৫

[১৮১] শারহুন নাওয়াবি আলাা সহিহি মুসলিম, ১০:১৬২

আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে নম্রতা ও উদারতা দেখায়, যখন সে বিক্রি করে, যখন ক্রয় করে এবং যখন পাওনা তলব করে।[১৮২]

লেনদেনে উদার ও কোমল ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন–

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ»

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা আদায় ও পাওনা তলবে উদার ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।[১৮৩]

লেনদেনে কোমলতা জান্নাতপ্রাপ্তির মাধ্যম

হজরত উসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا وَمُقْتَضِيًا.

আল্লাহ তায়ালা এমন এক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যে ক্রয়-বিক্রয় ও পাওনা উসুল করার সময় লোকদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করত।[১৮৪]

তিনি মদিনায় বাজারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

আবু উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, "রাসুল সা. একবার নাবিত নামক বাজারে গেলেন। বাজার ঘুরে দেখে বললেন, না, এটা তোমাদের বাজার নয়। এরপর আরেকটি বাজারে গেলেন। সেটিও দেখে বললেন, এটা তোমাদের বাজার নয়। এরপর এই বাজারে এলেন। (মদিনার নির্দিষ্ট বাজার, বর্ণনাকারী যেটি উদ্দেশ্য করেছিলেন) এখানেও কিছুক্ষণ ঘুরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটি তোমাদের বাজার। অতএব (পণ্য বা মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে) যেন কম করা না হয়। যেন খাজনাও ধার্য করা না হয়।[১৮৫]

এটি ইবনে মাজাহ শরিফের বর্ণনা। তাবারানি শরিফের বর্ণনায় আছে, এক লোক রাসুল সা. এর কাছে এসে বলল, আপনার জন্য আমার পিতা-

---

[১৮২] সহিহ বুখারি, হাদিস- ২০৭৬

[১৮৩] সুনানে তিরমিজি, হাদিস- ১৩১৯

[১৮৪] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস- ২২০১; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস- ৪১২

[১৮৫] *সুনানে ইবনে মাজাহ*, হাদিস- ২২৩৩ [অধ্যায় : বাজার ও তাতে প্রবেশ করা]

মাতা উৎসর্গিত হোক! আমি বাজারের জন্য একটি জায়গা দেখেছি, আপনি কি সেটি দেখবেন? রাসুল সা. বললেন, অবশ্যই। রাসুল সা. তার সাথে উঠে বাজারের স্থানটিতে এলেন। জায়গাটি দেখে তাঁর পছন্দ হলো। তিনি সেখানে পদাঘাত করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের জন্য এটি চমৎকার বাজার হবে। এটি যেন ভেঙ্গে দেওয়া না হয়, এখানে যেন খাজনা ধার্য করা না হয়।[১৮৬]

উপর্যুক্ত নির্দেশনায় রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি ভিত্তি : নিরাপত্তা ও অর্থব্যবস্থা বিনির্মাণের প্রতি রাসুল সা. এর আগ্রহ ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। এরই উপর ভিত্তি করে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসুল সা.-এর বাজার, বাজারের স্থান ও তার নীতিমালা সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ তিনি ছিলেন ব্যবসা সম্পর্কে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ ও অভিজ্ঞ। তিনি যেখানে বাজার স্থাপন করেছিলেন, সেখানে বাজারটা স্থায়ী হয়ে যাওয়া তার মতের সৌন্দর্য ও যথার্থতাও প্রমাণ করে। এমনটি না হলে, এখানেও তিনি সম্পূরক বক্তব্য হিসেবে বলে দিতেন, "তোমরাই তোমাদের পার্থিব ব্যাপার সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।"[১৮৭]

---

[১৮৬] তাবারানি, ১৯:২৬৪

[১৮৭] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস-৬২৭৭ [অধ্যায় : নবীজির বাণী বাস্তবায়ন আবশ্যক হওয়া]

অর্থনীতি ও ব্যবসা-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কেয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদ নেওয়ারই মতো! অথচ আল্লাহ তায়ালা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই জাহান্নামে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।[১৮৮]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক, তবে সুদের যে অংশই (কারও কাছে) অবশিষ্ট রয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। তবু যদি তোমরা এটা না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর তোমরা যদি (সুদ থেকে) তাওবা কর, তবে তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদের প্রাপ্য। তোমরাও কারো প্রতি জুলুম করবে না এবং তোমাদের

---

[১৮৮] সুরা বাকারা : ২৭৫

প্রতিও জুলুম করা হবে না। এবং কোনো (দেনাদার) ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[১৮৯]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

হে মুমিনগণ! জুমার দিন যখন নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[১৯০]

﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾

তারা বলল, হে শুয়াইব! তোমার নামাজ কি তোমাকে এই আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের ইবাদত করত, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থসম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করব না? তুমি তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক![১৯১]

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ, নামাজ কায়েম ও জাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে-দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।[১৯২]

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

---

[১৮৯] সুরা বাকারা : ২৭৮-২৮০
[১৯০] সুরা জুমুআ : ৯
[১৯১] সুরা হুদ : ৮৭
[১৯২] সুরা নুর : ৩৭

স্পষ্ট কথা যে, আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে থাকার জায়গা দিয়েছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি। তথাপি তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা আদায় কর।[১৯৩]

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

বল, আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, কে তা হারাম করেছে? এবং (এমনিভাবে) উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ? বল, যারা ঈমান রাখে তারা পার্থিব জীবনে এই যে নেয়ামত লাভ করেছে, কেয়ামতের দিন তা বিশেষভাবে তাদেরই জন্য থাকবে। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।[১৯৪]

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা রচনা করে, সে সম্পর্কে বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। কেননা তার অর্থ হবে তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। নিশ্চিত জেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা সফল হয় না।[১৯৫]

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾

তোমরা কি লক্ষ করনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ সেগুলোকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন এবং তিনি তার প্রকাশ্য ও গুপ্ত নেয়ামতসমূহ তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বর্ষণ করেছেন? তথাপি মানুষের মধ্যে কতক এমন

---

[১৯৩] সুরা আরাফ : ১০
[১৯৪] সুরা আরাফ : ৩২
[১৯৫] সুরা নাহাল : ১১৬

রয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অথচ তাদের কাছে না আছে কোনো জ্ঞান, না কোনো হেদায়াত আর না এমন কোনো কিতাব, যা আলো দেখাতে পারে।[১৯৬]

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

আল্লাহ তোমাকে যা-কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের নিবাস লাভের চেষ্টা কর এবং দুনিয়া হতেও নিজ হিস্যা অগ্রাহ্য করো না। আল্লাহ যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি তুমিও (অন্যদের) প্রতি অনুগ্রহ কর। আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ বিস্তারের চেষ্টা করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ ফ্যাসাদ বিস্তারকারীদের পছন্দ করেন না।[১৯৭]

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে বশ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাঁধে চলাফেরা কর ও তাঁর রিজিক খাও। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে।[১৯৮]

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(হে নবী! তাদেরকে) বল, আমার প্রতি যে ওহী নাজিল করা হয়েছে তাতে আমি এমন কোনো জিনিস পাই না, যা কোনো আহারকারীর জন্য হারাম, যদি না তা মৃত জন্তু বা বহমান রক্ত কিংবা শূকরের গোশত হয়। কেননা তা নাপাক। অথবা যদি হয় এমন গুনাহের পশু, যাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়েছে। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে যায়, আর তার উদ্দেশ্য মজা লোটা না হয় এবং

---

[১৯৬] সুরা লোকমান : ২০
[১৯৭] সুরা কাসাস : ৭৭
[১৯৮] সুরা মুলুক : ১৫

প্রয়োজনের সীমালংঘন করে না, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৯৯]

﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে রিজিক হিসেবে যে হালাল, পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় কর– যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদত করে থাক।

তিনি তো তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সেই পশু হারাম করেছেন, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে। তবে যে ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে যাবে এবং মজা লোটার জন্য না খাবে আর (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রমও না করবে, (তার পক্ষে) তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২০০]

﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

হে আদমের সন্তানগণ! যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে এবং আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।[২০১]

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু খাও এবং যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখ, তাকে ভয় করে চলো।[২০২]

---

[১৯৯] সুরা আনআম : ১৪৫
[২০০] সুরা নাহাল : ১১৪-১১৫
[২০১] সুরা আরাফ : ৩১
[২০২] সুরা মায়িদা : ৮৮

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

হে মানুষ, পৃথিবীতে যা-কিছু হালাল, উৎকৃষ্ট বস্তু আছে তা খাও এবং শয়তানের পদচিহ্ন ধরে চলো না। নিশ্চিত জান সে তোমাদের এক প্রকাশ্য শত্রু।[২০৩]

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্কানুসারী করে পাঠাই আমার রাসুলগণের এবং তাদের পেছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারয়ামকে। আর তাকে দান করলাম ইনজিল। যারা তার অনুসরণ করল, আমি তাদের অন্তরে দিলাম মমতা ও দয়া। আর রাহবানিয়্যাতের যে বিষয়টা, তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি তাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করিনি। বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের বহুসংখ্যক হয়ে থাকল অবাধ্য।[২০৪]

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

আল্লাহ তিনি, যিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে কতক (লতাযুক্ত, যা) মাচার সাহায্যে উপরে ওঠানো হয় এবং কতক মাচার সাহায্য ছাড়াই উঁচু হয়ে যায় এবং খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের খাদ্যশস্য, জয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন। এর একটি

---

[২০৩] সুরা বাকারা : ১৬৮

[২০৪] সুরা হাদিদ : ২৭

অন্যটির মতোও এবং একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন রকমেরও। যখন এসব গাছ ফল দেয় তখন তার ফল থেকে খাবে এবং যখন ফল কাটার দিন আসবে তখন আল্লাহর হক আদায় করবে এবং অপচয় করবে না। মনে রেখ, তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।[২০৫]

﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক আদায় করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও (তাদের হক প্রদান করো)। আর নিজেদের অর্থসম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে উড়াবে না। জেনে রেখ, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ উড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান নিজ প্রতিপালকের ঘোর অকৃতজ্ঞ।[২০৬]

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তাদের পন্থা হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যমান পন্থা।[২০৭]

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

আল্লাহপ্রদত্ত অনুগ্রহে (সম্পদে) যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে এটা তাদের জন্য ভালো কিছু। বরং এটা তাদের পক্ষে অতি মন্দ। যে সম্পদের ভেতর তারা কৃপণতা করে, কেয়ামতের দিন তাকে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে দেওয়া হবে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মিরাছ কেবল আল্লাহরই জন্য। তোমরা যা-কিছুই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।[২০৮]

---

[২০৫] সুরা আনআম : ১৪১
[২০৬] সুরা ইসরা : ২৬-২৭
[২০৭] সুরা ফুরকান : ৬৭
[২০৮] সুরা আলে ইমরান : ১৮০

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে কোনো ব্যবসা করা হলে (তা জায়েয)। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[২০৯]

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾

(পার্থিব ভোগ্যসামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের বাসনা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ। কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।[২১০]

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾

আমি এমন কত জনপদ ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দাগণ তাদের অর্থসম্পদের বড়াই করত। ওই তো তাদের বাস্তুভিটা, যা তোমাদের সামনে রয়েছে, তাদের পর সামান্য কিছুকাল ছাড়া তা আর আবাদ হতে পারেনি। আমিই হয়েছি তার উত্তরাধিকারী।[২১১]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾

আমি যে-কোনো জনপদে কোনো সতর্কাকারী নবী পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বার্তাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে বেশি আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই।[২১২]

---

[২০৯] সুরা নিসা : ২৯
[২১০] সুরা তাকাসুর : ১-৩
[২১১] সুরা কাসাস : ৫৮
[২১২] সুরা সাবা : ৩৪-৩৫

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾

তারা কি দেখেনি যে, আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুরাজির মধ্যে তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই তার মালিক হয়ে গেছে?[২১৩]

﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

(তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[২১৪]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

হে মুমিনগণ! নিজ গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ কর ও তার বাসিন্দাদের সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। আশা করা যায়, তোমরা লক্ষ রাখবে।[২১৫]

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

তাদের ধনসম্পদে যাচক ও বঞ্চিতের (যথারীতি) হক থাকত।[২১৬]

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায় এবং আল্লাহর পক্ষ হতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবানও, প্রজ্ঞাময়ও।[২১৭]

---

[২১৩] সুরা ইয়াসিন : ৭১
[২১৪] সুরা সাফ : ১১
[২১৫] সুরা নুর : ২৭
[২১৬] সুরা জারিআত : ১৯
[২১৭] সুরা মায়িদা : ৩৮

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾

তোমরা অবুঝ (এতিম)-দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা হতে খাওয়াও ও পরাও আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল।

এতিমদের পরীক্ষা করতে থাক। অবশেষে তারা যখন বিবাহ করার উপযুক্ত বয়সে পৌঁছায়, তখন যদি উপলব্ধি কর তাদের মধ্যে বুঝ-সমঝ এসে গেছে, তবে তাদের সম্পদ তাদের অর্পণ কর। আর সে সম্পদ এই ভেবে অপচয়ের সাথে ও তাড়াহুড়া করে খেয়ে ফেল না যে, পাছে তারা বড় হয়ে যায়। আর (এতিমদের অভিভাবকদের মধ্যে) যে নিজে সচ্ছল, সে তো নিজেকে (এতিমদের সম্পদ খাওয়া থেকে) সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখবে আর যে অভাবগ্রস্ত সে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় তা খেতে পারবে। অতঃপর তোমরা তাদের সম্পদ যখন তাদের হাতে অর্পণ করবে, তখন তাদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখবে। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[২১৮]

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ

---

[২১৮] সূরা নিসা : ৫-৬

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে অন্যান্য জনপদবাসীর থেকে 'ফায়' হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের (রাসুলের) আত্মীয়বর্গের, এতিমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তন না করে। রাসুল তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

(তা ছাড়া 'ফায়'-এর সম্পদ) সেই গরিব মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। তারাই সত্যাশ্রয়ী।

(এবং 'ফায়'-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদিনায়) ঈমানের সাথে অবস্থানরত আছে। যে হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যা-কিছু তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোনো চাহিদা বোধ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফল।

এবং (ফায়-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা তাদের (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।[২১৯]

[২১৯] সুরা হাশর : ৭-১০

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের একজনকে অন্যজনের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। এটা বাস্তব সত্য যে, তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা এবং এটাও বাস্তব সত্য যে, তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২২০]

﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

আল্লাহ রিজিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিজিক নিজ দাস-দাসীকে এভাবে দান করে না, যাতে তারা সকলে সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে?[২২১]

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুঞ্জি তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন রিজিক প্রশস্ত করে দেন। যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা।[২২২]

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

পুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, সেই

---

[২২০] সুরা আনআম : ১৬৫
[২২১] সুরা নাহাল : ৭১
[২২২] সুরা শুরা : ১২

(পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত। আর যখন (মিরাস) বণ্টনের সময় (ওয়ারিশ নয় এমন) আত্মীয়, এতিম ও মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ কর।[২২৩]

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

এবং আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক সাব্যস্ত করো না। পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কর। আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গে বসা (বা দাঁড়ানো) ব্যক্তি, পথচারী এবং নিজেদের দাস-দাসীর প্রতিও (সদ্ব্যবহার কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[২২৪]

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দিবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দীন।[২২৫]

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।

---

[২২৩] সুরা নিসা : ৭-৮
[২২৪] সুরা নিসা : ৩৬
[২২৫] সুরা বাইয়িনা : ৫

যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।[২২৬]

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ, যারা আল্লাহর সামনে বি
নীত হয়ে সালাত আদায় করে ও জাকাত দেয়।[২২৭]

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যার মাধ্যমে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং যা তাদের পক্ষে বরকতের কারণ হবে। আর তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয়ই তোমার দোয়া তাদের পক্ষে প্রশান্তিদায়ক। আল্লাহ সব কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।[২২৮]

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾

এবং যাদের অর্থ-সম্পদ নির্ধারিত হক আছে- যাচক ও অযাচকের। এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।[২২৯]

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾

তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের খাবার দান করে। (এবং তাদেরকে বলে,) আমরা তো তোমাদেরকে

---

[২২৬] সুরা আনফাল : ২-৪
[২২৭] সুরা মায়িদা : ৫৫
[২২৮] সুরা তাওবা : ১০৩
[২২৯] সুরা মাআরিজ : ২৪-২৬

খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।[২৩০]

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিবে, ফলে তিনি তার কল্যাণে তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন? আল্লাহই সংকট সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সচ্ছলতা দান করেন আর তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।[২৩১]

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

(হে রাসুল!) তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে, কখনো অর্ধরাতে এবং কখনো রাতের এক-তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য) জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে)। রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কুরআনের যতটুকু পড়া তোমার জন্য সহজ হয় ততটুটু পড়। আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে

---

[২৩০] সুরা দাহার : ৮-৯

[২৩১] সুরা বাকারা : ২৪৫

এমন, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (অর্থাৎ কুরআন) থেকে ততটুকুই পড়, যা সহজ হয় এবং নামাজ কায়েম কর, জাকাত আদায় কর ও আল্লাহকে ঋণ দাও– উত্তম ঋণ। তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররূপে বিদ্যমান পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৩২]

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

প্রকৃতপক্ষে সদকা ফকির ও মিসকিনদের হক এবং সেই সকল কর্মচারীর, যারা সদকা উসুলের কাজে নিয়োজিত এবং যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের। তা ছাড়া দাসমুক্তিতে, ঋণগ্রস্তের ঋণ পরিশোধে এবং আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের সাহায্যেও তা ব্যয় করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।[২৩৩]

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

---

[২৩২] সুরা মুজ্জাম্মিল : ২০
[২৩৩] সুরা তাওবা : ৬০

كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

নিশ্চিত জেন, যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভরতি করে। তাদেরকে অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের সন্তানসন্ততি সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান। যদি (কেবল) দুই বা ততোধিক নারীই থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি যা-কিছু রেখে গেছে, তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি কেবল একজন নারী থাকে, তবে সে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার মধ্য হতে প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে-যদি তার কোনো সন্তান না থাকে এবং তার পিতা-মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মা এক-তৃতীয়াংশের হকদার। অবশ্য তার যদি কয়েক ভাই থাকে, তবে তার মাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে (আর এ বণ্টন করা হবে) মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা কার্যকর করার কিংবা তার যদি কোনো দেনা থাকে, তা পরিশোধ করার পর। তোমরা আসলে জান না তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে উপকার সাধনের দিক থেকে তোমাদের নিকটতর। এসব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চিত জেন, আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

তোমাদের স্ত্রীগণ যা-কিছু রেখে যায়, তার অর্ধাংশ তোমাদের- যদি তাদের কোনো সন্তান (জীবিত) না থাকে। যদি তাদের কোনো সন্তান থাকে, তবে তারা যে ওসিয়ত করে যায় তা কার্যকর করার এবং যে দেনা রেখে যায় তা পরিশোধ করার পর, তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা-কিছু ছেড়ে যাও, তার এক-চতুর্থাংশ তারা (স্ত্রীগণ) পাবে- যদি তোমাদের (জীবিত) কোনো সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তোমরা যে ওসিয়ত করে যাও তা কার্যকর করার এবং তোমাদের দেনা পরিশোধ করার পর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। যার মিরাস বণ্টন করা হচ্ছে,

সেই পুরুষ বা নারী যদি এমন হয় যে, না তার পিতা-মাতা জীবিত আছে, না সন্তান আর তার এক ভাই বা বোন জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশে হকদার হবে। তারা যদি আরও বেশি সংখ্যক থাকে, তবে তারা সকলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে, (কিন্তু তা) যে ওসিয়ত করা হয়েছে তা কার্যকর করার বা মৃত ব্যক্তির দেনা থাকলে তা পরিশোধ করার পর- যদি (ওসিয়ত বা দেনার স্বীকারোক্তি দ্বারা) সে কারও ক্ষতি না করে থাকে। এসব আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, সহনশীল।[২৩৪]

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

(হে নবী!) লোকে তোমার কাছে (কালালার) বিধান জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালার বিধান জানাচ্ছেন– কেউ যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় আর তার এক বোন থাকে, তবে সে (বোন) তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার হবে। আর সেই বোনের যদি সন্তান না থাকে, (আর সে মারা যায় এবং ভাই জীবিত থাকে) তবে সে তার (বোনের) ওয়ারিশ হবে। বোন যদি দুজন থাকে, তবে ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তারা দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর (মৃত ব্যক্তির) যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে এক ভাই পাবে দু'বোনের অংশের সমান। আল্লাহ তোমাদের কাছে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।[২৩৫]

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

---

[২৩৪] সুরা নিসা : ১১-১২

[২৩৫] সুরা নিসা : ১৭৬

তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং এই উদ্দেশ্যে বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনো অংশ জেনে-শুনে গ্রাস করার গুনাহে লিপ্ত হবে।[২৩৬]

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

তোমরা যদি সফরে থাক এবং তখন কোনো লেখক না পাও, তবে (আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ) বন্ধক রাখা যেতে পারে। অবশ্য তোমরা যদি একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তবে যার প্রতি বিশ্বাস রাখা হয়েছে, সে যেন নিজ আমানত যথাযথভাবে আদায় করে দেয় এবং আল্লাহকে ভয় করে- যিনি তার প্রতিপালক। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে তা গোপন করবে সে পাপী মনের ধারক। তোমরা যে-কাজই কর না কেন আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।[২৩৭]

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

এটা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, গনিমতের সম্পদে খেয়ানত করবে। যে খেয়ানত করবে, সে কেয়ামতের দিন সেই মাল নিয়ে উঠবে, যা সে খেয়ানতের মাধ্যমে হস্তগত করেছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে এবং কারও প্রতি জুলুম করা হবে না।[২৩৮]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾

---

[২৩৬] সুরা বাকারা : ১৮৮
[২৩৭] সুরা বাকারা : ২৮৩
[২৩৮] সুরা আলে ইমরান : ১৬১

নিশ্চিত জেন, যারা এতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভরতি করে। তাদেরকে অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে।[২৩৯]

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

বহু দুঃখ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়। যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়।[২৪০]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

স্মরণ রেখ, যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[২৪১]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

স্মরণ রেখ, যারা চরিত্রবতী, সরলমতী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতের অভিশাপ পড়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।[২৪২]

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

---

[২৩৯] সুরা নিসা : ১০
[২৪০] সুরা মুতাফ্ফিফিন : ১-৩
[২৪১] সুরা নুর : ১৯
[২৪২] সুরা নুর : ২৩

যারা সুদ খায় (কেয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মতো উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, 'বিক্রিও তো সুদেরই মতো হয়ে থাকে'। অথচ আল্লাহ বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী এসে গেছে সে যদি (সুদী কারবার হতে) নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা তারই। আর তার (অভ্যন্তরীণ অবস্থার) ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় সে কাজই করল, তো এরূপ লোক জাহান্নামি হবে। তারা তাতেই সর্বদা থাকবে।[২৪৩]

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ﴾

বহু দুঃখ আছে সেই ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের উপর নিন্দা করতে অভ্যস্ত। যে অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বারবার গুণে দেখে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবী করে রাখবে। কখনোই নয়। তাকে তো এমন স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, যা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে।[২৪৪]

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

হে মুমিনগণ! (ইহুদি) আহবার ও (খ্রিষ্টান) রাহেবদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভোগ করে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তির 'সুসংবাদ' দাও।

---

[২৪৩] সুরা বাকারা : ২৭৫

[২৪৪] সুরা হুমাজা : ১-৪

যে-দিন সেই ধনসম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দ্বারা তাদের কপাল, তাদের পাঁজর ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে (এবং বলা হবে) এই হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে, তার মজা ভোগ কর।[২৪৫]

[২৪৫] সুরা তাওবা : ৩৪-৩৫

নবী ও রাসুলদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। নবুয়তের দায়িত্ব পালন ছিল তাঁদের জীবনের মিশন। কিন্তু জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল ব্যবসা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মর্যাদাবান সাহাবিদের মধ্যে অধিকসংখ্যক ছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। অনেকে ছিলেন আরবের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অনেকের ছিল আন্তঃদেশীয় ব্যবসা।

আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এবং উক্ত শ্রেণির লোকেরা মনে করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করা দুনিয়াদারি, ইবাদতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পণ্যে ভেজাল, খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণ, ওজনে কারচুপি ইত্যাদিকে তারা পাপ ও অন্যায় মনে করেন না। আলেম-ওলামাদের ব্যবসা করাকে অনেকে ভালো চোখে দেখেন না।

'কুরআন-হাদিসের আলোকে ব্যবসার মর্যাদা ও ব্যবসায়ীদের করণীয়' শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থে বিশ্ববরেণ্য আলেম শাইখুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.) এসব বিষয়কে কুরআন-হাদিস ও যুক্তির সাহায্যে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থটি পাঠকের চোখ খুলে দেবে এবং প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঘটাবে।

বিজ্ঞ গ্রন্থকার চাকরি, কৃষি ও তাওয়াক্কুলের উপরও চমৎকার আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। গ্রন্থের শেষের দিকে দেওবন্দি ওলামায়ে কেরামের কতিপয় চমকপ্রদ ঘটনা উল্লিখিত হওয়ায় সমাজে এর মূল্য আরও বাড়বে।

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন



ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬,০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
মাদ্রাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭৮৯-৮৭৩৬৭৯,০১৯৫৩-০৩৯৮৯৩
978-984-96895-7-7